মাসায়িল সিরিজ-৪

প্রসঙ্গ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার

মাওলানা আবু হানিফ

মাসাইল সিরিজ-৪

প্রসঙ্গ
মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার

ইসলামিক বিভিন্ন
ধরনের পিডিএফ
পেতে জয়েন হোন
https://t.me/islaMic_fdf

মাওলানা আবু হানিফ

https://t.me/islaMic_fdf

প্রসঙ্গ
মোবাইল ও ইন্টারনেট
ব্যবহার
মাওলানা আবু হানিফ
সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ
প্রকাশক
মুঈনুদ্দীন আহমাদ গালিব
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.
© সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ॥ হা মীম কেফায়েত

মূল্য : ২০০ [দুশ] টাকা মাত্র

PROSANGA MOBILE O INTERNET BEBOHAR
Writer : Mawlana Abu Hanif
Published by : Maktabatul Islam.
Price : Tk. 200.00 US $ 10.00 only.

মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

বাড্ডা বিক্রয়কেন্দ্র	বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা	১১ ১ ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
ঢাকা-১২১২	বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১১৬২০৪৪৭	০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৬১৫	০১৯১১৪২৫৮৮৬
০১৯১২৩৯৫৩৫১	০১৯১১৬২০৪৪৭

ISBN : 978-984-91050-4-6
www.facebook.com maktabatul islam
www.maktabatulislam.net

https://t.me/islaMic_fdf

প্রাককথন

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর, যিনি রাব্বুল আলামিন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন।

বিশ্ব আজ আপনার হাতের মুঠোয়। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন তা আক্ষরিক বাস্তবতা। মুহূর্তে মোবাইল ফোনে ছুটে বেড়ানো যায় পৃথিবীর প্রান্তসীমায়। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এই ক্ষুদ্র অনুষঙ্গটি আজ ব্যক্তি জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় উপরের সারিতে স্থান নিয়েছে। মোবাইল ফোন ছাড়া বর্তমান সমাজে চলা প্রায় অসম্ভব। মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, তথ্য আদান-প্রদান ও সংযোগ রক্ষার বহুলাংশই এখন মোবাইল ফোন নির্ভর।

মোবাইল ফোন ব্যবহারের লাভের ন্যায় ক্ষতির দিকটিও ভাবতে হবে। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি একদিকে মানুষের কষ্ট, খরচ এবং সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে। অনেক দুঃসাধ্য কাজকে সহজে সাধনের উপায় মুঠোয় ভরে দিয়েছে। অন্যদিকে এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং অতি সহজলভ্যতার সুযোগে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে অহরহ। এর যথেচ্ছা অপব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দুপুর সবসময়ই মোবাইল ফোন নিত্যসঙ্গী। ক্ষণিকের জন্যও হয় না চোখের আড়াল। ছোট-বড়, তরুণ-তরুণী, গরিব-ধনী, পুরুষ-মহিলা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবক সবার হাতেই এখন মোবাইল ফোন। বাহারী বিজ্ঞাপন, আকর্ষণীয় প্যাকেজ, লোভনীয় অফার, আর কম মূল্যের অত্যাধুনিক সেট বাজারজাত করণের ফলে মানুষ বাধ ভেঙ্গে চলেছে সে দিকেই। কোম্পানিগুলো সর্বনিম্ন কলরেট, ফ্রি টকটাইম, এফএনএফসহ নানাবিধ সুবিধা দিয়ে কাষ্টমারকে আকৃষ্ট করার কাজে নিয়মিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র এই যন্ত্রটি দ্বারা একদিকে যেমন সুযোগ সুবিধার বিশাল দ্বার উম্মুক্ত হয়েছে, তেমনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মহামূল্যবান সময় নষ্টসহ নানাবিধ গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ মোবাইল ফোনকে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে বেশি ব্যবহার করছে। অনেকে ব্যবহার করছে অন্যায় কাজে। সুতরাং আধুনিক মোবাইল ফোন সেট শুধু মোবাইল ফোনই থাকেনি, বরং রেডিও, অডিও, ভিডিও,

https://t.me/islaMic_fdf

ক্যামেরা, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট সহ সকল সুবিধাই এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর বৈধতার সুযোগ নিয়ে অনেক লোক একে জায়েজ ও বৈধক্ষেত্রে ব্যবহারের পাশাপাশি নানাবিধ অবৈধ ও গুনাহের কাজে ব্যবহার করছে। সাধারণ মানুষ, যুবসমাজসহ ধনী পরিবারের আদরের দুলালদের নষ্ট করার পেছেনে রয়েছে মোবাইল ফোনের বিরাট ভূমিকা। যেমন ফটো তোলা, ভিডিও করা, রেডিও, অডিও-ভিডিও গান শোনা, ফ্লিম দেখা, চলার পথে গান শোনা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনৈতিক, অশ্লীল, পর্ণোগ্রাফির ওয়েবসাইটে বিচরণ করা, বেহুদা-অনর্থক খেলা-ধুলায় মগ্ন হওয়া। এসব খারাপ কাজ সহজতর হচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসব গুনাহের কাজ ইচ্ছা করলে লোকচক্ষুর অন্তরালেও করা সম্ভব বিধায় এসবের পরিমাণ ও মাত্রা দিনদিন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মোবাইল ফোন এখন প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক গুনাহ ও অনর্থক কাজে। নষ্ট হচ্ছে মহামূল্যবান সময়। মানুষ লিপ্ত হচ্ছে গুনাহ তথা শরিয়তপরিপন্থী কাজে। নৈতিক অধঃপতন ঘটছে যুব সমাজের। অবক্ষয় হচ্ছে শালীনতার।

আর যারা প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তারাও মোবাইল ফোন ও এর বিভিন্ন বিষয়ের শরয়ি বিধাণ না জানার কারণে প্রায়ই শরিয়তের সীমা লংঘন করছেন নিজের অজান্তেই। তারা বুঝতেই পারছেন না যে, মোবাইল ফোন দ্বারা কীভাবে তাদের গুনাহ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন না মোবাইল ফোন ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অহরহ ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হচ্ছে। তাদের এ অনুভূতিটুকুও হচ্ছে না যে, তারা ভুল করছেন। যেমন মোবাইল ফোনে গান শোনা, ফটো ওঠানো, ভিডিও করা। এমনকি মোবাইল ফোনের রিংটোনের ব্যাপারে তারা সতর্কতা অবলম্বন করেন না। বরং মিউজিক যুক্ত রিংটোন অবলীলায় ব্যবহার করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে নামাযি, দিনদার মুসলমানকেও এ ব্যাপারে উদাসীন দেখা যায়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবনের প্রতিটি স্তরের সঠিক নির্দেশনা, হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ বিধিবিধান দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সফলতার রাজপথ। জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যেখানে ইসলামের দিক নির্দেশনা নেই। মানব জীবনের কোনো দিক ও বিভাগ, পর্যায় বা স্তর নেই, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ইসলামে নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সর্ব বিষয়ে রয়েছে ইসলামের দিকনির্দেশনা। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা একজন মানুষের জীবনের যে

https://t.me/islaMic_fdf

কোনো সময় একটি মুহূর্তের জন্যও যদি কোনো বিষয় ও ব্যাপার জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে সম্বন্ধেও ইসলামের রয়েছে অভ্রান্ত দিকনির্দেশ।

অধুনা বিশ্বের এ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগেও ইসলাম নিজ মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বে মাথা উচুঁ করে আছে এবং থাকবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত। তাই দিন দিন ইসলামি বিধানের ব্যাখ্যা, কার্যকরিতা ও উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে। ফলে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা থেমে নেই। আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম আবিষ্কার মোবাইল ফোনও এর বহির্ভূত নয়। এ ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামি নীতিমালা ও বিধিবিধান।

যুগে যুগে বিজ্ঞানীগণ যত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুরআন হাদিস ও ফিকহের কিতাব মন্থন করে সেসব ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় মাসআলা-মাসাইল অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ভবিষ্যতেও যত নতুন জিনিস আবিস্কৃত হবে হযরত উলামায়ে কেরাম কুরআন সুন্নাহ ও ফিক্‌হের আলোকে তার সঠিক সমাধান পেশ করে যাবেন। ইনশাআল্লাহ।

বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত বস্তু সামগ্রীর মাঝে কিছু আছে যা শুধু গুনাহ ও নাজায়েজ কাজেই ব্যবহৃত হয়। আর কিছু আছে যা জায়েজ ও নাজায়েজ উভয় কাজেই ব্যবহার করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ফোনও সেই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। এটি জায়েজ নাজায়েজ উভয় কাজেই ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত কোনো বস্তু শরিয়তসম্মত পন্থায় ব্যবহার করা দোষনীয় নয়। তবে শরিয়তপরিপন্থী কাজে ব্যবহার হলে তা হবে বর্জনীয় ও ইসলাম ধ্বংসের কারণ।

আলোচ্য মোবাইল ফোন ফোনের বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি দু'ধারী তরবারির মতো, যা শরিয়তের বিধিবিধান মুতাবেক ব্যবহার করা যায়, আবার শরিয়তপরিপন্থী পন্থায়ও ব্যবহার করা যায়। আর যে কোনো নতুন বস্তু আবিষ্কৃত হলে একজন মুসলমানের প্রথম কাজ হলো, তা ব্যবহারের শরয়ি হুকুম আহকাম জেনে নেয়া। তাই এ ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক বিধিবিধান, রীতিনীতি ও দিক নির্দেশনা জেনে নেয়া একজন মুমিনের জন্য অপরিহার্য বিধায়, বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাসআলা-মাসাইল উপস্থাপন করাও ছিল সময়ের দাবী।

https://t.me/islaMic_fdf

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের আদব, রীতিনীতি, মাসআলা-মাসাইলের বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ ও গ্রহণযোগ্য উৎস থেকে বিষয়বস্তুকে উদ্ধৃতিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটি সংকলনের ক্ষেত্রে যে সব কিতাব ও বই-পুস্তক দ্বারা উপকৃত হয়েছি, সে সবের লেখক, প্রকাশক ও পরিবেশন কারীকে আল্লাহ তা'আলা দু'জাহানের উত্তম জাযা দান করুন। আর বইটির মাসাইলগত ভুল-ত্রুটির বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য কলম ধরেছেন, ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসার প্রধান মুফতি বন্ধুবর মুফতি ইকবাল হোসাইন। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তা, তেজগাঁও রেলওয়ে মাদরাসার শায়খুল হাদিস সহপাঠী বন্ধুবর ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ সাহেব বেশ ক'বছর আগে আমাকে বলেছিলেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাসাইল সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য। কিন্তু অযোগ্যতা ও ব্যস্ততার কথা বলে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি সাহস যোগিয়েছিলেন এই বলে, 'শুরু করুন, দেখবেন একদিন হয়ে গেছে।' হৃদয়ের গভীর থেকে বিনীত অন্তরে সশ্রদ্ধ শুকরিয়া আদায় করছি তাঁদের। আর আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি, আয় আল্লাহ! তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বইটি ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবে অধমের অদক্ষতা ও অপরিপক্কতার ফলে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই সংশোধনপ্রার্থী হিসেবে যে কারো গঠনমূলক সমালোচনা সবসময় গ্রহণীয় ও বরণীয় বিবেচিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

ইখলাসের সঙ্গে কাজ করার সাহস দেখায় অধমের এমন অন্তর কোথায়? তবুও বুকভরা আশা আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র মেহনতটুকু একমাত্র তাঁরই জন্য কবুল করে নেন এবং আমৃত্যু তাঁর দিনের খেদমতে জড়িয়ে রাখেন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামি বিধানের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। এ পুস্তক দ্বারা সকলকে উপকৃত করুন। উম্মতে মুসলিমার জন্য এটিকে উপকারী করুন। এটিকে মকবুলিয়াতে আম্মাহ দান করুন। সংকলক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একে পরকালীন নাজাতের মাধ্যম করুন। আমীন!

বিনীত
আবু হানিফ
উস্তাদ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

https://t.me/islaMic_fdf

সূচি

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন ব্যবহারের আদব ও সতর্কতা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জীবনচলার প্রতিটি ক্ষেত্রের দিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। আধুনিককালের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মাঝে ফোন ও মোবাইল ফোন ব্যাপক উপকারী এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর উপকার নানামুখী। সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে তা আল্লাহ পাকের একটি বড় নেয়ামত। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুখে শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলার দ্বারাই শোকর আদায় হয় না; বরং যখন আমরা এই নিয়ামতের সুবিধাটি সৎ কাজে ব্যবহার করবো, শরিয়তের পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী তা ব্যবহার করবো এবং এর অন্যায় ব্যবহার বর্জন করবো, তখনই এর যথার্থ শোকর আদায় হতে পারে।

ইসলামের পথ-নির্দেশনা সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যত আধুনিক থেকে আধুনিক বিষয়ই বলুন না কেনো সব বিষয়েরই মৌলিক পথ-নির্দেশনা এতে রয়েছে। মোবাইল ফোন যদিও আধুনিক কালের আবিষ্কার কিন্তু এর দ্বারা যে সব কাজ সম্পাদিত হয় তা নতুন কিছু নয়। পারস্পরিক সাক্ষাত, কথোপকথন ও চলাফেরায় যে সব আদব আমাদের রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলো এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর যথেচ্ছা ব্যবহার এবং অন্য মানুষকে সময়ে অসময়ে ফোন করে ব্যস্ত ও পেরেশান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আজকাল মোবাইল ফোন মানুষের মাঝ থেকে ধৈর্য ও চিন্তা-ভাবনার মানসিকতা বিদায় করে দিয়েছে। নিজের ও অন্যের সময়ের মূল্য সম্পর্কেও অনুভূতিহীন করে দিয়েছে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনেও মোবাইল ফোনে কথা বলে, কিন্তু মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় কিছু নিয়ম-নীতি মেনে সুরুচির পরিচয় প্রকাশ করতে হয়। কারণ এতে সন্দেহ নেই যে, নিয়ম-নীতির পাবন্দির মাঝেই পরস্পরের হকের প্রতি লক্ষ রাখা যায় এবং অন্যকে অযথা কষ্ট দেয়ার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

https://t.me/islaMic_fdf

তাই কীভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে গুনাহের হাত থেকে বেঁচে থাকা যাবে, সেই শিক্ষা ও মৌলনীতির আলোকে মোবাইল ফোন সংক্রান্ত কিছু আদব ও সতর্কতা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- কোনো নম্বরে ডায়াল করার পর ডায়ালকৃত নম্বরটি কেউ রিসিভ করলে প্রথমে সালাম বা সালামের জবাব দিয়ে বিনীতভাবে নম্বরটি বলবেন। সঠিক নম্বরে ফোন গিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তারপর যার সঙ্গে কথা বলবেন তাকে চাইবেন।
- কেউ ফোন করলে প্রথমেই সালাম বা সালামের জবাব দিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করবেন কাকে চাইছেন? যাকে খোঁজা হচ্ছে তিনি অনুপস্থিত থাকলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার থাকলে শুনে রাখবেন।
- মোবাইল ফোনে উচ্চস্বরে কথা বলা শোভনীয় নয়। তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করাও মোটেই উচিত নয়।
- কাউকে বসিয়ে রেখে অন্য কারো সঙ্গে মোবাইল ফোনে আলাপ করবেন না। বরং মোবাইল ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তিকে পরে ফোন করতে বলবেন।
- প্রথমে সালাম দিয়ে কথা শুরু করা কর্তব্য। এটাই রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত। 'হ্যালো' দিয়ে কথা শুরু করা অনুচিত। কারণ, হ্যালো দিয়ে কথা শুরু করা সুন্নত পরিপন্থী কাজ এবং তা বিজাতীয় অনুকরণ।
- প্রথমে সালাম প্রদানের পর কোনো সমস্যা না থাকলে নিজের পরিচয় পেশ করে তারপর কথা বলবেন। আর প্রয়োজনীয় কথা অল্প সময়ে শেষ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, অপরজন বেশি সময় কথা শোনার মতো অবস্থায় নাও থাকতে পারে। আর যদি বেশি কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে সেটা আগেই জানিয়ে অনুমতি নেয়া কর্তব্য।
- অনেকে অনুমতি না নিয়েই লম্বা কথা শুরু করে। অথচ অপর পক্ষ তখন এমন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে, যার জন্য লম্বা কথা শোনা বা জবাব দেয়া তার জন্যে কষ্টকর হয়ে যায়। কাজেই এক্ষেত্রে পূর্বেই অনুমতি নেয়া আবশ্যক।
- অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা হলো, প্রথমে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে কথা বলার অনুমতি চাইবে। যদি অনুমতি না

https://t.me/islaMic_fdf

পাওয়া যায়, তাহলে হৃষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়া উচিত। একে খারাপ মনে করা অনুচিত।

- অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা হলো, প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন। নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করা, আরাম ও বিশ্রাম করা তার অধিকার। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে।
- অনেকে পরিচয় পেশ না করে কথা বলতে শুরু করে। এতে অপর ব্যক্তি বিব্রতবোধ করে এবং বিভ্রান্তির শিকার হয়। তাই এরূপ করা অনুচিত।
- যাকে ফোন করা হচ্ছে তার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় না থাকলে কিংবা আওয়াজে সে টের না পেলে বা অনেক পুরাতন বা এত হালকা পরিচয় গলে যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে– এরূপ ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবেন। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দেবেন না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? ইত্যাদি ইত্যাদি।
- কারও অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া তার মোবাইল ফোনে মিসকল দেয়া যাবে না। কারণ, এতে মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিরক্ত করে কষ্ট দেয়া হয়, যা গুনাহের কাজ। এ ছাড়াও এতে নিজের কৃপণতা প্রকাশ পায়– যা ঘৃণ্য কাজ।
- কেউ ফোন করলে এবং শরয়ি উজর না থাকলে, পারতঃপক্ষে অবশ্যই রিসিভ করা কর্তব্য। তিনি পরিচিত হোন বা অপরিচিত হোন। তবে হ্যাঁ, একান্ত উজর থাকলে রিসিভ না করার অনুমতি আছে।
- ঘুমানোর পূর্বে মোবাইল ফোন ফোনের রিংটোন বন্ধ করে ঘুমানো উচিত নয়। কারণ, এতে অনেক সময় অন্যদের অযথা পেরেশানী হয়। তবে প্রয়োজনে মোবাইল ফোন বন্ধ করে ঘুমানো যাবে।
- হৃদরোগীরা রিংটোনের ভলিউম কমিয়ে রাখবেন।

https://t.me/islaMic_fdf

- ফোন রিসিভ করার পর পরিচিত-অপরিচিত, মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে প্রথমেই সালাম দেবেন। সালাম যে কোনো কথা বলার পূর্বেই হওয়া নিয়ম। আর এটাই উত্তম। কেননা, যে প্রথমে সালাম দেবে সে অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে।
- মাতা-পিতা বা গুরুজন ও বড়কে সালাম করার সময় আওয়াজ এবং ভাব ভঙ্গির মধ্যে আদব ও সম্মান ফুটে ওঠা উচিত। এমনিভাবে ছোট ও স্নেহভাজনকে সালামের ক্ষেত্রে স্নেহ ব্যক্ত হওয়াও সঙ্গত।
- মোবাইল ফোনে কেউ সালাম দিলে সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। সালাম দাতা 'আসসালামু আলাইকুম' বললে তার জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলা উত্তম। বরং 'ওয়া বারাকাতুহু' বৃদ্ধি করে দিলে আরও উত্তম। আর সালাম দাতা 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ'সহ সালাম দিলে তার জবাবে 'ওয়া বারাকাতুহু' বৃদ্ধি করা উত্তম।
- অমুসলিমকে সালাম করবে না। তবে বিশেষ স্বার্থে বা তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষার প্রয়োজনে একান্ত কিছু বলে যদি তাকে অভিবাদন জানাতেই হয়, তাহলে 'গুড মর্নিং', 'গুড ইভিনিং' বা 'শুভ সকাল', 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি কিছু বলে অভিবাদন জানানো যেতে পারে।
- কোন অমুসলিম আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে তার জবাবে শুধু ওয়া আলাইকুম বলবে।
- কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করবে। কথা কম বলা এবং সাধারণভাবে আস্তে কথা বলাই উত্তম। তবে মোবাইল ফোনের অপর প্রান্তের প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুপাতে জোরে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে বলা ভালো নয়।
- বড়দের আদব রক্ষা করে কথা বলা জরুরি। কথা এত সংক্ষেপ করবেন না যাতে বক্তব্য অস্পষ্ট থাকে, আবার এত দীর্ঘ করবেন না যাতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়।
- কোনো প্রয়োজনের কথা কারও নিকট পূর্বে বলে থাকলে আবার সেটা পুনরাবৃত্তি করার ক্ষেত্রে পূর্ণ কথা বলবেন, শুধু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, হতে পারে তিনি পূর্বের কথা ভুলে গিয়ে থাকবেন এবং

https://t.me/islaMic_fdf

এখন পূর্ণ কথা না হওয়ায় বিভ্রান্তির শিকার হবেন। নিজের কথায় ভুল হলে সেটা স্বীকার করে নেয়া, অপব্যাখ্যায় না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

- যথা সময়ে ফোন করবেন। কেউ যদি তার ব্যস্ততার কারণে ফোনে কথা বলার সময় নির্ধারিত করে রাখেন, তাহলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। এজন্য নিয়ম হলো, কারও ফোন নম্বর নেয়ার প্রক্কালে ফোন করার সময় জেনে নেয়া।
- কোন বিশেষ ব্যক্তির ফোনে কথা বলার সময় নির্ধারিত থাকলে তা জেনে নিয়ে শুধু সে সময়ে তার কাছে ফোন করবে। আর এ ধরনের সময় নির্ধারিত না থাকলে, ফোন করে কথা বলার অনুমতি নিয়ে কথা বলা শুরু করবে।
- নামাজের জামাতের সময়, আরাম ও বিশ্রামের সময়, ঘুমের সময়, পানাহারের সময়, বিশেষ কোনো কাজ বা অন্য ব্যস্ততার সময়, কিংবা যিকির-আযকার, অজিফা বা বিশেষ আমল ইত্যাদি আদায়ের সময় কারও কাছে ফোন করে তাকে বিরক্তিতে বা কষ্টে ফেলা যাবে না। কারণ, অন্যকে কষ্ট দেয়া ও পেরেশানিতে ফেলা নাজায়িয। কেননা, এতে তার ঠিক ঐ রকমই কষ্ট অনুভব হয়, যেমন কষ্ট হয় বিনা অনুমতিতে তার ঘরে প্রবেশ করলে। গভীর রাতেও কাউকে ফোন করা ঠিক নয়। একান্ত প্রয়োজন বা ওজরের কথা ভিন্ন।
- যার সঙ্গে অহরহ ফোনে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তার কাছ থেকে জেনে নেয়া যে, কোন সময় তার সঙ্গে কথা বলতে সুবিধা হবে। পরে সেই হিসেবে ফোন করা। এতে দ্বিতীয় পক্ষ মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ও মনোযোগ সহকারে কাজটি সম্পন্ন হয়। পূর্ব অনুমতি না থাকলে যা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না।
- মোবাইল ফোনে যদি দীর্ঘ কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে যাকে ফোন করবে, তার কাছ থেকে সময় চেয়ে নেয়া উচিত। কেননা, অনেক সময় মোবাইল ফোনে রিং বাজার পর মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে অবস্থায় থাকে, সে অবস্থাতেই ফোন রিসিভ করে। হতে পারে জরুরি কোনো কাজ ছেড়ে সে ফোন ধরেছে। এমতাবস্থায় দীর্ঘ সময় কথা বলা তার কষ্টের কারণ হতে পারে।

https://t.me/islaMic_fdf

- ফোন করার আগে সময়ের প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত জরুরি। অনেকেই ফোন করার আগে লক্ষ করে না যে, কোন সময় ফোন করছে। তাই মসজিদে জামাত চলাকালীন সময়েও ফোন করে বসে। এটা শুধু এজন্যই হয়ে থাকে যে, ফোন করার আগে ভাবা হয় না, এটা ফোন করার উপযোগী সময় কিনা।
- আমাদের মাঝে অনেকেই এমন আছে, যারা শুধু নিজের প্রয়োজন ও সুবিধার কথাই ভাবে। অন্যের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করে না। যে সময় টাকা সবচে কম খরচ হবে সে সময়ের অপেক্ষায় থাকে অনেকেই। এটা চিন্তা করে না যে, যাকে ফোন করছে, তার জন্যেও এ সময়টা উপযোগী কিনা। এটা তার অযিফা আদায়ের সময় বা আরামের সময় জানা থাকা সত্ত্বেও শুধু পয়সা বাঁচানোর জন্য ঐ সময় ফোন করা মোটেই সমীচীন নয়।
- অনেক সময় দেখা যায় যে, রিং হয়েই চলছে, কিন্তু কেউ রিসিভার উঠাচ্ছে না। এটা একেবারেই অনুচিত এবং মানবতা বিরোধী। কেননা, কেউ যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে এটা তার অধিকার। তাই এ অধিকার বস্তবায়নে আপনাকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে। হ্যাঁ, সে মুহূর্তে সময় দেয়া অসম্ভব হলে, নিজে বা নিজের লোকের মারফত তা জানিয়ে দেয়া উচিত।
- মোবাইল ফোনে কল আসার পর তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ইসলামি শিষ্ঠাচারের পরিপন্থী, এবং যিনি কথা বলতে চান তার হক নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত।
- কেউ অসময়ে ফোন করলে যথাসম্ভব ধৈর্য ধারণ করা উচিত। আদব ও ভদ্রতার সঙ্গে নিজের নেজামের কথা বলে দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং এটিই উত্তম।
- মোবাইল ফোন খোলা থাকার এ অর্থ নয় যে, যখন-তখন ফোন করা যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে বা ভদ্রতার কারণে কিংবা প্রয়োজনীয় কোনো ফোন আসতে পারে সে জন্যই ফোন খোলা থাকে। তাই ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র আচরণই করা উচিত। তাদের ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

- একবার কল করার পর অপর পক্ষ যদি রিসিভ না করেন, তাবে সে মুহূর্তে আর দ্বিতীয়বার কল করবেন না। মনে করবে যে, অপর ব্যক্তি এমন কোনো কাজে আছেন যে, তিনি এ মুহূর্তে ফোন রিসিভ করতে অক্ষম। এরপর কিছু সময় তথা দশ-পনের মিনিট বিরতি দিয়ে পুনরায় ফোন করতে পারবে।
- অনেকে এমন করে যে, কল করে না পেয়ে অনবরত কল করতেই থাকে, কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়ত বাথরুমে অথবা অন্য কোন অপারগতায় আছেন, আর এদিকে বারবার রিংটোন বাজার কারণে অন্যদের ডিষ্টার্ব হচ্ছে। এরকম করা উচিত নয়। বরং যার কাছে ফোন করা হচ্ছে, তার সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে হবে।
- মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিতে হবে। যাতে করে নামাজের মাঝে রিংটোন বেজে উঠে মুসল্লিদের একাগ্রতা নষ্ট না করে। কোনো কারণে যদি নামাজের পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করতে ভুলে যান, আর নামাজরত অবস্থায় বেজে উঠে, তখন সম্ভব হলে এক হাত দ্বারা বন্ধ করে দেবে। এ ক্ষেত্রে দুহাত ব্যবহার করবে না। কারণ, নামাজে দুহাত ব্যবহার করা আমলে কাসির হওয়ায় তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, মোবাইল ফোন মসজিদে বা মজলিসে বন্ধ রাখা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব। এ ব্যপারে মুয়াজ্জিনের কোনো দায়িত্ব নেই। তাই মুয়াজ্জিন এ ব্যপারে না বলায় কেউ বন্ধ না করে থাকলে এবং নামাজে রিংটোন বেজে উঠলে, মুয়াজ্জিনকে দোষারোপ করা যাবে না।

- মোবাইল ফোন ফোনে বোনাস টকটাইম পাওয়ার জন্য অযথা বেশি বেশি কথা বলা যাবে না। কারণ, এতে জীবনের মহামূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় হয়। আর অপচয় থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।
- অল্প বয়স্ক বা উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে মোবাইল ফোন দেয়া যাবে না। কারণ, এতে তাদের জান-মালের মারাত্মক ক্ষতি এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের আশংকা থাকে।

https://t.me/islaMic_fdf

উল্লিখিত বিধিসমূহ মেনে ফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হলে, তা আদব সম্মত বলে গণ্য হবে। তাই এ ব্যপারে সকলের সচেতন ও সাবধান হওয়া উচিত এবং শরিয়তের হুকুম পূর্ণরূপে মেনে চলা কর্তব্য।

মোবাইল ফোনে পরিচয়পর্ব

যিনি ফোন করছেন তার দায়িত্ব হলো সালামের পর নিজের সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়া। যাতে রিসিভকারী সহজেই চিনতে পারে। তারপর রিসিভকারীকে নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলা। সুস্পষ্ট পরিচয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেখানে আমাকে যে পরিচয়ে রিসিভকারী সহজে চিনবে সেখানে সে পরিচয় দেয়া। এজন্য আমাকে কোথাও নিজের নাম বলতে হবে। কোথাও নিজের নাম না বলে পিতার পরিচয় দিলে বুঝতে সহজ হয়। আবার কোথাও ছেলের পরিচয় দিলে চিনতে সহজ হয়। আবার কোথাও সুস্পষ্ট পরিচয়ের জন্য উদ্দেশ্যের কথাও বলতে হয়।

মোটকথা যেখানে যেভাবে পরিচয় দিলে রিসিভকারী সহজে চিনতে পারে সেখানে সেভাবে পরিচয় দেয়াই উচিত। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা লুকোচুরি নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতাকে রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই অপছন্দ করতেন।

عن جابر رضى الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال من ذا؟ فقلت انا، فقال انا انا كأنه كرهها

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে দরজায় নক করলাম। রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– কে? উত্তরে আমি বললাম, 'আমি'। এতদশ্রবণে রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি আমি'!! যেন রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে) আমি বলা অপছন্দ করেছেন। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত-২/৪০০)

আলোচ্য হাদিসে আমি বলার মাধ্যমে আগন্তুক এর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়নি বিধায় রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আমি' বলাকে অপছন্দ করেছেন। এবং সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই যিনি ফোন করবেন তার দায়িত্ব হলো নিজের সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়া। তারপর

https://t.me/islaMic_fdf

নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলা। এক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি। কাজেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

পরিচয় হওয়া চাই সুস্পষ্ট

আহসানুল ফাতাওয়ার গ্রন্থকার মুফতিয়ে আযম হযরত রশিদ আহমদ র. বলেন, একবার আমি একজনকে ফোন করে তাকে পাইনি। যিনি ফোন রিসিভ করেছেন তাকে বললাম, তিনি আসলে অনুগ্রহপূর্বক বলবেন, আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য রশিদ আহমদ ফোন করেছিলেন। আমি আমার নামের সঙ্গে 'মুফতি' বলিনি, শুধু রশিদ আহমদ বলেছি। দু'তিন দিন চলে গেলো কিন্তু তিনি ফোন করেননি। আমি আশ্চর্য হলাম তিনি তো এমন লোক নন, খবর পাওয়া মাত্রই ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলার কথা। যাক, দু'তিন দিন পর ফোনে কথা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? আপনি খবর পাননি? তিনি বললেন, আমাকে খবর বলেছে, মিষ্টার রশিদ আহমদ নামে এক লোক আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করে ছিলেন। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার পরিচিত লোকদের মাঝে তো 'মিষ্টার রশিদ আহমদ' নামে কেউ নেই। অনেক চিন্তা করলাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না।

এরপর থেকে আমি আমার নামের সঙ্গে 'মুফতি' লাগানো শুরু করলাম। যাতে লোকদের কষ্ট না হয়। কেননা, বর্তমান দুনিয়ায় মিষ্টারের সংখ্যাই বেশি। মাওলানা, মুফতি অনেক কম। মোটকথা পরিচয়ের ক্ষেত্রে যার পরিচিতি যেভাবে দিলে লোকে চিনে, সেভাবেই পরিচয় দেয়া উচিত।

কথা হতে হবে সুস্পষ্ট

কথা বলার সময় শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা না হয় এমনভাবে কথা বলাই হলো শরিয়তের নির্দেশনা। কলটাইমের সাশ্রয়, পাল্‌সের সুযোগ গ্রহণ বা এক মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করার জন্যে অনেকে মোবাইল ফোনে এত দ্রুত কথা বলেন যে, অপর প্রান্ত থেকে কথা বুঝতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় কিছুই বুঝা যায় না। কিংবা বুঝা গেলেও ভুল বুঝা হয়। অতি দ্রুত কথা বলার কারণে পরবর্তীকালে কত যে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। বলতে চেয়েছিলো এক রকম, হয়ে গেছে অন্য রকম। বুঝাতে চেয়েছিল একটি, বুঝেছে অন্যটি। এর ফলে ফোন করার উদ্দেশ্যই কেবল

https://t.me/islaMic_fdf

বিফলে যায় না, অনেক ক্ষেত্রে ফোনকারী বা রিসিভকারী অথবা কখনো কখনো উভয়কেই নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। বরং কথা হওয়া চাই স্পষ্ট, যেন বুঝতে অসুবিধা না হয়।

হযরত আয়শা রা. বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মতো একসঙ্গে মিলিয়ে কথা বলতেন না। বরং তিনি কথা বলতেন স্পষ্ট করে, পৃথক পৃথকভাবে। ফলে উপস্থিত যে কেউ তাঁর কথা সহজেই মুখস্ত করে নিতে পারতো। (শামায়েলে তিরমিযি – ১৮)

ফোন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি মারাত্মক ভুল

প্রথম ভুল– অস্পষ্ট পরিচয় দেয়া।

অনেক সময় দেখা যায় ফোনকারী নিজের পরিচয় না দিয়ে আগে রিসিভকারীর পরিচয় জানতে চায়। ফোনকারী প্রথমেই জিজ্ঞেস করে 'কে বলছেন?' এমনকি পীড়াপীড়ি করে তার পরিচয় জানতে চেষ্টা করে। কী আশ্চর্য! ফোন করেছেন আপনি, পরিচয় দিবেন আপনার, অথচ উল্টো পরিচয় জানতে চান রিসিভকারীর। হ্যাঁ, আগে আপনার পরিচয় দিয়ে রিসিভকারীর পরিচয় জিজ্ঞেস করুন।

দ্বিতীয় ভুল– রিসিভকারীর আওয়াজ শুনেই লাইন কেটে দেওয়া।

এ কাজটি আমরা বিভিন্ন কারণে করে থাকি। যেমন–যাকে ফোন করেছি সে রিসিভ করেনি, রিসিভ করেছে তার মা বা বাবা অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখিন হওয়ার ভয়ে লাইন কেটে দিই। অথবা শুধু রিসিভকারীর উপস্থিতি জানাই উদ্দেশ্য থাকে। তখন রিসিভকারীর আওয়াজ শুনেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় বিধায় ফোন রেখে দিই। এ ছাড়াও বিভিন্ন অসৎ উদ্দেশ্যও আমাদেরকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় ভুল– রিসিভকারী আমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি-না, তা না জেনে তাকেই মনে করে কথা বলা শুরু করে দিই। অথচ রিসিভকারী হচ্ছেন অন্য ব্যক্তি। এ জন্য সেও বিব্রত হয় এবং ফোনকারীকেও লজ্জিত হতে হয়।

চতুর্থ ভুল– অনেক সময় দেখা যায় ফোনকারী রিসিভকারীকে জিজ্ঞেস করেন, অমুক ব্যক্তি আছেন কি? তখন রিসিভকারী শুধু এতটুকু শুনেই ফোন রেখে দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খবর দিয়ে বসে, আপনার ফোন এসেছে। এমনকি অনেক সময় ঘুম থেকেও জাগিয়ে দেয়। অথচ অনেক সময় এমন

https://t.me/islaMic_fdf

হয়ে থাকে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শুধু উপস্থিতি জানা বা কারও মাধ্যমে তাকে সংবাদ পৌঁছানোই ফোনকারীর উদ্দেশ্য থাকে। একটু অসতর্কতার কারণে দু'জন লোককে কষ্টে ফেলে দেয়া হলো। ফোনকারী যখন জিজ্ঞেস করলেন, অমুক আছেন কি? তখন তার কাছ থেকে রিসিভকারীর জেনে নেওয়া দরকার ছিলো যে, তাকে ডাকতে হবে নাকি অন্য কিছু করতে হবে।

পঞ্চম ভুল– অনেক সময় দেখা যায়, আরিফ এবং শরিফের মাঝে সংযোগ স্থাপনের জন্য শাকিফ কল করে। কিন্তু শাকিফ শুধু নিজের পরিচয় দিয়েই শরিফকে ডেকে দেওয়ার অনুরোধ করে। মনে হয় শাকিফ নিজেই শরিফের সঙ্গে কথা বলবে। শরিফ যখন শাকিফকে মনে করে কথা বলতে শুরু করে, তখন দেখা যায় সে তো শাকিফ নয়, সে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ আরিফ। শাকিফ সংযোগ স্থাপন করেই উধাও। যার ফলে এ বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শাকিফের উচিত ছিল রিসিভকারীকে প্রথমেই এ কথা বলে দেয়া যে, আরিফ শরিফের সঙ্গে কথা বলবে। অথবা শাকিফ যেহেতু শুধু নিজের পরিচয় দিয়েছে, তাই শরিফ যখন কথা বলতে শুরু করবে তখন আরিফের হাতে মোবাইল ফোন দেয়ার আগে অন্তত সালাম দিয়ে শরিফকে একথা বলে দেবে যে, আরিফের সঙ্গে কথা বলুন।

ষষ্ঠ ভুল– অনেক সময় দেখা যায়, একজন অন্য জনের মোবাইল ফোন দিয়ে ফোন করে। যেমন– আরিফ শরিফের মোবাইল ফোন দিয়ে শাকিফকে ফোন করেছে। শরিফের মোবাইল ফোন নম্বর শাকিফের মোবাইল ফোনে সেভ করা আছে। তাই শাকিফ ফোন রিসিভ করেই শরিফ মনে করে কথা বলতে শুরু করে, এতে বিব্রত অবস্থার সৃষ্টি হয়। আরিফ যদি প্রথমেই সালাম দিয়ে পরিচয়পর্বের কাজটা সুন্দরভাবে সেরে নিতো, তাহলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

সপ্তম ভুল– অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অফিস আদালতে কাউকে ডেকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। সে কোন ক্লাসে পড়ে বা কোন সেক্টরে কাজ করে – কী তার পদবী পুরো পরিচয় না বলে শুধু বলে অমুককে ডেকে দিন। এতে যাকে ডেকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো তিনি মুশকিলে পড়ে যান। এবং মনে মনে একজনকে নির্ধারণ করে নেন। অথচ অনুরোধকারীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নয়। এতে উভয় পক্ষই বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখিন হন। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা উভয়েরই উচিত।

https://t.me/islaMic_fdf

অষ্টম ভুল– অনেক সময় আমারা ডেকে দেয়ার জন্য কাউকে অনুরোধ করি, তিনি পাঁচ/দশ মিনিট পর কল করার জন্য বলে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই উদাসীন হয়ে পড়ি বা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করে ফেলি, যা মারাত্মক ভুল।

আমরা যদি বিষয়গুলোর প্রতি একটু ভেবে দেখি, তাহলে বুঝে আসবে যে, এসব ভুল সাধারণত অসচেতনতা, উদাসীনতা বা অভদ্রতার কারণেই ঘটে থাকে। কোনো সচেতন, বিচক্ষণ, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা এমন কাজ হতে পারে না। তাই এগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখা উচিত।

কথায় ভদ্রতা ও আওয়াজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

ফোনে কথা বলার সময় কলকারী বা রিসিভকারী উভয়ের লক্ষ রাখা উচিত যে, আমার কথা যেন কর্কশ, শ্রুতিকটু বা এত উচ্চস্বরে না হয়, যা আমার সঙ্গে আলাপকারীর এবং আশপাশের লোকদের বিরক্তি ও কষ্টের কারণ হয়। অথচ দেখা যায় আমরা অনেকে মোবাইল ফোনে এত জোরে কথা বলি, যা আমার পাশের লোকদের অতিকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেতো রীতিমতো অস্বস্তি ভোগ করেন। আর যদি কাজের সময় পাশের টেবিলে কেউ সবসময় এভাবে কথা বলতে থাকে, তাহলে লোকটির যে কী অবস্থা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবার এত আস্তেও যেন না হয় যে, কথা বুঝতেই কষ্টকর হয়ে যায়, বরং যতটুকু আওয়াজে কথা বললে অপর প্রান্তের লোকটির বুঝতে অসুবিধা না হয়, ততটুকু আওয়াজে বলাই শ্রেয়। কথায় যেন না থাকে জড়তা বরং কথা যেনো হয় হাসিমুখে ভদ্রতা ও শালীনতার সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে।

কিছু লোক তো এমন আছে, যাদের সঙ্গে দু'চার কথা বলার পর জরুরী কথাটুকু বলার আগ্রহও বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে কিছু লোকতো এমন আছে, যাদের সঙ্গে কথা বলতেই মন চায়। কারণ, তারা এত নম্র ও বিনয়ী, কথা বলার ভঙ্গি, শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ এতই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, তাদের কথা শুনতে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে মনে আরো ইচ্ছা যাগে। এমন লোক পেলে তাদের কাছ থেকে শিখে নেয়া দরকার যে, উপযুক্ত সম্মান ও আদব বজায় রেখে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কীভাবে কথা বলতে হয়।

https://t.me/islaMic_fdf

বড়দের সঙ্গে কথা বলার সময় আগে ফোন না রাখা

আপনি যখন সম্মানিত ও বড়দের সঙ্গে কথা বলবেন, তখন আপনার কথা শেষ হলেও তিনি ফোন রাখার আগেই আপনি কখনো ফোন রাখবেন না। এটা ভদ্রতা ও আদবের পরিপন্থী। কারণ, এটা যেন এমন হয়ে গেল যে, আপনি সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার জন্য কোথাও মিলিত হলেন, আর আপনার প্রয়োজনীয় কথা শেষ করেই তাঁকে সেখানে রেখেই আগে ওঠে চলে গেলেন।

ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ না করা

অনেক সময় দেখা যায়, আপনার প্রয়োজনেই আপনি কাউকে ফোন করেছেন, অথচ তাকে পাননি। পরে তিনি মোবাইল ফোনে মিসকল দেখে ভদ্রতার কারণেই কলব্যাক করেন। এক্ষেত্রে আপনার উচিত হলো, লাইন কেটে দিয়ে তাকে ফোন করা। তার ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করে আপনার প্রয়োজনে তার ফোন রিসিভ করা ঠিক নয়। অবশ্য কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক থাকলে ভিন্ন কথা।

উলামায়ে কেরামের সঙ্গে কথা বলার আদব

নবি-রাসুলগণের পর সবচাইতে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হলেন হযরাত উলামায়ে কেরাম। একজন আলেম এবং একজন গায়রে আলেম উভয়ের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান কত বেশি তা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলে গেছেন–

'একজন আবেদ অপেক্ষা একজন আলেমের মর্যাদা ততবেশী, একজন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা যতবেশী'

একজন আবেদ তথা ইবাদতকারী খোদাভীরু ব্যক্তির চেয়ে একজন আলেমের মর্যাদা যদি এত বেশি হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ, যারা ইবাদত বন্দেগি করে না বা করলেও ততটা করে না, তাদের চেয়ে একজন আলেমের মর্যাদা ও সম্মান কতবেশী হতে পারে? কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা অনেক সময় সরাসরি কিংবা মোবাইল ফোন ফোনে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁদের উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখি না। বরং স্বাভাবিকভাবে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যেভাবে নিঃসংকোচে কথা

https://t.me/islaMic_fdf

বলি তাঁদের সঙ্গেও আমরা সেভাবে কথা বলি।

অনেক সময় তাঁদের সামনে হাত নেড়ে কথা বলি, তাঁদের কথার ওপর নিজের কথাকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করি। এমনকি মাঝে মাঝে এত জোরে কথা বলি যে, আমার কথার আওয়াজে তাঁদের কথা চাপা পড়ে যায়। জেনে রাখা উচিত, এভাবে কথা বলা আদব পরিপন্থী এবং আমাদের জন্যে মস্তবড় ক্ষতির কারণ। আমাদের দ্বারা এমনটি হতো না, যদি সত্যিকারার্থে একজন আলেমের মর্যাদা, সম্মান ও শ্রদ্ধা আমাদের জানা থাকতো। পবিত্র কুরআনে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সঙ্গে যেভাবে উচ্চ-স্বরে কথা বল তাঁর সঙ্গে সেরূপ উচ্চ-স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। অথচ তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।' (সুরা হুযরাত-২)

খোদাভীরু আলেমগণ যেহেতু নবিগণের উত্তরসূরী, তাই তাঁদের মজলিসে উঁচু-স্বরে কথা বলাও উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। তাই আলেমদের মজলিসে বা আলেমদের সঙ্গে এত উঁচু-স্বরে কথা বলবেন না, যাতে তাঁদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। (মা'আরিফুল কুরআন-৮/১০১)

মোটকথা উলামায়ে কেরামের সঙ্গে কথা বলার সময় বিনয়-নম্রতা ও ভদ্রতার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে হবে, যাতে তাঁদের সুমহান মর্যাদা ও সম্মান এতটুকু ম্লান না হয়। চাই মোবাইল ফোনে হোক বা সরাসরি।

মোবাইল ফোনে কাউকে ডেকে দেয়ার জন্য বাধ্য না করা

আজকাল সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন। এরপরও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির মোবাইল ফোনে সংযোগ পাওয়া যায় না বা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। তখন অন্য কারো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডেকে দেয়ার জন্য বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে এমনভাবে বলা উচিত নয় যে, আমার কথায় হুকুম বুঝা যায়। বরং বিনীত ও সুন্দর ভাষায় ডেকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা চাই। এবং তার সময়ের প্রতি লক্ষ রাখা চাই। এমন ভদ্রভাবে বলার পরও কেউ যদি কোনো অসুবিধার কারণে ডেকে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন, তাহলে মনোক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়। আর ডেকে দেয়ার জন্য ঘনিষ্টতার দোহাই দিয়ে তাকে পীড়াপীড়ি করে তাকে বাধ্য করাও ঠিক নয়। সংবাদটা যদি বলে দেয়ার মত হয়, তাহলে

https://t.me/islaMic_fdf

রিসিভকারীর কাছে বলে দেয়াই ভাল যে, ভাই আমার খবরটা অনুগ্রহপূর্বক অমুকের কাছে পৌঁছে দেবেন। আর বলে দেয়ার মত না হলে, অন্তত এতটুকু বলে দেয়া যে, অমুককে বলবেন, আমি ফোন করেছিলাম। তিনি যেন আমাকে ফোন করেন। এতে রিসিভকারী সুযোগমত খবরটা পৌঁছে দেবেন। অবশ্য রিসিভকারীর যদি বিশেষ কোনো অসুবিধা বা অপারগতা না থাকে, তাহলে একটু কষ্ট করে ডেকে দিলে অবশ্যই তিনি সওয়াবের অধিকারী হবেন। এক্ষেত্রে বিনা কারণে অবহেলা করে ডেকে না দেয়া একেবারেই অনুচিত। তবে এখনই ডেকে দিতে রিসিভকারীর কোনো গ্রহণযোগ্য অসুবিধা থাকলে ফোনকারীকে ধমক না দিয়ে বরং সুন্দর ভাষায় পরবর্তীকালে ফোন করার জন্য বলে দেয়া উচিত।

মোটকথা এক্ষেত্রে কাউকে কষ্ট দেয়া যেমন উচিত নয়, তেমনি অবহেলা করাও ঠিক নয়। উভয় পক্ষ নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। এতে উভয় পক্ষই লাভবান হবে।

অন্য সময় ফোন করতে বললে কী করণীয়?

কারো সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে, ওযর থাকলে সাক্ষাতপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুমতি শরিয়ত দিয়েছে, এবং সাক্ষাতপ্রার্থীকে অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং কাউকে ফোন করলে কোনো অসুবিধা থাকলে রিসিভকারীর কথা বলা বা না বলার পূর্ণ এখতিয়ার আছে। যদি পরে ফোন করতে বলা হয়, তবে এটা তার অন্যায় হবে না। বিনাবাক্য ব্যয়ে এটা মেনে নেয়া উচিত। এখানে তার ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক ধারণা পোষণ করার অবকাশ নেই। চাই সে যে কোনো সাধারণ লোকই হোক না কেনো। এ ক্ষেত্রে রিসিভকারী যখন তৃতীয় ব্যক্তি হয়, তখন পরে ফোন করার অনুরোধের পরও আমরা অনেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার ঘনিষ্টতা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে ডেকে আনতে বাধ্য করার চেষ্টা করি। যা মোটেই উচিত নয়। অথচ পরে ফোন করে আমার প্রয়োজন সেরে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

অবশ্য কেউ যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে কোনো ওযর না থাকলে তাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। শুধু তাই নয়, ওযর না থাকলে ফোনকারী ব্যক্তি আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকারও রাখে। তাই বিনা ওযরে তার সঙ্গে কথা না বলা বা পরে ফোন করতে বলা উচিত নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন ও সালাম

হ্যালো বলে নয়, সালাম দিয়ে কথা শুরু করা

প্রশ্নঃ- অনেকে ফোনে বা মোবাইল ফোনে আগে 'হ্যালো' বলে এরপর সালাম বলে কথা শুরু করে। এর সঠিক নিয়ম কী?

উত্তরঃ- সাধারণত দেখা যায়, কেউ যখন কারো নিকট ফোন করে, তখন কল রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ হ্যালো হ্যালো শব্দ উচ্চারণ করে। অতঃপর কেউ সালাম প্রদান করে আবার কেউ সালাম ব্যতিরেকেই কথাবার্তা শুরু করে। অথচ টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে বাক্যালাপ করার সময়ও সালাম বিনিময় করা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে সালাম বিনিময়ের ইসলামি নিয়ম হলো কল রিসিভ করেই প্রথমে সালাম বলবে। অতপর কথাবার্তা শুরু করবে। কারণ, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পরস্পর কথা বলার শুরুতে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলতে শিখিয়েছেন। যার ভাবার্থ কতইনা সুন্দর! 'হে আমার সম্বোধিত ব্যক্তি আপনার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত অঝোর ধারায় বর্ষিত হোক।' মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত এ সালামের অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময়। যখনই একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে সম্ভাষণ জানায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের জন্য কাঙ্ক্ষিত মানের দোয়াও করা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বরং পরোক্ষভাবে এ অঙ্গীকারও হয়ে যায় যে, আমার দ্বারা আপনার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন হবে না। আপনি আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত। অপর দিকে যিনি وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বলে জাবাব দেন তিনিও পরোক্ষভাবে সালামকারীকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, আপনিও আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত।

সুতরাং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অপর মুসলামান ভাইয়ের জন্য যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেন, তিনি যেন এ অঙ্গীকারও করেন যে, আপনি আমার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ। আপনার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর আমি সংরক্ষক। ইবনে আরাবী র. আহকামুল কুরআনে ইমাম ইবনে উআইনার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন-

https://t.me/islaMic_fdf

اتدری ما السلام؟ یقول انت امن منی অর্থাৎ সালাম কি বস্তু তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত। (সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-২৭১)

বাহ! এ সালামের মর্মার্থ কত সুন্দও, হৃদয় কাড়া। আমরা কেনো আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা'লিম ও শিক্ষা ছেড়ে পাশ্চাত্যের বুলি আওরাতে যাবো?

অতএব টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা'লিম ও শিক্ষা মুতাবিক প্রথমে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলে কথা বলা শুরু করা উচিত। অনেকে আবার হ্যালো বলার পর সলাম দিয়ে থাকেন। এ নিয়ম সুন্নত পরিপন্থী। কারণ, সুন্নত নিয়ম হলো, 'আসসালাম কাবলাল কালাম' তথা সবধরনের কথার আগে হবে সালাম। এমনকি হ্যালো বলার আগেও। তাই সালামের আগে হ্যালো বলা সঠিক নিয়ম নয়। বরং আগে সালাম বলবে। এটিই সুন্নত নিয়ম। কারণ, হাদিস শরিফে কথাবার্তা বলার পূর্বেই সালাম দেয়ার উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام– (ترمذی ۲/۹۹ مستفاد انوار رحمة ۱۰۵)

অর্থাৎ আগে সালাম পরে কালাম। তাই আমাদের পরস্পরের সাক্ষাতে কিংবা মোবাইল ফোনে কথা বলার সূচনা হোক সালাম দিয়ে।

(মিশকাত-৩৯৯, তিরমিযি-২/৯৯, রদ্দুল মুহতার-৫/৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া-৫/৩২৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৯/২১)

সালামের পরিবর্তে খোশ আমদেদ, স্বাগতম ইত্যাদি বলা

প্রশ্নঃ আগত ব্যক্তিকে খোশ-আমদেদ, স্বাগতম ইত্যাদি বলে অভিবাদন জানানো বৈধ কিনা? এ সম্পর্কে শরিয়তের ব্যাখ্যা কী?

উত্তরঃ আগত ব্যক্তিকে প্রথমে সুন্নত তরিকায় সালাম বিনিময় করার পর যদি এসব শব্দ বলা হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে সুন্নত সালাম বর্জন করে প্রথমেই এসব শব্দে অভিবাদন ও সম্ভাষণ জানানো মাকরূহ। দু'টি হাদিসের মর্ম থেকে এ মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। প্রথম হাদিস–

https://t.me/islaMic_fdf

عن ام هانئ رضى الله عنها– قالت: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل– وفاطمة تستره بثوب– فسلمته فقال من هذه؟ قلت ام هانئ بنت ابى طالب– قال مرحبا بأم هانئ، (رواه مسلم ٢/٢١٤)

হযরত উম্মে হানি রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম, তখন তিনি গোসল করছিলেন, আর তাঁর কন্যা ফাতেমা রা. তাঁকে একটি কাপড় দ্বারা আড়াল দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানি। তিনি বললেন, 'মারহাবা' উম্মে হানিকে। অর্থাৎ উম্মে হানির আগমনে সাদর সম্ভাষণ। (মুসলিম-২/২১৪)

দ্বিতীয় হাদিস–

السلام قبل الكلام فمن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه–

সালাম কথাবার্তার পূর্বে হবে। সুতরাং যদি কেউ তোমাদের সঙ্গে সালামের পূর্বে কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হয়, তবে তার কথায় সাড়া দিও না। (কানযুল উম্মাল-৯/১২২)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি র. ফতহুল বারিতে লিখেছেন যে, ان افشاء السلام شعار هذه الأمه অর্থাৎ সালামের প্রচলন দান এ উম্মতের বৈশিষ্ট। (ফাতহুল বারি ১১/২১)

সুতরাং যে ব্যক্তি সালাম বর্জন করে অন্য কোনো শব্দে অভিবাদন জানায়, সে নিঃসন্দেহে সুন্নত এবং ইসলামি সংস্কৃতিকে বর্জন করলো। কাজেই এটা চরম পর্যায়ের অপছন্দনীয়, যা কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

তবে কেউ যদি সালামের পরিবর্তে এ জাতীয় শব্দে অভিবাদন জানায়, তখন তদ্রুপ শব্দে তার উত্তর দেয়া যেতে পারে। তবে সে যেহেতু সুন্নত ও ইসলাম নির্দেশিত পথ বর্জন করেছে, সে জন্য তাকে শিক্ষাদান ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে উত্তর দান থেকে বিরত থাকাও বৈধ।

সুতরাং মোবাইল ফোন, টেলিফোন বা সাক্ষাতে কথাবার্তা বলার সময় সতর্ক থাকা আবশ্যক। যেন আমার কথাবার্তা সুন্নত পরিপন্থী না হয়। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে খেয়াল রাখার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন। (রুহুল মা'আনি– ৩/১০৩)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোনে কে আগে সালাম দেবে

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে কোন পক্ষ আগে সালাম দেবে? এ নিয়ে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি রিং করবে সে আগে সালাম দেবে। আবার কেউ বলেন, যে রিসিভ করবে সে আগে সালাম দেবে। জানতে চাই শরিয়তের দলিলের আলোকে কোনটি সঠিক?

উত্তরঃ শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হলো, আগন্তুক আগে সালাম দেবে। কেননা, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير অর্থাৎ আরোহণকারী সালাম দেবে পায়ে হাটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে, আর অল্প লোক সালাম দেবে বেশি লোককে। (বুখারী, মুসলিম, মিশাকাত-২/৩৯৭)

সে হিসেবে যে ফোন করেছে, সেই প্রথমে সালাম দেবে। এবং রিসিভকারী শুধু সালামের উত্তর দেবে। না হয় উভয়ের সালাম একত্র হয়ে যেতে পারে বা আগে পরে হয়ে সালামের জবাব বাদ পরে একটি ওয়াজিব ছুটে যেতে পারে।

'আসসালাম কাবলাল কালাম' এর ভিত্তিতে যে আগে কথা বলবে সেই আগে সালাম দেবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সালামের উত্তর দেবে। এটাই শরিয়তের স্বাভাবিক নিয়ম। তবে সাধারণতঃ যে রিসিভ করে সেই যেহেতু আগে কথা বলে থাকে, তাই সে কথা শুরু করার আগে সালাম দেবে। কারণ, মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় অপর প্রান্তে রিসিভ হয়েছে কিনা কথা শ্রবণ ছাড়া বুঝা যায় না। তাই এ ধরনের ক্ষেত্রে রিসিভকারী রিসিভ করেই সালাম দেবে। আর ফোনকারী শুধু সালামের উত্তর দেবে। এমনটি যেন না হয় যে, উভয়েই শুধু সালাম দিলো জবাব আর কারো দেয়া হলো না। এ ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া উচিত।

অবশ্য কখনো যদি রিসিভকারী রিসিভ করে কথা না বলে বা কথা বললেও কোনো কারণে কলকারী কথা শুনতে না পায় অথবা বুঝতে না পারে, তখন কলকারীই আগে কথা বলে থাকে। এক্ষেত্রে যেহেতু কলকারী আগে কথা বলছে, তাই কথা শুরুর আগে এমনকি হ্যালো বলার আগে তিনি প্রথমে সালাম দেবেন।

https://t.me/islaMic_fdf

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, নিয়মানুযায়ী প্রথমে যে-ই সালাম করুক না কেনো, অপর জনকে কিন্তু অবশ্যই সালামের উত্তর দিতে হবে। নতুবা তিনি গুনাহের ভাগী হবেন। কেননা, সালাম দেয়া সুন্নত হলেও উত্তর দেয়া ওয়াজিব। (السلام قبل الكلام–مشكوة–٣٩٩, তিরমিযি–২/৯৯)

মোবাইল ফোনে উভয় পক্ষের সালাম একত্রে হলে

প্রশ্নঃ ফোনকারী ও রিসিভকারী উভয়ে যদি একসঙ্গে একে অপরকে সালাম দেয়, তাহলে কি উভয়েরই সালামের জবাব দেয়া উচিত? এক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তরঃ যদি কলকারী ও রিসিভকারী উভয়ে একই সঙ্গে সালাম দেয়, তবে উভয়েরই সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু একজন যদি আগে সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে দ্বিতীয়জন শুধু সালামের উত্তর দেবে, পাল্টা সালাম দিবে না। অবশ্য সে ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে পাল্টা সালাম দিয়ে দিলে তার সালাম উত্তর হিসেবে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ উভয়ের সালাম যদি একত্রে না হয়ে সামান্য আগে পরে হয়, তাহলে পরে সালামদানকারীকে পুনরায় সালামের জবাব দিতে হবে। যদি সে পুনরায় জবাব না দেয়, তাহলে অর্থের দিক দিয়ে তার সালামটি প্রথম ব্যক্তির সালামের জবাব হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা সালামের জবাব প্রদানের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু শব্দের দিক থেকে সুন্নত তরিকায় জবাব দেয়া হবে না। কারণ, তার এ জবাবটি ইচ্ছাকৃত হয়নি। অথচ কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে– 'আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম ভাষায় সালামের জবাব দাও। অথবা সালাম দাতার সালামের মতোই জবাব দাও। (সুরা নিসা-৮২) উক্ত আয়াতে নতুন করে ইচ্ছাকৃতভাবে সালামের জবাব প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قال العلامة ابن عابدين عن التاتارخانية فان سلما معا يرد كم واحد (رد المختار–٥/٨٦)

اذا التقيا فأسبقهما افضلهما فان سلما معا يرد كل واحد (الهندية–٥/٣٢٥)

قال العلامة حصكفى ولو قال لاخر اقرأ فلانا السلام يجب عليه ذالك وقال العلامة

https://t.me/islaMic_fdf

ابن عابدين (قوله يجب عليه ذالك) لانه ايصال الامانة لمستحقها الخ (رد المحتار-
٥/٢٦٦، احسن الفتاوى-٩/٢١)

(ফয়জুল কালাম-৩৭৪, রুহুল মা'আনি-৩/১০২, শরহুল মুহাযযাব-৪/৪৬৩)

মোবাইল ফোনে উভয়ের সালাম আগে পরে হলে

প্রশ্নঃ যদি কলকারী ও রিসিভকারী উভয়েই সালাম দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির সালাম প্রথম ব্যক্তির সালামের উত্তর সাব্যস্ত হবে কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে বা সাক্ষাতে যদি দু'জনই একে অপরকে সালাম দিয়ে থাকে এবং উভয়ের সালাম একত্রে না হয়ে একটু আগে পরে হয়, তবে অর্থের দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সালাম প্রথম ব্যক্তির সালামের জবাব হয়ে যাবে। অবশ্য শব্দের দিক থেকে সুন্নত তরিকায় আদায় হবে না। কারণ, আলোচ্য মাসআলায় জবাবটি ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি। অথচ কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে-

واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها- (سورة النساء ٨٦)

'আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয়, তবে তোমরা তার চেয়ে উত্তম পন্থায় তাকে সালামের জবাব দাও। অথবা সালামদাতার সালামের মতোই উত্তর দাও। (সুরা নিসা-৮৬)

উক্ত আয়াতে নতুন করে ইচ্ছাকৃতভাবে সালামের জবাব প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ولو سلم كل على الاخر فان ترتبا كان الثانى جوابا اى ما لم يقصد به ابتداء وحده كما قيل (تفسير روح المعانى-٣/١٠٢)

বারবার ফোন করলে প্রতিবারই সালাম দেয়া সুন্নত

একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাত হলে সালাম দেয়া সুন্নত। যদি একাধিকবার সাক্ষাত হয়, তাহলেও প্রতিবার সালাম দেয়া সুন্নত। হাদিস শরিফে সালামের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য ফকিহগণ একাধিক হাদিসের আলোকে এই রায় দিয়েছেন যে, যদি দু'জন মুসলমানের মাঝে কোনো দেয়াল, প্রাচীর বা বৃক্ষের আড়াল আসে, এরপর তাদের পুনরায় সাক্ষাত ঘটে, তাহলে আবারও সালাম দেয়া

https://t.me/islaMic_fdf

সুন্নত এবং জবাব দেয়া ওয়াজিব। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণ যখন সফর করতেন এবং তাঁরা কোনো বৃক্ষের আড়াল অতিক্রম করার পর পুনরায় একত্র হতেন, তখন পরস্পরকে সালাম দিতেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কারো কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হয়, তখন সে যেন তাকে সালাম করে। এরপর যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোনো বৃক্ষ কিংবা কোনো দেয়াল বা পাথর আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাত হয়, তখনও যেন আবার তাকে সালাম দেয়।

এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো, কেউ যদি কারো সঙ্গে বারবার সাক্ষাত করে, তাহলে প্রথমবার সালাম দিলেই যথেষ্ট নয়, বরং যতবার একজন অপরজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হবে ততবারই সালাম দিয়ে কথা শুরু করা সুন্নত।

অনুরূপভাবে মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলা যেহেতু অনেকটা সাক্ষাতে কথাবার্তা বলার মতোই, তাই যতবার মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলবে, ততবারই সালাম বিনিময় করা সুন্নত।

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فاذا لقيتهم شجرة او اكمة تفرقوا يمينا وشمالا فاذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض (سبل السلام– ١٥١٣/٤)

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقى احدكم اخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجرة او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه– (رواه ابو داؤود)

(আহকামুল কুরআন লিল কুরতুবি–৫/৩০৩, সুবুলুস সালাম-৪/১৫১৩, আবু দাউদ, মেশকাত শরিফ-৩৯৯, ফয়যুল কালাম-৩৭১)

সালামের জবাব দেয়ার পূর্বেই লাইন কেটে দেয়া

অনেককে দেখা যায় প্রয়োজনীয় কথা শেষ হতেই সালাম না দিয়েই লাইন কেটে দেয়। অথচ কথা শেষে বিদায়কালেও সালাম দেয়া সুন্নত। আবার কেউ কেউ সালাম দিয়ে বা সালাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লাইন কেটে দেন।

https://t.me/islaMic_fdf

এটাও ঠিক নয়। কারণ, এতে সালাম দাতাকে সালামের উত্তর শুনিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না। যদিও বিদায়কালীন সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। কারণ, বিদায়কালে সালাম মূলত অভিবাদনের জন্য নয়, বরং তা হচ্ছে নিছক দু'আ এবং বিদায়ী সম্ভাষণ। কেননা অভিবাদনতো সাক্ষাতকালে হয়ে থাকে। বিদায়কালে নয়। কুরআনুল কারিমে যে সালামের উত্তর দানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে অভিবাদনমূলক প্রদত্ত সালাম। সুতরাং বিদায়কালীন সালাম উক্ত আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সালাম দিয়ে সালামে জবাব না শুনে বা সালাম শুনে জবাব না দিয়ে লাইন কেটে দেয়ার কারণ হয়তোবা বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। অথবা মিনিট শেষ হয়ে যাচ্ছে এখনই নতুন মিনিট শুরু হয়ে যাবে; মোবাইল ফোন স্ক্রীনে দেখতে পেয়ে এমনটি করে থাকেন। অর্থাৎ সালামের উত্তর না শুনে বা না দিয়েই লাইন কেটে দেন। কিন্তু মনে রাখবেন, শরিয়তের কোনো নির্দেশ পালন বা একটি সুন্নত আদায়ের প্রতিদান দুনিয়াবি এ সামান্য ক্ষতির চেয়ে হাজার গুণ বেশি লাভজনক। আমার বিশ্বাস, সালামের উত্তর দেয়ার এ বিধান পালন করার নিয়তে কেউ যদি দুনিয়ার সামান্য ক্ষতি মেনে নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দুনিয়াতেই এর বিনিময়ে অনেক প্রতিদান দেবেন। আর আখেরাতে তো এর জন্য অফুরন্ত সাওয়াব থাকবেই। (আবু দাউদ, মেরকাত-৯/৫৮)

সালামের উত্তর না দিয়ে কথা শুরু করা

অনেককেই দেখা যায় সালামের উত্তর না দিয়ে কথা শুরু করে দেন। অথচ প্রথমবার সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব এবং শুনিয়ে দেয়াও ওয়াজিব। সালামের উত্তর সালামদাতাকে শুনিয়ে দিতে হবে। সালামদাতা শুনতে না পেলে উত্তরদাতা ওয়াজিবের দায়মুক্ত হবে না। সালামের উত্তর সালাম দ্বারাই দিত হবে। সালামের উত্তরে শুভ প্রভাত, মারহাবা, শুভহোক, ভাল থাকুন এই জাতীয় কথা যথেষ্ট নয়। (সুরা নিসা-৮৬, আলমগিরি-৫/৩২৫, ফাতহুল বারি-১১/১৪)

সালামের উত্তর তৎক্ষণাৎ দেয়া ওয়াজিব

সালাম শোনামাত্র উত্তর দেয়া ওয়াজিব। কোনো ওযর অপারগতা ছাড়া বিলম্বে উত্তর দিলে তা উত্তর বলে গণ্য হবে না। সে ওয়াজিব বর্জনের

https://t.me/islaMic_fdf

গুনাহগার হবে। বিনা ওযরে বিলম্ব করা মাকরুহে তাহরিমি। পরে উত্তর দেয়া হলেও বিলম্বকরণের গুনাহ মাফ হবে না। এর জন্য তওবা করতে হবে। (ফাতহুল বারি-১১/১৪, রদ্দুল মুহতার-৬/৪১৫)

নাবালেগের সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব

কোন অপ্রাপ্ত বয়সের না-বালেগ যদি প্রাপ্ত বয়সের লোককে সালাম দেয়, তাহলে তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি না-বালেগকে সালাম দিলে না-বালেগের ওপর এর উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে তাকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদান করা উচিত। (রুহুল মা'আনি-৩/১০৪)

ছোটদেরকেও সালাম দেয়াও সুন্নত

আমাদের সমাজ জীবনে দেখা যায়, সাধারণত ছোটরা বড়দেরকে, সন্তান পিতা-মাতাকে, স্ত্রী স্বামীকে, ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে, অধিনস্ত ওপরস্থ ব্যক্তিকে, শ্রমিক মালিককে, মুরিদ পিরকে সালাম প্রদান কওে থাকে। যেন এটাই নিয়ম। অথচ সালামের ব্যাপারে ইসলামে এ ধরনের মানসিকতা লালন করার কোনো অবকাশ নেই। রবং ইসলামে ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত প্রত্যেকেই অপরকে সালাম দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? উত্তরে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি মানুষকে আহার করাও এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম কর।

ছোটদেরকে সালাম দেয়া সুন্নত। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোটদেরকে সালাম প্রদান করেছেন। যেমন– হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন।

হযরত সাবেত বুনানি র. বলেন, হযরত আনাস রা. ছোট ছোট কিশোর-বালকদের পাশ দিয়ে যেতেন এবং তাদের সালাম দিতেন। তিনি বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন।

https://t.me/islaMic_fdf

উল্লেখিত হাদিসগুলো দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, শুধু ছোটরাই বড়দেরকে সালাম করবে, আর বড়রা ছোটদের সালামের প্রত্যাশায় থাকবে এটা ঠিক নয়। বরং ছোট-বড় সবাই সবাইকে সালাম দেবে এবং প্রত্যেকেই প্রথমে সালাম দেয়ার প্রতিযোগিতার মানসিকতা লালন করবে। কারণ, প্রথমেই সালাম করা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নত। যে প্রথমে সালাম করে সে বেশি সাওয়াবের অধিকারী হয় এবং অন্যকে সাওয়াবের অধিকারী হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

হযরত আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, বড়রা ছোটদেরকে সালাম দেয়া সুন্নত। কিন্তু অনেকে ছোটদেরকে সালাম দিতে চায় না। ফলে ছোটরাও বড়দেরকে সালাম দেয় না। সালাম না দিতে দিতে এক পর্যায়ে যখন তাদের মধ্যে সালাম না দেয়ার অভ্যাস দৃঢ় হয়ে যায়, তখন প্রয়োজন মুহূর্তে মুরুব্বীদেরকে, শিক্ষককে কিংবা চাকুরী ক্ষেত্রে বসকে সে আর সালাম করতে পারে না। কারণ, তার সালাম দেয়ার অভ্যাস নেই।

ফলে সে সকলের নিকট বে-আদব বা অভদ্র বলে গণ্য হতে থাকে। তাই ছোটদেরকে সালাম করাও যে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিরাট আদর্শ, তা যদি সমাজে চালু থাকে অর্থাৎ বড়রা ছোটদেরকে সালাম দেয়ার এই প্রথা যদি সমাজে ব্যাপকভাবে চালু কারা যায়, তাহলে ছোটরাও তাদের মুরুব্বিদেরকে সালাম দিতে শিখবে এবং সামাজে মুরুব্বিদের নিকট ভদ্র হিসেবে পরিগণিত হবে। আর রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সুন্নাতের ওপর আমল করার কারণে সে দুনিয়া-আখেরাতে অগণিত কল্যাণের অধিকারী হবে।

অতএব বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল , ছোট-বড়, ছাত্র-শিক্ষক, স্বামী-স্ত্রী, শ্রমিক-মালিক, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সালাম দিতে পারবে এবং প্রত্যেককে আগে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টায় থাকতে হবে। তবেই সামাজে সালামের প্রচলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে। তখনই একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপত্তামূলক সমাজ আশা করা যেতে পারে।

সুতরাং কেউ কারো সালামের প্রত্যাশায় না থেকে আগে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিশুদেরকে সালাম দেয়া হলে তাদের ওপর সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব কিনা- এ সম্পর্কে

https://t.me/islaMic_fdf

ফকিহদের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে। কেউ ওয়াজিব বলেছেন, কেউ ওয়াজিব বলেননি। তবে ওয়াজিব না হওয়ার রায়ই বিশুদ্ধ। কারণ, শিশুদের ওপর শরিয়তের কোনো বিধানই আরোপিত হয় না। তবে তাদের ওপর সালামের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। স্বেচ্ছায় না দিলে তাদেরকে সালামের উত্তর দেয়ার জন্য উৎসাহিত করবে। যাতে তাদের মধ্যে সালামের অভ্যাস গড়ে ওঠে। (বুখারি-২/৯২১ ও ৯২২, মা'আরিফুল কুরআন-২/৪৮৬, আল-আযকার-২২৮ ও ২২২, মুসলিম-২/২১৪)

সালাম দিয়ে কথা শেষ করা

সাক্ষাতকালের ন্যায় বিদায় কালেও সালাম দেয়া সুন্নত। এমনিভাবে কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে এবং মজলিস থেকে প্রস্থানকালেও সালাম দেয়া সুন্নত। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে পৌঁছে, তখন যেন সালাম করে, অতপর যখন প্রস্থান করে তখনও সালাম করে। কারণ, প্রবেশকালীন সালাম বিদায়কালীন সালাম অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ উভয় সালামই সম মর্যাদার সুন্নত।

হযরত কাতাদা র. হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ কর, কখন গৃহবাসীকে সালাম দাও। আর যখন গৃহ হতে বের হও, তখন গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ কর।

বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো, মোবাইল ফোনে পরস্পরে কথা শুরুর আগে যেমন সালাম দেয়া সুন্নত, তেমনি কথা শেষ হওয়ার পর সালাম দিয়ে বিদায় নেয়া সুন্নত। এ ক্ষেত্রে যিনি কল করেছেন তিনিই সালাম দিবেন। অবশ্য রিসিভকারী আগে সালাম দিয়ে ফেললে কলকারী শুধু সালামের উত্তর দিবেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليس الاولى بأحق من الآخرة– (رواه ابو داؤد)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم بيتا فسلموا على اهله فاذا خرجتم فاودعوا اهله بالسلام– (بيهقى–تفسير مظهرى ٢/١٧٥)

(আবু দাউদ, তাফসিরে মাযহারি-২/১৭৫)

https://t.me/islaMic_fdf

বিদায়কালে খোদা হাফেজ, আল্লাহ্ হাফেয বলা

বিদায় নেয়ার সুন্নত তরিকা হলো, সালামের মাধ্যমে বিদায় নেয়া। হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি র. 'বজলুল মাজহুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, বিদায়ের সুন্নত সম্মত বিধান হলো, সালাম ও মুসাফাহা। তবে বিদায়ী সালামের আগে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে বা দু'আ হিসেবে ধন্যবাদ, খোদা হাফেয, আল্লাহ হাফেয, জাযাকাল্লাহ ইত্যাদি বলতে দোষের কিছু নেই। আমাদের সমাজে খোদা হাফেয, আল্লাহ্ হাফেয ইত্যাদি বলার যেই প্রচলন রয়েছে তা দ্বারা সুন্নত আদায় হবে না। এটা বাস্তব পক্ষে আমাদের কোনো কোনো মুসলিমসমাজে প্রচলিত প্রথা মাত্র। অনেকেই শুধু উপরোক্ত বাক্যগুলোর কোনো একটি বলেই কথা শেষ করে দেন, সালাম বলেন না। এটা ঠিক নয়। কারণ, বিদায় নেয়ার সুন্নত তরিকা হলো, সালামের মাধ্যমে বিদায় নেয়া। তাই শেষ বাক্য সালাম হওয়া উচিত। নতুবা বিদায়ী সুন্নত আদায় হবে না। (বাযলুল মাজহুদ-২০/১৪৮)

সালামের উত্তর দান হতে বিরত ব্যক্তির ওপর লা'নত

যে ব্যক্তি সক্ষমতা সত্ত্বেও সালামের উত্তর দেয়া হতে বিরত থাকে, ফেরেশতাগণ তার ওপর লা'নত ও অভিসম্পাত করে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তি লোকদেরকে সালাম করে, তখন সে ফযিলতের একটি দরজার অধিকারী হয়। লোকেরা যদি তার সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে ফেরেশতাগণ তার উত্তর প্রদান করেন এবং ঐ লোকদের প্রতি লা'নত ও অভিসম্পাত করেন।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রা. যখন লোকদের পাশ দিয়ে যেতেন সালাম দিতেন না। এর কারণ সম্পর্কে বলতেন যে, আমি সালাম দেব আর তারা উত্তর দেবে না, ফলে ফেরেশতাগণ তাদের ওপর অভিসম্পাত করবে, এই ভয় আমাকে সালাম প্রদান হতে নিবৃত্ত করে রাখে।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রা. যে যুক্তিতে সালাম প্রদান হতে বিরত থাকতেন, এটি নিছক তাঁর ইজতেহাদ ও মত। ফকিহগণ এরূপ আশংকায় সালাম বর্জনের অনুমতি দেননি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি র. বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম এর ব্যাপক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রচার প্রসারের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সালামের উত্তর দেবে কিনা? এরূপ আশংকায় সালাম বর্জন করা সঙ্গত হবে না। হতে পারে এই আশংকা ভুল। ইমাম নববী র. বলেন, এমতাবস্থায় সালাম দিতে হবে। হ্যাঁ, যদি সে সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে অত্যন্ত নম্র ও মিষ্টি ভাষায় তাকে বলে দেবে যে, সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। কাজেই তোমার উচিত সালামের উত্তর দেয়া। যাতে তুমি ওয়াজিব থেকে দায়িত্বমুক্ত হতে পার। (আহকামুল কুরআন লিল কুরতুবী-৫/৩০৩, ইয়াহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন-২/১০১১, ফাতহুল বারি-১১/২০)

সালাম প্রদানের সুন্নত তরিকা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সালামের যে বিধান বর্ণনা করেছেন, তা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, -যিনি পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিধানই নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে উম্মতের জন্য মডেল বা নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন- সালামের ব্যাপারেও নিজের আমল দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যার বিবরণ একটি হাদিসে রয়েছে। যেমন- একদা একজন সাহাবি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন, السلام عليكم يا رسول الله তখন তিনি জবাবে একটি মাত্র শব্দ বৃদ্ধি করে বললেন, وعليكم السلام ورحمة الله। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله বলে সালাম পেশ করলেন। উত্তরে তিনি আরও একটি শব্দ বৃদ্ধি করে বললেন, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته। তারপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে উপরিউক্ত তিনটি শব্দই যোগ করেالسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته বলে সালাম পেশ করলো। উত্তরে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একটি শব্দ وعليك বললেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু وعليك শব্দ দ্বারা সালামের জবাব দেয়াতে লোকটির মনে প্রশ্ন দেখা দিল। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক। প্রথমে যারা এসেছেন, আপনি তাদের সালামের উত্তরে দু'আর শব্দাবলী বৃদ্ধি করেছেন। অথচ আমি দু'আর সবগুলো শব্দ সহযোগে আপনাকে সালাম করলাম। কিন্তু আপনি শুধু وعليك বলে উত্তর দিলেন?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো তোমার সালামের জবাবে বৃদ্ধি করার মতো কোনো শব্দই আমার জন্য বাদ রাখোনি। তুমিতো সালামের সবগুলো শব্দ বলে ফেলেছো। এজন্য আমি কুরআনের শিক্ষা মুতাবিক তোমার সালামের জবাবে অনুরূপ শব্দ وعليك বলে ردوها এর ওপর আমল করেছি। এ বর্ণনাটি ইবনে জারির ও ইবনে আবি হাতেম বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিস দ্বারা নিম্নোক্ত বিষগুলো জানা যায়।

১। কুরআনে সালামের জবাব আরো উত্তম ভাষায় দেয়ার যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে এর নিয়ম হচ্ছে, সালামকারীর ব্যবহৃত শব্দ হতে বৃদ্ধি করে জবাব দেয়া। যেমন– সালামকারী- السلام عليكم বলে সালাম দিলে وعليكم السلام ورحمة الله বলে জবাব দেয়া। আর সালামকারী السلام عليكم ورحمة الله বলে সালাম দিলে وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বলে জবাব দেয়া।

২। সালামের জবাবে তিনটি শব্দ বৃদ্ধি করাই সুন্নত। তাই এর চেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা সুন্নত নয়। কারণ, সালামের সময় সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করা উচিত। দীর্ঘ বাক্য সমীচীন নয়, যা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা শ্রোতার নিকট বিরক্তিকর মনে হতে পারে। তাই জনৈক ব্যক্তি যখন প্রথমেই সালামে তিনটি শব্দ ব্যবহার করে ফেললেন, তখন রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিরিক্ত শব্দ বৃদ্ধি করা থেকে বিরত থাকেন। এর আরো সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তিনটি শব্দের চেয়ে অধিক শব্দ বৃদ্ধিকারীকে বাধা দিয়ে বলেন, إن السلام قد انتهى الى البركة অর্থাৎ বারাকাহু শব্দ পর্যন্ত পৌঁছে সালাম শেষ হয়ে যায়।

আল্লামা মাযহারি র. ইমাম বগবির সূত্রে এটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে কাসির র. হতেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩। যদি তিন শব্দ দ্বারা সালামকারী ব্যক্তির সালামের উত্তরে শুধু একটি শব্দ وعليك বলে জবাব দেয়া হয়, তাহলেও এটি কুরআনে কারিমের আয়াত او ردوها এর ওপর আমল স্বরূপ অনুরূপ জবাব প্রদান হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমন আলোচ্য হাদিসে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

https://t.me/islaMic_fdf

সাল্লাম وعليك বলাকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

(সুরা নিসা-৮৬, মা'আরিফুল কুরআন-২/৪৮৬-৪৮৭, তাফসিরে মাযহারি)

সালাম প্রদানের ভুল তরিকা

আমাদের সমাজে সালামের প্রচলন নিতান্তই কম। তদুপরি সালাম বিনিময়ের সময় প্রায়শই লক্ষ করা যায়, অনেকেই সঠিক নিয়মে এবং সঠিক উচ্চারণে সালাম প্রদান করেন না। এটা সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে না জানার কারণে কিংবা অনুশীলনের অভাবেই হতে পারে। নিম্নে সমাজে প্রচলিত ভুল পদ্ধতির সালামের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন- আস্সালামালাইকুম, আস্লামালাইকুম, আস্সালামলাইকুম, সালামাইকুম, সেলামালাইকুম, স্লামকুম, সামকুম, আস্সামু আলাইকুম বলে সালাম দেয়। আরবিতে 'আস্সামু' শব্দের অর্থ মৃত্যু। আর 'আস্সালাম' শব্দের অর্থ শান্তি , নিরাপত্তা। কাজেই কেউ যদি 'আস্সালামু আলাইকুম-এর পরিবর্তে 'আস্সামু আলাইকুম' বলে, তাহলে এটা শুধু ভুলই নয়, বরং মারাত্মক অপরাধ। কারণ, 'আস্সামু আলাইকুম' অর্থ তোমার/তোমাদের মৃত্যু ঘটুক; যা পূর্বেকার ইয়াহুদি-নাসারাদের ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতার পরিচায়ক। যেমন- রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইয়াহুদি-নাসারারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে সালামের পরিবর্তে 'আস্সামু আলাইকুম' বলতো। এর অর্থ তোমাদের ওপর মৃত্যু বর্ষিত হোক। সুতরাং সালামের পরিবর্তে 'আস্সামু আলাইকুম' বলে সম্বোধন করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক গর্হিত কাজ। অথচ না জানার কারণে কিংবা সালামের সঠিক উচ্চারণ না শেখার কারণে আমাদের অধিকাংশই এ ভুলটি করে থাকি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক উচ্চারণে সালাম দেয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সালাম আদান-প্রদান করলে সালাম দেয়া সহিহ বা সঠিক হয় না। আর সহিহভাবে সালাম-আদান প্রদান না করলে সালাম আদায়ও হয় না। ফলে 'সালাম' এর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কাজেই বারবার অনুশীলন বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 'সালাম'কে সহিহ শুদ্ধ করে নেয়া জরুরি।

https://t.me/islaMic_fdf

হযরত আবু জুরাই আল-হুজাইফি রা. বলেন, আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললাম, عليك السلام ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, عليك السلام বলো না। عليك السلام বলেতো মুর্দাকে সালাম দেয়া হয়।

اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله– قال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى– رواه الترمذى–٢/١٠١
(তিরমিযি-২/১০১)

'সালাম' ইসলামি সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতীক

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন জাতির বা ধর্মাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টিয়ান সংস্কৃতি, ইয়াহুদিদের জন্য ইয়াহুদি সংস্কৃতি। আর মুসলমানদের জন্য রয়েছে ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামে সালামকে 'শিয়ারে ইসলাম' বা ইসলামের প্রতীক বলা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি তাদের স্ব-স্ব সংস্কৃতি নিঃসংকোচে এবং দ্বিধাহীনভাবে পালন করে থাকে। এতে সমাজের অন্যান্য জাতি কী বলল, বা কী ভাবল সে দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের অনেকেই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি তথা ইসলামি সংস্কৃতি পালনে চরম অনীহা প্রদর্শণ করে থাকে। এমনকি অনেকে নিজস্ব সংস্কৃতি পালন করতে লজ্জাবোধ করে থাকে। এমতাবস্থায় মুসলিম সমাজে ইসলামি সংস্কৃতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সালাম এক অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মানুষ যখন অপরজনকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু' বলে সম্ভাষণ জানান, প্রতি উত্তরে অপরজনও 'ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে জবাব দিয়ে থাকেন, তখন অন্য জাতির কিংবা অন্য ধর্মের কিংবা ইসলাম বহির্ভূত সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে। অন্যথায় অপসংস্কৃতিই সমাজে ব্যাপকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে মুসলমানদের ঈমান আকিদাকে ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাবে। আর এভাবে ইসলামি সংস্কৃতির চর্চার অভাবে যদি অপসংস্কৃতি সমাজে শেকড় গেড়ে বসে, তাহলে এজন্য মুসলমানদেরকেই মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তাই ইসলামি সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক সালামের

https://t.me/islaMic_fdf

ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে মুসলিম সমাজে ইসলামি তাহযিব তামাদ্দুনকে সমুন্নত রাখা প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য। (ইসলামে সালাম প্রথার প্রচলন, পৃঃ- ৭৯)

বড় ও সম্মানিত ব্যক্তির সালামের উত্তর না দিয়ে উল্টো সালাম দেয়া

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায়, বড় ও সম্মানিত কোনো ব্যক্তিকে কল করা হলে, তিনি নিয়মানুযায়ী কল রিসিভ করে কথা শুরু করার আগে সালাম দেন। তখন কলকারী সালামের উত্তর না দিয়ে বরং উল্টো তাকেই সালাম দেয়। এর সঠিক নিয়ম কী?

উত্তরঃ বড় ও সম্মানিত ব্যক্তি কল রিসিভ করে সালাম দিলে, কলকারী শুধু সালামের উত্তরই দেবে। পাল্টা সালাম দেবে না। মনে রাখতে হবে, এরূপ পরিস্থিতিতে ছোট-বড় কোনো কথা নেই। এখানে বরং বিবেচ্য বিষয় হলো, যিনি আগে কথা শুরু করবেন তিনিই আগে সালাম দিবেন। আর এক পক্ষ থেকে সালাম দেয়ার পর অপর পক্ষ শুধু উত্তর দেবেন। পুনরায় সালাম দেবেন না। এক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় এমন অবস্থাও হয় যে, উভয় পক্ষ থেকে শুধু সালামই দেয়া হয়, উত্তর দেয়া হয় না কোনো পক্ষ থেকেই। যা নিয়মের খেলাফ ও গুনাহের কাজ। (তিরমিযী-২/৯৯)

কাউকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলা

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায়, মোবাইল ফোনে কথা বলার পর একজন অপরজনকে বলে থাকেন, অমুককে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন। এখন যাকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলা হলো, তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। এখন তার জন্য সালাম পৌঁছানো জরুরী কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে বা সরাসরি কেউ যদি কাউকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে, আর সে পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে সালাম পৌঁছানো তার ওপর ওয়াজিব। যদি সে না পৌঁছায়, তাহলে গুনাহগার হবে। আর যদি সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ না করে বা চুপ থাকে বা অক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহলে সালাম পৌঁছানো তার ওপর ওয়াজিব নয়। এই নিয়ম শুধু মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেই নয়, সরাসরি কথা বলার সময়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ দায়িত্ব নিলে সালাম অবশ্যই পৌঁছাতে হবে, আর দায়িত্ব না নিলে পৌঁছানো জরুরী নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

বাহক মারফত প্রেরিত সালামের জবাব দেয়ার সুন্নত তরিকা

প্রশ্নঃ অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নিকট নিজে যেতে না পারলে অন্যের মাধ্যমে তার নিকট সালাম পৌঁছানো হয়। যেমন- মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় একে অপরকে বলে থাকেন, অমুককে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন। এখন প্রশ্ন হলো বাহকের মাধ্যমে প্রেরিত সালামের জবাব দেয়ার সুন্নত তরিকা কী?

উত্তরঃ ইসলামে বাহক মারফত প্রেরিত সালামের জবাব দেয়ার সুন্নত তরিকা হলো- وعليك وعليه السلام অর্থাৎ তোমার (বাহকের) এবং তার (প্রেরকের ওপর) শান্তি বর্ষিত হোক।

কেউ বাহক মারফত সালাম প্রেরণ করলে, ঐ সালামের জবাব দেয়ার সময় বাহককেও সালামের অন্তর্ভূক্ত করা সুন্নত। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, বাহকের মাধ্যমে যার নিকট সালাম পৌঁছানো হলো অর্থাৎ জবাবদাতা- তিনি وعليك وعليه السلام (ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম) এভাবে জবাব না দিয়ে বলে 'আচ্ছা' বা 'ঠিক আছে' ইত্যাদি। এভাবে জবাব দিলে বাহকের মারফত প্রেরিত সালামের জবাব আদায় হয় না। তাই বাহকের মারফত প্রেরিত সালামের জবাব উল্লেখিত সুন্নত তরিকায় দেয়া জরুরী। অন্যথায় গুনাহ হবে।

বাহক মারফত সালামের জবাব দানের পদ্ধতি হাদিস শরিফে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

عن غالب قال انا لجلوس بباب الحسن البصرى اذ جاء رجل فقال حدثنى ابى عن جدى قال بعثنى ابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام قال فأتيته فقلت ابى يقرئك السلام فقال عليك وعلى ابيك السلام (رواه ابو داؤد)

অর্থাৎ হযরত গালিব র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হযরত হাসান বসরী র. এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেন, একদিন আমার পিতা আমাকে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার সালাম জানাবে। আমার দাদা বলেন, আমি

https://t.me/islaMic_fdf

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ওপর এবং তোমার পিতার ওপর আমার সালাম। (আবু দাউদ, মিশকাত-৩৯৯)

সুতরাং হাদিসের মাধ্যমে জানা গেলো, বাহক মারফত প্রেরিত সালামের জবাব দেয়ার সুন্নত তরিকা হলো-وعليك وعليه السلام অর্থাৎ তোমার এবং তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।২

ম্যাসেজের সালামের জবাব

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে ম্যাসেজের মাধ্যমে সালাম পাঠালে, এ সালামের জবাব মুখে দিলেই হবে, না ফিরতি ম্যাসেজ পাঠাতে হবে?

উত্তরঃ ম্যাসেজের সালামের হুকুম চিঠি-পত্রের সালামের হুকুমের মতোই। অর্থাৎ কেউ ম্যাসেজে সালাম পাঠালে তার উত্তর মুখে বা ফিরতি ম্যাসেজের মাধ্যমে দেয়া ওয়াজিব। মুখে কিংবা লিখে যে কোনো ভাবে উত্তর দিলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো সঙ্গে সঙ্গে মুখে وعليكم السلام বলে উত্তর দিয়ে দেয়া। কারণ, ফিরতি ম্যাসেজ দেয়ার সুযোগ নাও হতে পারে। তখনতো ওয়াজিব তরকের গুনাহ নিজের ওপর বর্তাবে। (ফতহুল মুরাম শরহে ফয়জুল কালাম-২৭২)

قال الله تعالى– واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها (سورة النساء–٨٦)

ولو اتاه انسان بسلام من شخص اى فى ورقة وجب الرد فورا ويستحب ان يرد على المبلغ (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد–٤٠٨/٥)

রিংটোন হিসেবে 'সালাম' এর ব্যবহার

প্রশ্নঃ অনেকে সালাম ডাউনলোড করে তা রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করে। রিং আসলেই আস্‌সালামু আলাইকুম------বেজে উঠে। মোবাইল ফোনে এ ধরনের রিংটোন ব্যবহার করা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ সালামকে মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, শরিয়তে সালামের ব্যবহার দু'ভাবে এসেছে। একটি হলো

https://t.me/islaMic_fdf

অনুমতি লাভের জন্য। আর অপরটি হলো দোয়া লাভের জন্য। কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার দিকটি বিবেচনা করে সালামকে মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রিংটোনের জন্য সালামের ব্যবহার না জায়িয নয়। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শুধু মোবাইল ফোনের সালামের ওপর ক্ষান্ত করা যাবে না। বরং কল করা বা রিসিভ করার সময় নতুনভাবে সালাম দিতে হবে। (আদ্দুররুল মুখতার-৬/৪১২)

গায়রে মাহরাম মহিলার সঙ্গে মোবাইল ফোনে সালাম আদান-প্রদান

প্রশ্নঃ গায়রে মাহরাম মহিলাকে সরাসরি, ফোনে, মোবাইল ফোনে, চিঠিপত্রে বা কারো মারফতে সালাম দেয়া বা তাদের সালামের জবাব দেয়া জায়িয আছে কিনা? অনেক সময় গায়রে মাহরাম মহিলার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কোনো কথা বলতে হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যেহেতু বেগানা মহিলাকে সালাম দেয়া জায়িয নেই, তাই এখানেও সালাম দেবে না। একথা কতটুকু সঠিক?

উত্তরঃ মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে সালাম আদান-প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। আদান-প্রদানকারী উভয়ে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। মাহরাম পুরুষ মহিলাগণ পরস্পরে সালাম বিনিময় করবে। কিন্তু যদি গায়রে মাহরাম হয়, তাহলে তাদের জন্য সালাম বিনিময় বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কোনো পক্ষ থেকে ফিতনার আশংকা না থাকা। যদি ফিতনার আশংকা থাকে, তাহলে জায়িয হবে না। আর যদি মহিলা অতি বৃদ্ধা হয় বা ফিতনার আশংকা না থাকে, তাহলে সরাসরি সালাম দেয়া যেমন জায়িয, তেমনিভাবে টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও চিঠিপত্রেও সালাম দেয়া জায়িয হবে।

গায়রে মাহরাম মহিলার সঙ্গে প্রয়োজনে পর্দায় থেকে কথা বলা জায়িয আছে (যদি ফিতনার আশংকা না থাকে)। আর মোবাইল ফোনে মহিলার সঙ্গে কথা বলতে হলেও সালাম দিয়েই কথা শুরু করবে। যে আগে কথা বলবে, সে আগে সালাম দেবে। আর পুরুষ আগে কথা বললে, সে আগে সালাম দেবে। বেগানা মহিলাকে সালাম দেয়া যায় না, এটা সবসময় নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

যখন কথা বলার প্রয়োজন নেই বা কথা বললে ফিতনার আশংকা আছে সেক্ষেত্রে সালাম দেবে না। কিন্তু যখন কোনো প্রয়োজনে কথা বলবে, তখন সালামের মাধ্যমেই কথা শুরু করবে।

(বুখারি-১/৫৩২, মুসলিম হাদিস নং-৬২৫৭, তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম-৫/১৫৮, আলমগিরি-৫/৩২৬, শামি (যাকারিয়া বুক)-৯/৫৩০, তাফসিরে মাযহারি-২/৩১৫, তিরমিযি-২/৯৯)

قوله والا لا أى والا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه قال فى الخانية وكذا الرجل مع المرأة اذا التقيا يسلم الرجـــل أو لا واذا ســـلمت المـــرأة الاجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وان كانت شابة رد عليها فى نفسه وكذا الرجل اذا سلم علـــى امـــرأة اجنبيـــة فالجواب فيه على العكس اخ (فتاوى شامى–٩/٥٣٠)

অমুসলিমরা সালাম দিলে করণীয়

প্রশ্নঃ আজকাল অমুসলিমরা মোবাইল ফোন বা টেলিফোনে সালাম দিয়ে থাকে, মুসলমান ব্যক্তি উক্ত সালামের জবাব দেবে কিনা?

উত্তরঃ কোনো অমুসলিম যদি কোনো মুসলমানকে সালাম দেয় এবং সে সরাসরি সালামের বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার উত্তরে শুধু وعليكم বলে দেবে। অর্থাৎ তোমরা যার উপযুক্ত তাই তোমাদের ওপর আরোপিত হোক। অথবা 'হাদাকাল্লাহুল ইসলাম' বলবে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে ইসলাম কবুল করার তাওফিক দান করুন। অমুসলিমের সালামের উত্তরে وعليكم এর সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা যাবে না।

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কিতাবিদের (ইয়াহুদি, খৃস্টান) সালামের উত্তরে আমরা যেন وعليكم এর অধিক কিছু না বলি। হযরত ইবরাহিম নাখয়ি র. বলেন, কোনো অমুসলিম তোমাকে সালাম করলে উত্তরে وعليكم বলবে।

হযরত আনাস রা. বলেন, সাহাবিগণ রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ইয়াহুদি, নাসারারা

https://t.me/islaMic_fdf

আমাদেরকে সালাম দেয়, আমরা তাদেরকে কীভাবে উত্তর দেব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে وعليكم (ওয়া আলাইকুম)।

হযরত আবু আব্দুর রহমান জুহানি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আগামীকাল ইয়াহুদিদের নিকট যাব। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আগে সালাম দেবে না। তবে তারা সালাম দিলে উত্তরে ওয়া আলাইকুম বলবে।

অমুসলিমদের সালামের উত্তরে মুখে কিছু না বলে কেবল হাতে ইশারা করাও বৈধ। অনুরূপ তাদের সালামের উত্তরে কিছু না বলে কেবল কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেও তাতে তাদের সালামের উত্তর হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের সালামের উত্তরে ওয়া আলাইকুম বলা এটা কেবল তখনই, যখন তারা السلام عليكم বলে অভিবাদন করে। পক্ষান্তরে তারা যদি সালাম ব্যতীত অন্য কোনো বাক্যে অভিবাদন জানায়, যেমন হিন্দুরা 'নমস্কার', 'আদাব', 'রামরাম' বলে অভিবাদন দিয়ে থাকে, তাহলে উত্তরে তেমন শব্দ বলা বৈধ নয়। এর উত্তরে هداك الله (হাদাকাল্লাহু) 'আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুন' বলবে। কিংবা শুধু 'সালাম' বলে দিবে।

ولو سلم يهودى او نصرانى او مجوسى على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله وعليك

(আদ্দুররুল মুখতার-৬/৪১২, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া-২/৩৮৬)

ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم– ان اهل الكتاب يسلمون علينا– فكيف نرد عليهم؟ قال– قولوا وعليكم

রুহুল মা'আনি-৩/১০২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা-৮/৪৪২-৪৪৩, বুখারি-২/৯২৫, মালফুজাতে ফকিহুল উম্মাহ সিরিজ-১/৩১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৭/৪১৩

মোবাইল ফোনে অমুসলিমের সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করবেন?

প্রশ্নঃ কোনো কোনো সময় মোবাইল ফোনে অপরিচিত নম্বর থেকে অথবা অমুসলিম ব্যক্তির ফোন থেকে কল আসে। এমতাবস্থায় ফোন ধরেই কি

https://t.me/islaMic_fdf

সালাম প্রদান করবে? নাকি প্রথমে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, যা দ্বারা জানা যাবে যে, ব্যক্তিটি মুসলমান। অতপর কথাবার্তা সালাম দ্বারা শুরু করবে।

উত্তরঃ যদি ফোন ধরার সময় এটা জানা না যায় যে, ব্যক্তিটি মুসলমান নাকি অমুসলমান। ফোন ধরেই অজ্ঞাতে সালাম বলে দিলে তাতে দোষের কিছু নেই। তবে অমুসলিমকে জ্ঞাতসারে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ।

عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرء السلام على من عرفت ومن لم تعرف (بخارى-١/٦، احسن الفتاوى-٤/٤٥٦، عزيز الفتاوى-١/٢٨٠)

মোবাইল ফোনে অমুসলিমকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কী শব্দ বলবেন?

প্রশ্নঃ কোনো বিধর্মী লোকের সঙ্গে ফোনালাপ হলে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে সম্বোধন সূচক কী শব্দ বলা উচিত? অনেক সময় দেখা যায়, মুসলমান ছাত্ররা সম্মান প্রদর্শন করে হিন্দু শিক্ষককে 'আদাব' বলে থাকে। মুসলমান ছাত্রদের এরূপ বলা ঠিক হবে কি? না সরাসরি 'সালাম' দিতে হবে?

উত্তরঃ কোনো বিধর্মীকে সালাম দেয়া যাবে না। সে আগে সালাম দিলে তার সালামের উত্তরে وعليكم অথবা يهديكم الله বা السلام على من اتبع الهدى বলে দেবে। আর তাদের সঙ্গে ফোনালাপ বা সাক্ষাত হলে সৌজন্য প্রদর্শন স্বরূপ 'আদাব' বলে বা অন্য কোনোভাবে সম্মান প্রদর্শন করবে। যেমন– তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বা হাতের দ্বারা ইশারা করে ইত্যাদি। তবে কোনো ক্রমেই নমস্কার বা নমস্তে বলা যাবে না। (মিশকাত-৩৯৮-৩৯৯, ফাতাওয়া রাহিমিয়া ৬/২৫৬, কিফায়াতুল মুফতি-৯/৯২)

কোনো কাফির বা অমুসলিমকে প্রয়োজন ব্যতীত শুধু তার সম্মানার্থে সালাম দেয়া কুফরি। (সুরা তাহা-৪৭, ইসলামি বিশ্বকোষ-২/৪৪৪, ফতহুল মুরাম শরহে ফয়জুল কালাম-৩৭২)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন ও নামাজ

নামাজে মোবাইল ফোন বন্ধ করা

প্রশ্নঃ যদি কোনো কারণে নামাজের পূর্বে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করতে ভুলে যায়, আর নামাজরত অবস্থায় রিং বেজে ওঠে তখন করণীয় কী? নামাজ ভেঙ্গে মোবাইল ফোন বন্ধ করবে? নাকি নামাজে থেকেই রিংটোন বন্ধ করার কোনো সুযোগ আছে? নাকি নামাজে নিমগ্ন থেকে রিংটোন বাজতে দিবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তরঃ নামাজের পূর্বেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করে নেয়া আবশ্যক। নামাজের পূর্বে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়া উচিত। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করতে ভুলে যায়, আর নামাজের মধ্যেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বেজে ওঠে, তাহলে আমলে কালিলের মাধ্যেমে এক হাতের সাহায্যে মোবাইল ফোন পকেটে রেখেই বন্ধ করে দেবে। এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। মোবাইল ফোন বন্ধ করার জন্য নামাজ ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই। আমালে কালিলের মাধ্যমে যদি রিংটোন বন্ধ করা না যায় এবং অনবরত বাজতেই থাকে, তাহলে নামাজ তো হয়ে যাবে, কিন্তু ধারাবাহিক রিংটোন বাজতে থাকার কারণে অন্যান্য নামাযিদের খুশু-খুজু বিনষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টি ও কষ্টদায়ক হবে, তদ্রুপ নিজের নামাজের একাগ্রতা ও খুশু-খুজুর মধ্যেও বিঘ্নতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জেনে রাখা আবশ্যক যে, নামাজে প্রয়োজনে এক হাত ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। যেমন নামাজে টুপি উঠানো, জামার হাতা নামানো, সিজদার স্থানের কংকর সরানো, বিশেষ প্রয়োজনে শরীরের কোনো স্থান চুলকানো ইত্যাদি।

واشار بالاكل والشرب الى ان كل عمل كثير فهو مفسد واتفقوا على ان الكثير مفسد والقليل لا لإمكان التحرز عن الكثير دون القليل الخ– ثم اختلفوا فيما يعين الكثرة والقلة على اقوال احدها ما اختاره العامة كما فى الخلاصة والخانية ان كل عمل لايشك الناظر انه ليس فى الصلاة فهو كثير وكل عمل يشبه على الناظر انه فى الصلاة فهو قليل قال فى البدائع وهذا اصح وتابعه الشارح والواجى وقال فى

https://t.me/islaMic_fdf

المحيط انه الاحسن وقال صدر الشهيد انه الصواب (البحر الرائق-٢/١١)

ولو سقطت القلنسوة فاعادتها افضل الا اذا احتاجت لتكوير او عمل كثير (الدر المختار-١/٦٤١)

এক হাত দিয়ে দেখে বন্ধ করা

প্রশ্নঃ এক হাত দ্বারা মোবাইল ফোন পকেট থেকে বের করে দেখেদেখে বন্ধ করলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তরঃ হাঁ নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কারণ, এক হাত দ্বারা মোবাইল ফোন পকেট থেকে বের করে দেখেদেখে বন্ধ করা অবস্থায় কেউ তাকে দেখলে সে নামাজরত আছে বলে মনে করবে না। আর নামাজরত অবস্থায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। তাই নামাজরত অবস্থায় মোবাইল ফোন দেখেদেখে বন্ধ করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় সে নামাজ পড়ে নিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার-১/৬২৪-২৫, বাহরুর রায়েক-২/১১-১২)

দুই হাত দিয়ে বন্ধ করা

প্রশ্নঃ নামাজে দুই হাতা দ্বারা মোবাইল ফোন বন্ধ করলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তরঃ নামাজরত অবস্থায় মোবাইল ফোন বন্ধের জন্য একসঙ্গে দুই হাত ব্যবহার করা যাবে না। যদি একসঙ্গে দুই হাত ব্যবহার করে তবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। নামাজে দুই হাত ব্যবহার করা আমলে কাসিরের অন্তর্ভুক্ত। এক রুকুনের মধ্যে এক হাতে বারবার কোনো কাজ করলে তাও আমলে কাসিরের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল-২/২৫৩

রিংটোন বন্ধের জন্য সিজদা থেকে উঠে যাওয়া

প্রশ্নঃ রিং বন্ধ করার জন্য সিজদা থেকে উঠে গেলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তরঃ ইমাম-মুসল্লি সিজদাবস্থায় থাকা কালে সিজদা থেকে উঠে মোবাইল ফোন বন্ধ করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও তিন তাসবিহ্ পরিমাণ সময় নষ্ট না হয়। কারণ, যেখানে নামাজরত অবস্থায় দুই হাতের ব্যবহারকে নামাজ ভঙ্গের কারণ বলা হয়েছে, সেখানে পুরো শরীরকে নামাজের অবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে নামাজ ভঙ্গের কারণ হবে। এছাড়া এ

https://t.me/islaMic_fdf

অবস্থায় কেউ তাকে দেখলে সে নামাজে নেই বলেই মনে করবে। তাই এটিও আমলে কাসিরের অন্তর্ভুক্ত, যা নামাজ বিনষ্টকারী। (শরহে নববী-১/২০৫, হিন্দিয়া-১/১০৫, বাহরুর রায়েক-২/১১-১২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/১২৯, রদ্দুল মুহতার-১/৬২৪,২৬৪-২৬৫)

আমলে কালিল ও আমলে কাসির

প্রশ্নঃ আমলে কালিল ও আমলে কাসির কাকে বলে? এর পরিমাণ কতটুকু? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তরঃ নামাজে আমলে কালিল ও আমলে কাসিরের পরিমাণ নির্ধাণের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মত হলো, প্রত্যেক এমন কাজ যা নামাজের অংশও নয় এবং নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করার জন্যও না হয় এবং ঐ কাজ করার দ্বারা যদি কোনো আগন্তুক ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয় যে, সে নামাজরত নয়, তাহলে এটা আমলে কাসির। আর যদি ধারণা হয় যে, সে নামাজে আছে, তাহলে এটা আমলে কালিল। যেমন- নামাজে টুপি পড়ে গেলে এক হাতে তা উঠিয়ে নেয়া।

ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعمالها ولا لاصلاحها وفيه اقوال خمسة اصحها ما لا يشك بسببه الناظر من بعيد فى فاعله انه ليس فيها وان شك انه فيها ام لا فقليل قال الشامى صححه فى البدائع وتابعه الزيلعى والولجى وفى المحيط انه الاحسن وفى الخانية والخلاصة انه اختيار العامة (شامى-١/٤٢٠، باب ما يفسد الصلات وما يكره فيها)

নামাজে একাধিকবার রিংটোন বন্ধ করা

প্রশ্নঃ নামাজে মোবাইল ফোন বারবার বাজতে থাকলে করণীয় কী? একবার রিং বন্ধ করার পর আবার রিং বেজে উঠলে দ্বিতীয় বার বন্ধ করতে পারবে কিনা? যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে কতবার পর্যন্ত বন্ধ করা যাবে?

উত্তরঃ যদি একবার বন্ধ করার পর দ্বিতীয়বার বেজে উঠে, তাহলে তিনবার বিশুদ্ধভাবে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা যায় পরিমাণ সময়ের ভিতরে আমলে কালিলের মাধ্যমে দুইবার এক হাতের সাহায্যে মোবাইল ফোন পকেটে রেখেই রিং বন্ধ করা যাবে। এ সময়ের

https://t.me/islaMic_fdf

ভিতরে দুইবারের বেশি বন্ধ করা যাবে না; করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে একবার বা দুইবার বন্ধ করার পর তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্বে আবার রিং বেজে উঠলে তখন বন্ধ করা যাবে। মোটকথা তিন তাসবীহ পরিমাণ সময়ের ভিতরে তিনবার রিং বন্ধের জন্য এক হাতও ব্যবহার করা যাবে না। করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/১২৯; রদ্দুল মুহতার-১/৬২৪, আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৪১৮-৪১৯)

মোবাইল ফোন বন্ধ করার জন্য নামাজ ভেঙ্গে ফেলা

প্রশ্নঃ যদি নামাজরত অবস্থায় মোবাইল ফোনের রিং বাজতে থাকার কারণে নিজের এবং অন্যান্য মুসল্লিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে থাকে, আর আমলে কালিলের মাধ্যমে মোবাইল ফোন বন্ধ করা সম্ভব না হয়, বরং দু'হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়; অথচ নামাজে দু'হাত ব্যবহার করলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। এমতবস্থায় কি নিজের নামাজ নষ্ট করে হলেও রিং বন্ধ করবে? যাতে কারো নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং নিজে ও অন্যান্য মুসল্লি একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করতে পারে। নাকি মুসল্লিদের নামাজে বিঘ্ন ঘটলেও নিজের নামাজকে রক্ষার জন্য রিং বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে? আবার কেউ কেউ বলেন, এ পরিস্থিতিতেও নামাজ ছেড়ে দেয়া বা নামাজ নষ্ট করা বৈধ হবে না। এর সঠিক সমাধান কী?

উত্তরঃ নামাজে খুশুখুযু তথা একাগ্রতার গুরুত্ব অনেক বেশি। এ জন্যই ফিকাহবিদগণ নামাজরত অবস্থায় পেশাব-পায়খানার বেগের কারণে খুশু-খুযুতে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে শুধু নামাজ ছেড়ে দেয়ার অনুমতিই দেননি বরং এ ক্ষেত্রে নামাজ ছেড়ে দেয়াকে উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ কেউ আবার ওয়াজিবও বলেছেন।

নামাজে মোবাইল ফোন বেজে উঠলে যার মোবাইল ফোন শুধু তার নামাজেই বিঘ্ন ঘটায় না, বরং অন্যান্য মুসল্লিদেরও খুশু-খুযুতে বিঘ্ন ঘটায়। তাই এক্ষেত্রে নামাজে থেকে একহাতে রিং বন্ধ করা সম্ভব না হলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে হলেও শুধু বন্ধ করা জায়িযই নয় বরং এমনটি করাই কর্তব্য। আর রিংটোন যদি গান বা মিউজিকের হয়, তবে তো এর সমস্যা আরো বেশি।

সুতরাং এ পরিস্থিতিতে নামাজ ছেড়ে দেয়া বা নষ্ট করা বৈধ হবে না সম্পর্কিত মন্তব্যটি সঠিক নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নামাজে থেকেই

https://t.me/islaMic_fdf

আমলে কালিলের মাধ্যমে বন্ধ করা সম্ভব হলে বন্ধ করে দেবে। অন্যথায় নামাজ ছেড়ে দিয়ে হলেও রিং বন্ধ করবে। এরপর মাসবুকের মতো আবার নতুন করে জামাতে শরিক হবে। এবং বাকি নামাজ যথারীতি শেষ করবে। (তাহতাবি আলাল মারাকি-১৯৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১০৭, আল বাহরুর রায়েক-১/২৮৭, রদ্দুল মুহতার-১/৬৫৪-৬৫৫, তিরমিযি-১/৮৯

নামাযি ব্যক্তির মোবাইল ফোনে রিংটোন বাজা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত বন্ধ করা

প্রশ্নঃ আরিফ নিজের মোবাইল ফোন সামনে রেখে নামাজ পড়ছে, এমতবস্থায় মোবাইল ফোনে রিংটোন বেজে উঠল, তখন পাশে বসা ব্যক্তি (যে নামাজ পড়ছে না) আরিফের মোবাইল ফোন বন্ধ করতে পারবে কি? এমতাবস্থায় বিনানোমতিতে বন্ধ করলে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপের অপরাধ হবে কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের রিংটোন বেজে উঠার কারণে যেহেতু আরিফের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে, এ জন্য পাশে বসা ব্যক্তি কর্তৃক মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয়া নিঃন্দেহে বৈধ। এটা অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ নয়, বরং তার প্রতি এক প্রকার সহানুভূতি ও সাহায্য করাই হবে। যাতে তার নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

مستفاد– واذا ذبح اضحية الغير ناويا مالكها بغير امره جاز ولا ضمان عليه وهذا استحسان لوجود الاذن دلالة كما فى البدائع (شامي–٩/٤٧٨)

ويقى من المكروهات اشياء اخر ذكرها فى المنية ونور اليضاح وغيرهما منها الصلاة الحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع (شامى–٢/٤٢٥)

মোবাইল ফোন খোলা রেখে একাকী নামাজ পড়া

প্রশ্নঃ একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য মোবাইল ফোন খোলা রেখে নামাজ আদায় করার বিধান কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের রিংটোন খোলা রেখে নামাজ আদায় কালে রিংটোন বাজতে শুরু করলে নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। এজন্য নামাজ শুরু করার পূর্বেই মোবাইল ফোন বন্ধ করে নেয়া অথবা কমপক্ষে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করে নেয়া উচিত। চাই

https://t.me/islaMic_fdf

একাকী নামাজ আদায় করুক বা জামাতে আদায় করুক।

وبقى من المكروهات اشياء اخر ذكرها فى المنية ونور الايضاح وغيرهما منها الصلاة الحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب (فتاوى شامى- ٤٢٥/٢)

নামাজের পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করার ঘোষণা দেয়া

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মসজিদে ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামতের আগে কাতার সোজা করার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোন বন্ধ করার ঘোষণাও দিয়ে থাকেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কী?

উত্তরঃ বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার যেহেতু একটি প্রয়োজনীয় ও সাধারণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে, তাই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জামাত শুরু হওয়ার পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করার ঘোষণা দেয়া শুধু বৈধই নয় বরং জরুরি। যাতে নামাজরত অবস্থায় মোবাইল ফোনের রিংটোন বেজে নামাজের বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون (سورة المؤمنون-١-٢).

تتمة- وبقى من المكروهات اشياء اخر ذكرها فى المنية ونور الايضاح وغيرهما منها الصلاة الحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع (شامى-٤٢٥/٢)

মোবাইল ফোনে ভাইব্রেশন দিয়ে নামাজ পড়া

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে ভাইব্রেশন দিয়ে নামাজ পড়ার হুকুম কী?

উত্তরঃ যেহেতু অনেক সময় প্রয়োজনীয় কল আসার সম্ভাবনা থাকে এবং যে নম্বর থেকে কল এসেছে তা জানার প্রয়োজন হয়, তাই ভাইব্রেশন দিয়ে নামাজ আদায় করা জায়িয আছে। তবে কল আসলে কোনো কোনো মোবাইল ফোনের ভাইব্রেশনের ক্ষীণ আওয়াজ পাশের লোকের কানেও পৌঁছে। এতে নামাযি ব্যক্তির মনোনিবেশ ও খুশু-খুযু নষ্ট হয় এবং তখন পাশের মুসল্লির শরীর স্পর্শ করলে তারও খুশুখুজু নষ্ট হয়। তাই মোবাইল ফোনে ভাইব্রেশন না দিয়ে বরং সাইলেন্ট করে রাখা নতুবা একেবারে বন্ধ রাখাই উত্তম।

https://t.me/islaMic_fdf

নামাজে মোবাইল ফোন স্ক্রিনে ছবি ভেসে উঠা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের স্ক্রিন সেভারে ছবি সেট করা মোবাইল ফোন সামনে রেখে আরিফ নামাজ পড়ছে। সামাযরত অবস্থায় স্ক্রিন সেভারে সেট করা ছবি মোবাইল ফোনে ভেসে উঠল। তাহলে কি তাকে ছবির সামনে নামাজ পড়ার হুকুমে ধরা হবে? তার নামাজ শুদ্ধ হবে কি? না পুনরায় নামাজ পড়তে হবে?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের স্ক্রিন সেভারে কোনো প্রাণীর ছবি সেভ করা জায়িয নেই। তথাপিও কেউ যদি সেভ করে তবে সেভ করা ছবিটি দু'ধরনের হতে পারে।

এক- অতি ছোট সাইজের ফটো, যা মাটিতে রাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলে নাক, কান, চোখ, কপাল ইত্যাদি পৃথকভাবে স্পষ্ট দেখা ও বুঝা যায় না। এ ধরনের সেট সামনে রেখে নামাজ আদায় করলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে ফটোর গুনাহ হওয়া ভিন্ন কথা, যা নামাজ শুদ্ধাশুদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। (ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/১৬৭)

দুই- মোবাইল ফোনের স্ক্রিন সেভারে সেভ করা ছবিটি যদি বড় হয় আর কল আসার কারণে বা অন্য কোনো কারণে স্ক্রিন লাইট জ্বলে ওঠে এবং দাঁড়ানো অবস্থায় নিচে রাখা সেটটির স্ক্রিনে সেভ করা ছবিটি স্পষ্ট বুঝা যায় তাহলে ঐ মোবাইল ফোন সেট সামনে রেখে নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরিমি হবে। আর যদি পূর্ণ নামাজে একবারও স্ক্রিন লাইট জ্বলে না উঠে এবং ছবিটি দৃশ্যমান না হয়, তাহলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না।

ولو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكره........لانه صغير (شامى-٩/٥٢٠، فتح القدير-١/٤٢٨، الهنديه-١/١٠٧)

واشدها كراهة ما يكون على القبلة امام المصلى....الا ان تكون صغيرة او مقطوعة الرأس.... بحيث لا تبدو للناظر اذا كان قائما وهى على الأرض اى لا تتبين اعضاءها (البحر الرائق-٢/٥٨-٥٠،

وليس ثوب فيه تماثيل ذى روح وان يكون فوق راسه او بين يديه او بحذائه يمنة و يسرة او محل سجوده (شامى-٢/٤١٦)

https://t.me/islaMic_fdf

নামাজের জামাতের সময় কল করা

অনেক সময় আমরা নামাজের জামাতের সময় কল করে থাকি, যা সম্পূর্ণ অনুচিত। একজন মুসলমান হিসেবে নামাজের জামাতের সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক। কারণ, হতে পারে আমি যাকে কল করছি, সে হয়ত ভুলে তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ করেনি। এদিকে আমি তাকে কল করে তার নামাজসহ মসজিদের সকল মুসল্লির নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি। বিনষ্ট করছি তাদের খুশুখুজু।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, নামাজের জামাতের সময় ইমাম সাহেবকেও কল করতে দেখা যায়। অথচ যিনি কল করেছেন তিনিতো জানেন যে, যাকে কল করেছেন তিনি একজন ইমাম সাহেব। ভাবতেও অবাক লাগে, নামাজের জামাতের সময় ইমাম সাহেবকে কীভাবে কল দিলেন? সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নামাজের সময় কাউকে কল করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমি যাকে কল করতে যাচ্ছি, তিনি এখন কী অবস্থায় থাকতে পারেন, কল করার পূর্বে একটু ভেবে নেয়া উচিত। সত্যি বলতে কী, যদি আমরা কল করার পূর্বে এ বিষয়টি একটু খেয়াল করি, তাহলে কারো কোনো সমস্যা হতো না।

অনেকেই ফজর বা মাগরিবের নামাজ শেষ করেই কল করে বসেন। অথচ অন্য জেলায় তখনও নামাজ শেষ হয়নি। দু'জেলায় পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যবধান থাকায় এমন বিপত্তি ঘটে থাকে। এদিকেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ফজর নামাজের আগে-পরে মোবাইল ফোনে কথা বলা

সকাল বেলা মোবাইল ফোন ফোনের কলরেট কম থাকায় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় অনেককে। কলরেটের এ সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়ে অনেকে ফজরের জামাতের তাকবিরে উলা এমনকি জামাত পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। রমযানুল মোবারকে সাহরি থেকেও বঞ্চিত হন অনেকে। অনেকে ফজরের জামাত শেষ হতে না হতেই কল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা মনে করেন, তাদের নামাজ শেষ মানে সবার নামাজ শেষ। অথচ এমনটি না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, সময়ের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন জেলায় ফজরের জামাত এক সঙ্গে শুরু

https://t.me/islaMic_fdf

হয় না, বরং পাঁচ-দশ মিনিট আগে-পিছে হয়। তা ছাড়া কেরাত ছোট-বড় হওয়ার কারণেও সব মসজিদে নামাজ এক সঙ্গে শেষ হয় না।

ফজরের পরের সময়টি কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকারের এক মহামূল্যবান সময়। এ সময়কেও মোবাইল ফোন রিসিভ বা কল করে বিনষ্ট করা হচ্ছে। এমনকি তিলাওয়াতরত অবস্থায় মোবাইল ফোন রিসিভ করে কুরআনের সঙ্গে বে-আদবি মূলক আচরণ করা হচ্ছে। তাই আমাদের উচিত হলো, ফজরের নামাজের পর পরই কল করা থেকে বিরত থাকা।

আমাদের এ বরকতময় সময়ে যিকির-আযকার ও তিলাওয়াতেই মশগুল থাকা উচিত। এ সময় বিশ/পঁচিশ মিনিট মোবাইল ফোন বন্ধ বা সাইলেন্ট করে রাখা যেতে পারে। যাতে কারো কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।।

মোবাইল ফোন ও কুরআন

কুরআন শরিফ রেকর্ডকৃত মোবাইল ফোন বা ক্যাসেট বিনা অযুতে স্পর্শ করা

প্রশ্নঃ কুরআন শরিফ ধারণকৃত মোবাইল ফোন বা ক্যাসেট বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ কুরআনের লিখিত আয়াত অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা বৈধ নয়, এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, মোবাইল ফোনে ধারণকৃত আয়াত লিখিত নয়, এজন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. বিনা অযুতেও স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছেন। (হিন্দিয়া-১/১৩)

আর এর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন, এটি কুরআনের আওয়াজের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কুরআনের আওয়াজ শরীরের সঙ্গে স্পর্শ হওয়ার জন্য শরীর পবিত্র হওয়া জরুরি নয়। নতুবা জুনুবির (যার ওপর গোসল ফরয) জন্য কুরআন শুনাও বৈধ হতো না।

কিন্তু কুরআন স্পর্শ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ কুরআন 'লিখিত আকারে হওয়া' নয়, বরং কুরআন মাজিদের ইহতিরাম ও মর্যাদা। এই লেখা– কুরআনের শব্দের নকশা বা নমুনা। যা কুরআন মাজিদকে বুঝায়। অনুরূপভাবে 'ক্যাসেট' হচ্ছে কুরআনের আওয়াজের নকশা বা ছাপ। যা

https://t.me/islaMic_fdf

কুরআনকে বুঝায়। তাই কুরআনের আয়াত লিখিত কাগজের সম্মান করা যেমন ওয়াজিব, ঠিক তেমনিভাবে কুরআনের আওয়াজসংরক্ষিত ফিতারও সম্মান করা ওয়াজিব। এ জন্যে কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত ক্যাসেটও বিনা ওযুতে স্পর্শ করা সমীচিন নয়। বরং সতর্কতার পরিপন্থী। জুনুবির জন্য কুরআন মাজিদ শুনা জায়িয হওয়ার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা চিন্তার দাবী রাখে। কেননা, কুরআন মজিদ শুনার ক্ষেত্রে শ্রোতার ইচ্ছার কোনো ভূমিকা থাকে না। এই আওয়াজ অনিচ্ছাকৃতভাবে তার কর্ণকুহরে পৌঁছে থাকে। ক্যাসেট বা মোবাইল ফোন স্পর্শ করার ক্ষেত্রটি এর বিপরীত। কারণ; খোদ স্পর্শকারী নিজ ইচ্ছায়ই এ কাজ করে থাকে। তবে ফিতা সংরক্ষণের জন্যে যে প্লাস্টিক প্যাকেট বা মোড়ক থাকে তা কুরআনের গিলাফের পর্যায়ের। তাই তা বিনা ওযুতে স্পর্শ করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

অপরদিকে রেকর্ডকৃত আয়াতসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত পড়া যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা লিখিত অক্ষরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই রেকর্ডকৃত মোবাইল ফোন বা ক্যাসেট বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবে। এটি মানুষের ব্রেণে সংরক্ষিত থাকার মতো বা প্রতিধ্বনির মতো। কুরআন শরিফ মুখস্ত কারীর ব্রেণ যেমন বিনা অযুতে স্পর্শ করা জায়িয, তদ্রুপ কুরআনের আয়াত রেকর্ডকৃত মোবাইল ফোন বা ক্যাসেটও বিনা অযুতে স্পর্শ করা জায়িয আছে।

কিন্তু যদি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের ওপর কুরআনের আয়াত লিখিত আকারে দৃশ্যমান থাকে, তাহলে আয়াতের ওপর অযু ছাড়া হাত রাখা জায়িয নেই। আর যদি এই প্রোগ্রামটি বন্ধ থাকে তাহলে বিনা অযুতেও ধরা যাবে। (যাদিদ ফিকহি মাসাইল-১/১০১-১০২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/২৪৫, শামী-১/৪৮৮)

يمنع دخول المسجد (الى قوله) ومسحه اى القران ولو فى لوح او درهم او حائط–

(شامى–١/٤٨٨)

রেকর্ডকৃত আয়াতের ওপর সিজদার হুকুম

প্রশ্নঃ রেকর্ডকৃত সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তরঃ স্বয়ং তিলাওয়াতকারীর মুখ থেকে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে। নতুবা নয়। কারণ, রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত স্বয়ং

https://t.me/islaMic_fdf

তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত নয়, বরং তার মুখের তিলাওয়াতকে রেকর্ডের মাধ্যমে সংরক্ষিত করার পর অন্য মাধ্যমে সে তিলাওয়াতকে প্রকাশ করা হয়। এজন্য সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। ফিকাহবিদগণ এর দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন, কোনো পাখিকে শিখানো সিজদার আয়াত বা প্রতিধ্বনির সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। ঠিক অনুরূপভাবে টেপরেকর্ডার থেকে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। তবে এক্ষেত্রেও সিজদা দিয়ে দেয়া ভাল। (জাদিদ ফিকহি মাসায়েল-১, দুররুল মুখতার-২/১০৮, বাহরুর রায়েক-২/১১৯, আলাতে যাদিদাহ, মুফতি মোহাম্মাদ শফী র.- ২০৭)

মোবাইল ফোনে অন্যকে সিজদার আয়াত শোনানো

প্রশ্নঃ আরিফ শরিফের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলছে, আরিফের পাশে বসা এক ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছে। যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শরিফ শুনে ফেলেছে। এখন প্রশ্ন হলো শরিফের ওপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় শরিফের ওপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। কারণ, এক্ষেত্রে সে রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত শুনছে না; বরং সরাসরি তিলাওয়াতকারীর আওয়াজই মেশিনের মাধ্যমে শুনছে। যেমনি সরাসরি মাইকের মাধ্যমে তিলাওয়াতকারীর পড়া শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয়। আর মোবাইল ফোনের শ্রুত আওয়াজ লাউড স্পিকারের আওয়াজের ন্যায়।

والسماع شرط في حق غير التالي (شامي ذكريا–٢/٥٧٧)

(আহসানুল ফাতাওয়া-৪/৬৬, আলাতে জাদিদাহ (মুফতি মুহাম্মাদ শফি র.)-১৬৬)

মোবাইল ফোনে তিলাওয়াত শ্রবণে সাওয়াব; গান শ্রবণে গুনাহ হবে কেনো?

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে ধারণকৃত কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণে সাওয়াব হবে কিনা? এবং গান শুনলে গুনাহ হবে কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে ধারণকৃত আওয়াজ পাঠকের নিজস্ব আওয়াজ নয়। বরং প্রতিধ্বনির ন্যায় পাঠকের স্বরের নকল মাত্র। এজন্যই মোবাইল ফোনে

https://t.me/islaMic_fdf

ধারণকৃত তিলাওয়াত শ্রবণে সরাসরি শ্রবণের সাওয়াব হয় না। তবে তা শ্রবণ করা নাজায়িয নয়। কারণ, এর দ্বারা সহিহ কিরাত শিক্ষার সহযোগিতা হয়।

পক্ষান্তরে গান-বাদ্য ইত্যাদির আওয়াজ মানবাত্মাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃত মানুষের ঐ অন্তরে অভিশপ্ত শয়তান কু-মন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পায়। যে কারণে শরিয়াতে মুহাম্মদী গান-বাজনাকে অবৈধ তথা হারাম ঘোষণা করেছে। আর গান-বাদ্য শ্রবণের অবৈধতা চাই সরাসরি শুনুক কিংবা যন্ত্রের মাধ্যমে এর মধ্যে শরিয়ত কোনো পার্থক্য করেনি। গান গাওয়া এবং শ্রবণ করা সর্বাবস্থায়ই হারাম।

কাজেই মোবাইল ফোনে ধারণকৃত তিলাওয়াত শ্রবণে সাওয়াব না হওয়ার ওপর মোবাইল ফোনে ধারণকৃত গান-বাজনা শ্রবণে গুনাহ না হওয়ার যুক্তি প্রদর্শনের কোনো অর্থই হতে পারে না। কারণ, গানের যে কোনোরূপ অস্তিত্বই শরিয়ত অবৈধ ঘোষণা করেছে। (শামী-৬/৩৪৮-৪৯, আলাতে জাদিদাহ-২২১)

واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وان سمع بغتة يكون معذورا ويجب ان يجتهد ان لا يسمع – (قهستانى، شاميه–٦/٣٩٥)

মোবাইল ফোনে কুরআন, হাদিস ও ওয়াজ সংরক্ষণ করার হুকুম

প্রশ্নঃ বর্তমানে মোবাইল ফোনে কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত রেকর্ড করে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর হুবহু তা শুনানো হয়। এখন প্রশ্ন হলো মোবাইল ফোনে রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত দ্বিতীয়বার শ্রবণ করলে এতে সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা? আর রেকর্ডকৃত আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করলে, সিজদা ওয়াজিব হবে কিনা? দলিলসহ জানতে চাই। আজকাল ধর্মে বিজ্ঞ ও মুর্খ, সর্বস্তরের লোককেই ওয়াজ-নসিহত রেকর্ড করে পরে তা শ্রবণ করতে দেখা যায়। তা শ্রবণে সওয়াব পাবে কি-না? যেমন ওয়াজে বসে শ্রবণের দ্বারা সওয়াব পাওয়া যায়। যদি সওয়াব না হয়, তাহলে তা কুরআনের ভাষা অনুসারে খেলাধুলার সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রম বিকাশের ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে উন্নতি ও উপকার সাধিত হচ্ছে তা অনস্বীকার্য। এতে ধর্মেরও কোনো আপত্তি নেই। বিজ্ঞান তার অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে যাবে, তাতে ধর্মের আপত্তি থাকার কথাও নয়। এতে যেসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনুসরণে ধর্মের মধ্যে শিথিলতা বা খেল-তামাশার বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়, সে সব ক্ষেত্রে ধর্ম, বিজ্ঞানের সঙ্গে আপোষ করে না। এর মধ্যে একটি হলো রেকর্ড করার পর যদি আবার ধর্মীয় বিধান মতে পূর্ণ আদব রক্ষা করে শ্রবণ করা হয় এবং তাতে লৌকিকতা এবং চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তা জায়িয। কিন্তু যদি তা যথায়-তথায় ব্যবহার করা হয় এবং এর পূর্ণ আদব রক্ষা করা না হয়, তাহলে এর ব্যবহার কিছুতেই জায়িয হবে না। কারণ, এটাকে সরাসরি নাজায়িয বলা না গেলেও এর ব্যবহারে মানুষের রুহানিয়্যাত দুর্বল হয়ে যায়, বিধায় আমাদের আলেমগণের অনেকে এটিকে সরাসরি নাজায়িয বলেছেন। আবার অনেকে শর্ত সাপেক্ষে শুধু বিশেষ প্রয়োজনে জায়িয বলেছেন। আর জায়িয হলেই যে সব করতে হবে তা নয়। হাদিস শরিফে আছে–

الاثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وان افتاك الناس– (رواه احمد–مشكوة– ٢٤٢)

অর্থাৎ গোনাহ হলো যা জায়িয-নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে সন্দেহ অনুভব হয়, যদিও মানুষ তা জায়িয বলে ফাতাওয়া দেয়।

لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حرزا لما به بأس– مشكوة–٢٤٢

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি ও বুযুর্গগণের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ না করবে, যার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এ জিনিসটিই অন্য একটি জিনিসের জন্য অসুবিধার কারণ হয় (অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত জিনিস)।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه

https://t.me/islaMic_fdf

অর্থাৎ হালাল এবং হারাম উভয়টিই সুস্পষ্ট। আর এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত জিনিস, যা অধিকাংশ মানুষই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ জাতীয় সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকল, সে যেন নিজের দ্বীনের এবং নিজের সম্মান রক্ষা করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উক্ত সন্দেহযুক্ত জিনিসে লিপ্ত হলো, সে যেন হারাম কাজেই গিয়ে পড়ল। যেমন ফসলি জমির পাশে গরু চরালে গরুর ফসল খাওয়া স্বাভাবিক। (বুখারী-১/১৩, ইবনে মাযাহ-২২৯১)

عن حسن بن على رضى الله تعالى عنه يقول دع ما يريبك الى مالا يريبك فان الخير طمانينة والشر ريبة

অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিত্যাগ করো এবং সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ কর। কেননা, ভালো জিনিস হলো যাতে প্রশান্তি রয়েছে। আর খারাপ জিনিস হলো যাতে দুদোল্লমনতা রয়েছে। (মুস্তাদরাক-১২)

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, এ জাতীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। যদিও তা জায়িযই হোক না কেনো? এতে আয়াতে সিজদা শ্রবনে, সিজদা ওয়াজিব হবে না। কারণ, তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

পুরুষের জন্য মহিলার কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে সেভ করা মহিলার কুরআন তিলাওয়াত এবং ঈমান-আমল ও আখিরাত সম্পর্কে বয়ান পুরুষের জন্য শ্রবণ করা জায়িয হবে কি-না?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে সেভ করা কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত শ্রবণ করা জায়িয আছে। তবে পুরুষের তিলাওয়াত পুরুষ শুনবে, আর মহিলার তিলাওয়াত মহিলা শুনবে। কিন্তু মহিলার তিলাওয়াত পুরুষের জন্য শ্রবণ করা জায়িয নয়। কারণ, মহিলার আওয়াজ বা কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষ থেকে বিনা প্রয়োজনে গোপন থাকা বা রাখা জরুরি। এমনকি বিনা প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাও নিষেধ। একান্ত প্রয়োজনেই কেবলমাত্র পর্দার আড়াল থেকে মেয়েরা কর্কশ স্বরে কথা বলতে পারে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মহিলার তিলাওয়াত শ্রবণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত বা অন্য কোনো দ্বীনি আলোচনা শোনার

https://t.me/islaMic_fdf

জন্য মহিলার কণ্ঠস্বর ব্যতীত আরো যথেষ্ট মাধ্যম রয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন হলে সেখান থেকেই শুনবে এবং নসিহত হাসিল করবে। তেমনিভাবে মহিলারও উচিত যে, কোনো পুরুষ কারী সাহেবের সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত না শোনা। কারণ, এতেও অনেক ক্ষতি রয়েছে। মেয়েরা কেবল মেয়েদের তিলাওয়াত শুনবে। তবে মেয়েরা পুরুষ বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের ওয়াজ শুনতে ও নসিহত হাসিল করতে পারে। (তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন-৬/৪০৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/১৯৭, নাফউল মুফতি ওয়াস্‌সায়িল-৩২১

يستدل على كون الصوت من العورة ان الله تعالى نهاهن من ضرب ارجلهن وحظر على الرجال سماع اصوات خلخالهن– احكام القران للتهانوى–٣/٣١٧

বিয়ে, তালাক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যবহার

মোবাইল ফোনে বিয়ে

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিয়ে জায়িয কি-না?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিয়ে শুদ্ধ হয় না। কারণ, শরিয়তে বিয়ে সংগঠিত হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত হলো, বর-কনে বা তাদের উকিল ও সাক্ষীগণের বিয়ের অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে এবং ইজাব ও কবুল সরাসরি শুনতে হবে। যেহেতু মোবাইল ফোন ও টেলিফোনে বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনে বা তাদের উকিল ও সাক্ষীগণ পৃথক দু'দেশে থাকার কারণে মজলিসের ভিন্নতা পাওয়া যায়, তা ছাড়া উভয় পক্ষের সাক্ষীগণ ইজাব-কবুল লাউড স্পীকারের মাধ্যমে শুনে থাকে। সরাসরি বর-কনে বা তাদের উকিলের কথা শুনে না এবং তাদের দেখেও না। বিধায় প্রচলিত এ পদ্ধতিতে বিয়ে করলে শরিয়তসম্মত হবে না। তবে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিয়ের ওকালত শুদ্ধ। বর বা কনে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে কাউকে নিজের বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য উকিল নিযুক্ত করবে এবং উক্ত উকিল দু'জন সাক্ষীর সামনে দ্বিতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে সরাসরি ইজাব-কবুলের মাধ্যমে

https://t.me/islaMic_fdf

বিয়ে সম্পাদন করবে, তা হলে তা বৈধ ও শরিয়তসম্মত হবে। কেননা, এখানে উভয় পক্ষ ও সাক্ষীগণ একই মজলিসে উপস্থিত রয়েছেন।

মোটকথা বর-কনে বা উভয় পক্ষের উকিল একই মজলিসে উপস্থিত থেকে দু'জন সাক্ষীর সামনে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় বিয়ে সহিহ্ হবে না।

بشرط اعلام الشهود بما فى الكتاب– (جديد فقهى مسائل–١/٢٨٨)

اى ليكونوا شاهدين على الايجاب والقبول جميعا (طحاوى على الدر–٢/٣)

نوع الوكالة– امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من نفسه فقال الوكيل اشهدوا انى قد تزوجت فلانة من نفسى ان لم يعرف وجدها وان عرف الشهود فلانة وعرفوا انه اراد به تلك المرأة يجوز (خلاصة الفتاوى–٢/١٥)

(জাদীদ ফিকহী মাসাইল-১/২৮৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-২/১৫, হিদায়া-২/৩০৬, ফাতাওয়া রাহিমিয়া-৮/৩৩২, হিন্দিয়া-১/২৬৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/১৬২, ফাতাওয়া দারুল উলুম-৭/১০২)

মোবাইল ফোনে বিয়ের আরেক পদ্ধতি

ফোন-মোবাইল ফোনে বিয়ে সম্পাদনের আরেকটি উত্তম পদ্ধতি হলো, কন্যা বা কন্যার অভিভাবক ফোন-মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছেলে যেখানে থাকে সেখানের কাউকে বিয়ের কার্য সম্পাদনের উকিল বানাবে। সে উকিল দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সামনে বরকে বলবে যে, অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা মহরানায় তোমার কাছে বিয়ে দিলাম। এখন বর উক্ত মজলিসে 'কবুল করলাম' বললে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। (শামি-৩/১২)

মোবাইল ফোনে বিয়ের আরো একটি পদ্ধতি

কন্যা বা কন্যার অভিভাবক ফোন-মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বরের সঙ্গে কথা বলে সরাসরি তাকেই বিয়ের কার্য সম্পাদনের উকিল বানাবে। এরপর বর দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ দু'জন মহিলার সামনে একথা বলবে যে, অমুকের মেয়ে অমুক নিজে বা তার অভিভাবক আমার সঙ্গে উক্ত মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমাকে উকিল বানিয়েছে। সে মতে এত টাকা মহরানায়

https://t.me/islaMic_fdf

আমি তাকে বিয়ে করলাম। বর কর্তৃক সাক্ষীদের সামনে এ কথা বলার দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মোবাইল ফোনে সরাসরি ইজাব-কবুল

প্রশ্নঃ ক) আমাকে জনৈক ব্যক্তি মোবাইল ফোন ফোনের মাধ্যমে একদিন বলেছিলেন যে, যদি তুমি আমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ কর, তাহলে বল– ক্বাবিলতুকা। তখন আমি বললাম, আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলাম, বললাম– ক্বাবিলতুকা।

তখন ঐ ব্যক্তিও মোবাইল ফোনে আমাকে বললেন যে, আমিও তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং বললাম ক্বাবিলতুকি। ওই সময় মোবাইল ফোন ফোনে আমাদের এসব কথা ঐ ব্যক্তির পাশে বসে থাকা চারজন পুরুষ শুনেছেন এবং তারা সাক্ষী রয়েছেন। এই অবস্থায় আমাদের এ বিয়ে সহিহ হয়েছে কিনা?

খ) আমি ঐ ব্যক্তিকে এক সময় বলেছিলাম, তুমি বেঁচে থাকতে এ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষর সঙ্গে বিবাহ আমার জন্য হারাম । এই অবস্থায় ওই ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষের সঙ্গে বাস্ত বিকই আমার বিবাহ হারাম হবে কিনা?

উত্তরঃ ক) প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে আপনাদের বিবাহ সহিহ হয়নি। কেননা, স্বাক্ষী উপস্থিত থাকলেও মোবাইল ফোন বা টেলিফোনে বিবাহ করা যায় না বা সহিহ হয় না।

খ) না, আপনার উল্লেখিত বক্তব্যের কারণে ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আপনার বিবাহ হারাম হবে না। তাই বর্তমানে ওই ব্যক্তির সঙ্গে আপনার বিবাহ না হয়ে থাকলে, যে কোনো গাইরে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে আপনার বিবাহ সহিহ হবে।

তবে মনে রাখতে হবে- মোবাইল ফোনে প্রেম করা বা এ ধরনের কথা বলা নাজায়িয। তাই এর জন্য আপনার অনুতপ্ত হওয়া ও তওবা করা কর্তব্য।

অবশ্য যদি ঐ কথা বলার সময় আপনি কসম করে থাকেন যে, কসম করে বলছি– অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ করবো না, তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্য পুরুষকে বিবাহ করলে, কসম ভঙ্গের কারণে কাফফারা আদায় করতে হবে। (সুরা নিসা-২৩-২৪, আল বাদায়ে-২/২২৮, আল-বাহার-৩/৭৬, তাবয়ীনুল হাকায়িক-২/৯৪)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোনে তালাক দেয়া

প্রশ্নঃ যদি কোনো ব্যক্তি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তালাক প্রজোয্য হবে কিনা?

উত্তরঃ তালাক প্রদানের জন্য স্ত্রীর উপস্থিতি জরুরি নয়। স্বামী যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে স্ত্রীকে সম্বোধন করে তালাকের শব্দাবলি উচ্চারণ করলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি মোবাইল ফোনে তালাক দেয়, তাহলে তালাক প্রজোয্য হবে। তবে শুধু মোবাইল ফোনের আওয়াজ বা স্বর দ্বারা তালাক সাব্যস্ত করা যথেষ্ট নয়। কারণ, একজনের স্বরের সঙ্গে অপর জনের স্বরের যথেষ্ট মিল ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। এজন্য শুধু মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তালাক সাব্যস্ত হবে না। যদি স্বামী অস্বীকার করে যে, সে কল করেনি, তাহলে তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্যে স্বামীর ঘর-সংসার করা জায়িয হবে। স্বামী যদি মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর দরবারে শক্ত গুনাহ্গার ও ভেবিচারী সাব্যস্ত হবে। তবে স্বমী যদি নিজেই তালাক প্রদানের কথা স্বীকার করে, অথবা দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা যদি এ মর্মে সাক্ষ প্রদান করে যে, আমাদের উপস্থিতিতে সে তালাক প্রদান করেছে, আমরা তা শুনেছি। তাহলে শরয়ি মুলনীতি অনুযায়ী তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة اذا اتاك كتابي هذا فأنت طالق– طلقت بوصول الكتاب (الدر مع الشامى–٤/٤٥٦)

(জাদীদ ফিকহী মাসাইল-১/৩০৫, রাহিমিয়া-২/১২৩)

মোবাইল ফোনে বেচাকেনা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে বেচাকেনা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ বেচাকেনা যেমনিভাবে সরাসরি হয়, তেমনিভাবে প্রয়োজনে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স এবং পত্রযোগেও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, বিক্রিত মাল ও উচিত মূল্য মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স বা চিঠিপত্রে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। বেচাকেনা ও লেনদেনে যেন এমন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে, যাতে পরবর্তীকালে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি

https://t.me/islaMic_fdf

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পদ্ধতির লেনদেনে শর্ত হলো, স্বর্ণ-রূপা, এক জাতীয় পণ্য ও ওজনকৃত বা কায়লী (মাপক বস্তুর মাধ্যমে বিক্রিত) মাল না হতে হবে। কারণ, এ ধরনের মালের মূল্য ও মাল একই মজলিসে গ্রহণ করা আবশ্যক। আর ক্রেতা যেহেতু ক্রয় করার আগে ক্রয়কৃত মাল দেখেনি, তাই ক্রেতার জন্য খিয়ারে রুইয়্যাত অর্থাৎ দেখার পর পছন্দ না হলে ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। (হিদায়া-৩/৩৫, ফাতহুল কাদীর-৬/৩০৯)

চিঠিপত্রের মাধ্যমে বেচাকেনা সম্পর্কে আল্লামা শামী রহ. লিখেছেন–

ويكون بالكتابة من الجانبين فاذا كتب اشتريت عبدك فلانا بكذا وكتب اليه البائع قد بعت فهذا بيع– (رد المحتار–٤/٥١٢)

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকে বেচাকেনা ও লেনদেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে হতে পারে। 'কাজেই ক্রেতা যদি একথা লিখে দেয়, আমি এত টাকার বিনিময়ে তোমার অমুক গোলাম ক্রয় করলাম। আর বিক্রেতাও যদি লিখিতভাবে নিজের সম্মতি প্রকাশ করে, আমি বিক্রি করলাম, তাহলে বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।' (রদ্দুল মুহতার-৪/৫২১)

চিঠিপত্রের মাধ্যমে বেচাকেনা শুদ্ধ হলে, টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও বেচাকেনা শুদ্ধ হবে। কারণ, চিঠি যোগাযোগের সঙ্গে টেলিফোন ও মোবাইল ফোন যোগাযোগের নিকটতম সাযুজ্য রয়েছে এবং উভয়টি একই পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ ফ্যাক্স ও একই শ্রেণিভুক্ত।

বর্তমান সময়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে যে বেচাকেনা হয় তা বৈধ ও জায়িয আছে। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল-১/৩৮২)

মোবাইল ফোনে সাক্ষ্য দেয়া

মোবাইল ফোন ফোনে সাক্ষ্য দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সাক্ষ্য প্রদানের শর্তাবলীর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হলো, সাক্ষী বিচারকের সামনে এজলাসে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ দেবেন। বরং ইসলামি আইনবিদগণ সাক্ষের সংজ্ঞার মাঝেই একথা অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন যে, 'বিচারকের এজলাসেই সে কথা বলতে হবে।' আল্লামা হাসকাফী রহ. লিখেছেন–

https://t.me/islaMic_fdf

اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة فی مجلس القاضی-(جدید فقهی مسائل-١/٤٥٢، رد المحتار-٤/٣٤٠) 'কোনো অধিকার প্রমাণ করার জন্য বিচারকের এজলাসে হাজির হয়ে 'শাহাদাত' শব্দে তথা সাক্ষ্যের মাধ্যমে সত্যান্বেষী ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কিছুর তথ্য বা সংবাদ প্রদানকে সাক্ষ বলে।'

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাক্ষ প্রদানের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে, তাতে এই শর্ত অনুপস্থিত থাকবে। কাজেই সাক্ষের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অবহিত করা যথেষ্ট হবে না। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল-১/৪৫২)

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য

প্রশ্নঃ কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মোবাইল ফোনের ম্যাসেজ অথবা শ্রুত আওয়াজ দ্বারা চাঁদ দেখার সাক্ষ শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কিনা?

উত্তরঃ ফোনে অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাক্ষ প্রদান শরয়ী দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ফোনে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আসা খবরগুলো যদি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তা মিথ্যা সাব্যস্ত করা কঠিন, তাহলে এ জাতীয় খবর গ্রহণযোগ্য হবে। (مستفاد از جواهر الفقه- ١/٢٠٤، انوار رحمت-٥٤٥)

মোবাইল ফোনের ভিডিও ছবির ভিত্তিতে বিচার

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে ধারণকৃত কোনো ঘটনার ভিডিও চিত্রের ওপর ভিত্তি করে বিচারের রায় প্রদান করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে ধারণকৃত ভিডিও ছবির ওপর ভিত্তি করে কোনো মুকাদ্দামার ফায়সালা করা জায়িয নয়। বিচারের ভিত্তি শরিয়তে এমন সব বিষয়কে করা হয়েছে, যার মধ্যে যথাসম্ভব ধাঁধাঁ ও বিভ্রাটের অবকাশ না থাকে। ভিডিও চিত্রের বিষয়টি এমন নয়। তাতে ধাঁধাঁ, পরিবর্তন ও তথ্যবিভ্রাটের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে এবং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকে কৃত্রিমভাবে একটিকে অপরটির সঙ্গে জুড়ে দেয়ার অবকাশ থাকে। ফুকাহায়ে কেরাম সেই সতর্কতার দিকে লক্ষ রেখেই শুধু দলিল-দস্তাবেজ ও লেখার ওপর ভিত্তি করে ফায়সালা ও রায় প্রদানের অনুমতি দেননি। আল্লামা শামি রহ. লিখেছেন–

https://t.me/islaMic_fdf

وفى الاشباه لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذى عليه خطوط القضاة الماضين– لكن قال البيرى المراد من قوله لا يعتمد اى لا يقضى القاضى بذالك عند المنازعة لان الخط مما يزور يفتعل

'আল-আশবাহ্' গ্রন্থে আছে, লেখার ওপর নির্ভর করা যাবে না। আর ওয়াকফের যে সব দস্তাবেজে পূর্ববর্তী বিচারকগণের লেখা রয়েছে, সে গুলোর ওপরও নয়। কিন্তু আল্লামা বিরি রহ. বলেন, 'নির্ভর করা যাবে না' এর অর্থ হলো, বিচারক বিবাদের সময় এর ওপর ভিত্তি করে ফায়সালা ও রায় প্রদান করবেন না। কারণ, লেখার মধ্যে ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতি ও বানোয়াটের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। (বাহরুর রায়িক-৭/৫৫)

উপরোক্ত ইবারতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ভিডিওর ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করা যাবে না, তেমনিভাবে কেবল কোনো ভিডিও চিত্রে কোনো ঘটনা দেখে তার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্যও দেয়া যাবে না। কেননা, স্বচক্ষে দেখা বিষয়ের সংবাদ দেয়ার নামই হলো সাক্ষ্য। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩০৮)

(هى اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان)

ভিডিওর মাধ্যমেও কোনো ঘটনা ঘটার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় না, বরং সে শুধু তার ছবিই দেখতে পায় এবং এর মাধ্যমে অনুমান ও ধারণার পর্যায়েই কোনো কিছু সংগঠিত হওয়ার বা কোনো ঘটনা ঘটার ধারণা করে। এ জন্যে এমন ধারণা নির্ভর বিষয়ের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেয়া জায়িয নয়। (জাদিদ ফিকহি মাসাইল)

মোবাইল ফোন ও যাকাত

দামী মোবাইল ফোনে যাকাতের হুকুম

প্রশ্নঃ যদি কারো কাছে একাধিক মোবাইল ফোন থাকে এবং সেই মোবাইল ফোনের মূল্য যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে এমন মূল্যবান মোবাইল ফোন রাখার কারণে তার ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে কিনা? অথচ এর চেয়ে কম মূল্যের মোবাইল ফোন দ্বারাও প্রয়োজন পূরণ করা যায়।

উত্তরঃ যে মোবাইল ফোন নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্রয় করা হয়েছে, তা যত দামীই হোক না কেনো, এর মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে

https://t.me/islaMic_fdf

না। কেননা, তা ব্যবসায়িক মালের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কেউ যদি মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে, তাহলে মোবাইল ফোনের মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

وليس فى دور السكنى وثياب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة- لانها مشغولة بحاجته الاصلية وليست بناحية ايضا (شامى-٣/١٧٨)

وما اشتراه لها اى للتجارة كان لها لمقارنته النية لعقد التجارة، (شامى-٣/١٩٣، هدايه-١/١٨٦)

মোবাইল ফোনের যাকাত

প্রশ্নঃ একজনের একাধিক মোবাইল ফোন থাকলে তার ওপর যাকাত বা কুরবানি ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তরঃ একজনের একাধিক মোবাইল ফোন থাকলেও ওই মোবাইল ফোনগুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে অতিরিক্ত মোবাইল ফোন নিত্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য মালের সঙ্গে মূল্য হিসেবে নিসাব পরিমাণ হলে সে যাকাত খেতে পারবে না এবং সদকায়ে ফিতর ও কুরবানি তার ওপর ওয়াজিব হবে।

وليس فى دور السكنى وثياب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة- لانها مشغولة بحاجته الاصلية وليست بناحية ايضا (شامى-٣/١٧٨)

وما اشتراه لها اى للتجارة كان لها لمقارنته النية لعقد التجارة، (شامى-٣/١٩٣، هدايه-١/١٨٦)

وفى اضحية الشامية وصاحب الثياب الاربعة لوساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا لان احدها للبذلة والاخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والاعياد (رد المحتار- ٥/٢١٩، احسن الفتاوى-٤/٣٧٣)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন ব্যালেন্সের টাকার যাকাত

প্রশ্নঃ যাকাতের বছরের শেষ দিন মোবাইল ফোনের ব্যালেন্সে কিছু টাকা থাকে, তবে যাকাত আদায়ের সময় ঐ ব্যালেন্সের টাকার হিসাব করে যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের ব্যালেন্সে জমাকৃত টাকা মূলতঃ অর্থ নয়। বরং এটি হল টাকার সমপরিমাণ আউটগোয়িং টেলিযোগাযোগ সেবা। আর ব্যালেন্সে অবস্থিত টাকা যেহেতু মূলতঃ টাকা নয়, বরং ক্রয়কৃত একটি সেবাপণ্য, যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে। এটি মোবাইল ফোন সেটের মতোই ব্যবহার্য সামগ্রির অন্তর্ভুক্ত। তাই অন্য ব্যবহার্য সম্পদের মতো মোবাইল ফোন ব্যালেন্সের ওপর যাকাত ফরয হবে না। হ্যাঁ যদি কেউ উক্ত ব্যালেন্স নগদ টাকা রূপে অর্জন করতে পারে, যেমন কারো নিকট নগদ ব্যালেন্স ট্রান্সফার করলো বা কাউকে কথা বলতে দিয়ে নগদ টাকা পেলো। তাহলে ঐ ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে, ঐ টাকার ওপরও যাকাত আসবে। (হেদায়া-১/১৮৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া-২/২৪৫, হিন্দিয়া-১/১৭২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-১/৪০০, ফাতহুল কাদির-৬/১৫৯)

ইজি বা ফ্লেক্সি ব্যবসায়ীদের লোড বাবদ মোবাইল ফোন কোম্পানিতে জমা টাকার যাকাত

প্রশ্নঃ ফ্লেক্সি বা ইজিলোড ব্যবসায়ীদের জন্য আগে কোম্পানির নির্দিষ্ট খাতে টাকা জমা দিতে হয়। এরপর এ থেকে ধীরে ধীরে গ্রাহকের মোবাইল ফোনে তা রিচার্জ করতে পারে। জানতে চাই, ব্যবসায়ীরা এ বাবদ যে টাকা জমা দেয়, তা বিক্রি করার আগেই যদি যাকাতের বর্ষ পূর্ণ হয়, তবে ব্যবসায়ীকে সেই জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা? যদি দিতে হয়, তাহলে জমাকৃত টাকা এবং এর ওপর সম্ভাব্য লাভ উভয়টিরই যাকাত আসবে, নাকি শুধু জমা টাকার ওপর?

উত্তরঃ ফ্লেক্সি বা ইজি বাবদ দেওয়া টাকার মধ্যে যা জমা আছে সে টাকার যাকাত দিতে হবে। যদি কিছু টাকা হাতে ক্যাশ হয়ে যায়, আর কিছু টাকা কোম্পানির কাছে থেকে যায়, তাহলেও জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে।

https://t.me/islaMic_fdf

আর যে টাকা হাতে এসে গেছে সে টাকার যাকাত অন্যান্য টাকার সঙ্গে মিলিয়ে আনুপাতিক হারে দিতে হবে। কিন্তু কোম্পানির কাছে জামাকৃত টাকার ফ্লেক্সি বা ইজি বিক্রি করলে যে লাভ পাওয়া যাবে, এর যাকাত দিতে হবে না। কারণ, সে লাভ তো এখনো হয়নি। মোটকথা কোম্পানির কাছে জমাকৃত টাকা নিজের কাছে রক্ষিত টাকার মতোই নিসাবের মালিক কোনো ব্যবসায়ীর এক বছর পূর্ণ হলেই সে টাকার ওপর যাকাত ফরয হবে।

সিকিউরিটি ডিপোজিটের যাকাত

প্রশ্নঃ পোষ্টপেইড মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন কম্পানির নিকট সিকিউরিটি হিসেবে যেই টাকা জমা রাখা হয়, তাকে সিকিউরিটি ডিপোজিট বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ; নিসাবের মালিকের জন্যে অবশ্যই সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ, ইচ্ছা করলেই এ টাকা ক্যাশ করা যায়। মোটকথা সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা যেহেতু অন্য জমাকৃত টাকার মতোই, তাই অন্য টাকার সঙ্গে মিলিয়ে এই টাকারও যাকাত দিতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া-১/১৭৪, বাহরুর রায়েক-২/২০২,২০৬)

মোবাইল ফোন মৌল প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কিনা?

প্রশ্নঃ বর্তমান যুগে মোবাইল ফোন মৌল প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোন একটি ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র। যা দ্বারা মানুষ প্রয়োজন পূরণে উপকৃত হয়। যে সব বস্তুর মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, এমন সব বস্তুকে শরিয়ত মৌল প্রয়োজনীয় (حوائج اصليه) বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন-গাড়ি, ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মেশিনারিজ ইত্যাদি।

وهى ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى او تقديرا كالدين وكآلات الحرفة واثاث المنزل ودواب الركب (فتاوى شامى-٣/١٧٨)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোনের মেমোরিতে কুরআন তিলাওয়াত রেকর্ড/ ডাউনলোড করা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের মেমোরি বা মেমোরি কার্ডে কুরআন তিলাওয়াত বা যিকির কিংবা মাসনুন দোয়া ডাউনলোড বা রেকর্ড করে রাখা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের মেমোরি বা মেমোরি কার্ডে কুরআন তিলাওয়াত বা যিকির বা মাসনুন দোয়া ডাউনলোড বা রেকর্ড করে রাখা জায়িয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। এর হুকুম অন্য রেকর্ডের মতোই। তবে যখন কুরআন তিলাওয়াত চালানো হবে, তখন খুব মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে হবে। অন্য কাজে ব্যস্ত থেকে তিলাওয়াতের রেকর্ড ছেড়ে দেয়া তিলাওয়াতের আদব পরিপন্থী কাজ। (আলাতে জাদিদাহ কি শরয়ি আহকাম-২০৭, ফাতাওয়ায়ে বায়্যিনাহ-৪/৪২২)

মোবাইল ফোনে লিখিত আকারে কুরআন ইত্যাদি সংরক্ষণ

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে পুরো কুরআন বা সুরা বা হাদিস অথবা মাসনুন দোয়া লিখিত আকারে ডাউনলোড করে মেমোরিতে সংরক্ষণ করা যায়। বর্তমানে ইন্টারনেট থেকে 'পকেট কুরআন' নামে পুরো কুরআন শরিফ-হাদিস শরিফ ইত্যাদি মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করা যায়। লিখিত কুরআন-হাদিস ডাউনলোড করা এবং মেমোরিতে সংরক্ষণ করা জায়িয কিনা? উক্ত মোবাইল ফোন নিয়ে টয়লেট ইত্যাদিসহ বিভিন্ন অপবিত্র স্থানে নিয়ে যাওয়ার হুকুম কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে লিখিত আকারে পূর্ণ কুরআন বা সুরা বা হাদিস অথবা মাসনুন দোয়া ডাউনলোড করে মেমোরিতে সংরক্ষণ করাতে মৌলিকভাবে কোনো সমস্যা নেই। তবে কখনো তা স্ক্রিনে আনলে এর অসম্মানী না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্ক্রিনে দৃশ্যমান থাকাবস্থায় এবং চলন্ত অবস্থায় টয়লেট ইত্যাদিতে যাওয়া প্রকৃত বিচারে মারাত্মক বেআদবি ও অসম্মানী। আর যদি মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে বা কুরআন-হাদিসের প্রোগ্রামটি বন্ধ থাকে, তাহলে সেই মোবাইল ফোন নিয়ে টয়েলেট বা নাপাক স্থানে যাওয়াতে কোনো বাঁধা নেই।

فلو نقش اسمه تعالى او اسم نبيه صلى الله عليه وسلم استحب ان يجعل الفص فى كمه اذا دخل الخلاء– (شامى–۹/۵۱۹)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে আয়াত, যিকির, আল্লাহ ও রাসুল সা. এর নাম বা এসবের ক্যালিওগ্রাফি সেভ করে রাখা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে আয়াত, لا اله الا الله বা الله اكبر বা যিকির, আল্লাহ ও রাসুল সা. এর নাম বা এসবের ক্যালিওগ্রাফি সেভ করে ওয়ালপেপার হিসেবে রাখা যাবে কিনা? এবং এ সব নিয়ে পেশাব-পায়খানায় যাওয়া বা পায়জামা-প্যান্টের পকেটে রাখা যাবে কিনা?

উত্তরঃ لا اله الا الله বা الله اكبر বা কুরআনের আয়াত কিংবা আয়াতের অংশ বিশেষ বা আল্লাহ ও রাসুল সা. এর নামের ক্যালিওগ্রাফি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে সেভ করা মূলত জায়িয। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এসবের সঙ্গে বেআদবি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কারণ, মোবাইল ফোন সাধারণত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না। বরং অধিক ব্যবহারের ফলে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়। অনেক সময় বসার স্থানে, চার্জের প্রয়োজনে নিচে রাখে, অনেক সময় পায়জামা বা প্যান্টের পকেটে রাখা হয়। ফলে যিকরুল্লাহ বা আয়াতের অসম্মানী হয়। এগুলো মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে দৃশ্যমান থাকাবস্থায় পেশাব-পায়খানায় নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এরূপ স্থানে যাওয়ার পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয়া উচিত। যাতে এসব পবিত্র নামের অসম্মান না হয়। অনুরূপভাবে যেসব মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে আল্লাহ ও রাসুল সা. এর নাম দৃশ্যমান থাকে তা পায়জামা বা প্যান্টের পকেটে রাখাও বেআদবি।

সুতরাং স্ক্রিনে দৃশ্যমান থাকাবস্থায় এর যথাযথ আদব রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই এ ধরনের কোনো কিছু ওয়ালপেপার বা স্ক্রিন সেভারে রাখা ঠিক হবে না।

বস্তুত কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নামের যিকির মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে নয় বরং হৃদয় স্ক্রিনে সেভ করাই কুরআনি ভালোবাসার মূল পরিচয়।

فلو نقش اسمه تعالى او اسم نبيه صلى الله عليه وسلم استحب ان يجعل الفص فى كمه اذا دخل الخلاء- (شامى-١/٥١٩)

(আহসানুল ফাতাওয়া-৮/২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/৬২, হিন্দিয়া-১/৫০)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে ছবি সেভ করা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে পুরুষ বা মহিলা কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখার হুকুম কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে পুরুষ বা মহিলা কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখা সম্পূর্ণ নাজায়িয। কারণ, শরয়ি ওযর ছাড়া কোনো মানুষ বা প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখাও গুনাহ ও নাজায়িয। স্ক্রিনে ছবি সেভ করে রাখলে ছবির প্রদর্শনী হয় এবং ছবি খুলে রাখা হয়। এছাড়া শরিয়তে ছবির প্রকাশ ও প্রদর্শন নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব স্ক্রিনে মানুষ বা কোনো প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

আর স্ক্রিনের ছবিটি যদি কোনো মহিলার হয়, তবে গায়রে মাহরামের জন্য ছবিটি দেখা এবং অন্যদের দেখানোর ভিন্ন গুনাহ হবে। এতে ছবি প্রদর্শনের গুনাহ ছাড়াও পর্দা লঙ্ঘনের গুনাহ হয়। তাই এ থেকে বিরত থাকা আরো বেশি জরুরি। তেমনিভাবে মোবাইল ফোনে বা মেমোরি কার্ডে কোনো প্রাণীর ছবি লোড করা যাবে না। কেননা, প্রাণীর ছবি সংরক্ষণ, দর্শন ও প্রদর্শন বিধেয় নয়। শরিয়তে ছবির প্রকাশ ও প্রদর্শন নিষেধ করা হয়েছে; এবং এর ওপর কঠোর আযাবের ধমকি এসেছে।

لا تمثال انسان او طير لحرمة تصوير ذى روح (شامى–٧/٥١٧) (বুখারি-২/৮৮০, মুসলিম-২/২০০, হিন্দিয়া-৫/৩৫৯, বাহরুর রায়েক-৬/১৭২, আল-মাদখাল ইবনুল হাজ-১/২৭৩, বাদায়েউস সানায়ে-১/৩০৪)

মোবাইল ফোন বেচাকেনা, মেরামত এবং মেমোরিকার্ড ডাউনলোডিং ব্যবসা

প্রশ্নঃ আজকাল মোবাইল ফোন কেনাবেচা, মেরামত এবং মেমোরিকার্ড ডাউনলোডিং (মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম সেট করা) ব্যবসা খুব দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে ক্যামেরা মোবাইল ফোনও আছে এবং স্ক্রিন সেভারে বিভিন্ন সুন্দর দৃশ্য বা অর্ধনগ্ন ছবি বা প্রায় নগ্ন ছবি থাকে। অনুরূপভাবে রিংটোনে বিভিন্ন গানের টোন, মিউজিক, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি কাস্টমারের চাহিদা অনুপাতে ডাউনলোডের প্রবণতাও বেড়েছে। এজন্য অনেক সার্ভিসিং সেন্টারে পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকে। এখন প্রশ্ন হলো

https://t.me/islaMic_fdf

এ অবস্থায় মোবাইল ফোন মেরামত, বেচাকেনা, ডাউনলোড করে বিনিময় নেওয়া এবং এ ব্যবসা করা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোন বেচাকেনা ও মেরামত করে বিনিময় নেওয়া জায়িয। শরিয়তপরিপন্থী নয় এমন সব উপকারী প্রোগ্রাম সেট করাও জায়িয। মিউজিক সম্বলিত গান, প্রচলিত অশ্লীল ছবির ভিডিও ফিল্ম, অবৈধ চিত্র ইত্যাদির ডাউনলোড ব্যবসা নাজায়িয। কারণ, এতে নিজের তো গুনাহ্ হয়ই, ওপরন্তু অন্যের নিকট গুনাহের উপকরণ সরবরাহ করা হয়। তাই এধরনের ডাউনলোড থেকে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। হ্যাঁ, কোনো বৈধ চিত্র, মিউজিক ছাড়া রিংটোন, বাদ্যহীন গজল ইত্যাদি ডাউনলোড করা জায়িয এবং এ থেকে অর্জিত টাকাও হালাল।

ولا يجوز الاستجار على الغناء والنوع وكذا سائر الملاحى لانه استجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد (هدايه–٣/٣٠٣)

ولا لاجل المعاصى مثل الغناء والنوع والملاحى (شامى زكريا–٩/٧٥)

(তিরমিযি-১/২৪১, বুখারি-১/২৯৮, বাহরুর রায়েক-৮/১৯, মুসলিম-২/১৯, আদ্দুররুল মুখতার-৬/৫৫, শরহে নববি-২/২৯)

ছবিযুক্ত গেমস ডাউনলোড করা

প্রশ্নঃ অনেক সময় মোবাইল ফোনে প্রাণীর ছবিযুক্ত গেমস ডাউনলোড করা হয়। যেমন- ক্রিকেট ইত্যাদি, তাহলে ঐ গেমস খেলার হুকুম কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে গেমস খেলা সময়ের অপচয়। বিশেষকরে যদি এতে প্রাণীর ছবি থাকে তাহলে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه (شعب الايمان للبيهقى، حديث–٤٩٨٧)

মোবাইল ফোনে নম্বরের স্থলে ছবি সেট করা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে এমন পদ্ধতিতে ছবি সেট করা যে, কল আসার পর নম্বরের পরিবর্তে কলকারী ব্যক্তির ছবি ভেসে উঠবে, এর হুকুম কী?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে এমন পদ্ধতিতে ছবি সেট করা যে, কল আসার পর নম্বরের পরিবর্তে কলকারী ব্যক্তির ছবি ভেসে উঠবে, এটা ঠিক নয়।

لا تمثال انسان او طير لحرمة تصوير ذى روح (شامى–٥١٩/٩)

ভুল কাজ বা বিশেষ কোনো ঘটনার ভিডিও সংরক্ষণ করা

প্রশ্নঃ যদি কোনো ব্যক্তি ভুল কাজ বা বিশেষ কোনো ঘটনার চিত্রকে ভিডিও করে রাখে, যাতে প্রয়োজনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। তাহলে এমন কাজের ছবি তোলা জায়িয হবে কি?

উত্তরঃ উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ছবি তোলার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ– কতিপয় বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে চিত্র ধারণের সুযোগ দিয়েছেন। তবে অন্য উলামায়ে কেরাম তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন নি। তারা উক্ত প্রেক্ষাপটকে সাধারণভাবে ছবি তোলা নিষেধের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ জন্য এ রকম অবস্থায়ও মোবাইল ফোনে চিত্র ধারণ করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

وظاهر كلام النووى فى شرح مسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وساء ضعه لما يمتهن او لغيره فصنعته حرام بكل حال (شامى زكريا–٤١٦/٢)

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফিল্ম অথবা গান প্রেরণ

প্রশ্নঃ নিজ মোবাইল ফোন থেকে অন্যের মোবাইল ফোনে 'ব্লুটুথ বা ইনফ্রারেড' দ্বারা ফিল্ম অথবা গান প্রেরণের হুকুম কী?

উত্তরঃ এক মোবাইল ফোন থেকে অন্য মোবাইল ফোনে ফিল্ম বা গান প্রেরণ শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয এবং কঠোর গুনাহের কাজ।

استماع ضرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام (شامى زكريا–٥٦٦/٩)

পিকচার ম্যাসেজ প্রেরণ

প্রশ্নঃ কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে বা নিজের পক্ষ থেকে অন্যের নিকট পিকচার ম্যাসেজ প্রেরণ করা, যেমন- বিভিন্ন চিত্র, ফুল ইত্যাদি পাঠানো যায়, তদ্রুপ মোবাইল ফোনে ধারণকৃত মানুষ বা প্রাণীর ছবিও পাঠানো যায়। এরূপ পিকচার ম্যাসেজ প্রেরণের হুকুম কী?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ এস.এম.এস এর মাধ্যমে প্রাণীর ছবি ছাড়া অন্য কিছু পাঠাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষ বা অন্য কিছুর ছবি পাঠনো জায়িয নেই। কেননা, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়া ছবির ব্যবহার হচ্ছে। আর ছবিটি যদি কোনো গায়রে মাহরাম মহিলার হয়, তবে তো পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করার গুনাহ হবে। এ ধরনের ছবি যার কাছে পাঠানো হচ্ছে সেও দেখে, আশপাশের অন্য পুরুষরাও দেখে। এতে ব্যাপকভাবে পর্দা লঙ্ঘনের গুনাহ হয়। তাই এ থেকে বিরত থাকা জরুরি। তবে জরুরতের সময় জায়িয। যেমন শরিয়তসম্মত বিশেষ প্রয়োজনে কারো ফটোর জরুরত হলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অন্যত্র ছবি পাঠানো যাবে। প্রাপক মোবাইল ফোনের এই ছবি প্রিন্ট করে নিজ কাজে লাগাতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার জরুরত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। (মুসলিম-২/২০০, আল-মাদখাল-১/২৭৩)

قلت– وقد مناغه معزيا للنهران ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما والا فتنزيها

(شامی زکریا–۹/٥٦١)

বিনানোমতিতে মোবাইল ফোনে অন্যের কথা রেকর্ড করা

প্রশ্নঃ কারো সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় পুরো কথোপকথনই রেকর্ড করার সুবিধা কিছু কিছু মোবাইল ফোন সেটে রয়েছে। যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তার অনুমতি ছাড়া মোবাইল ফোনে কথা রেকর্ড করে রাখার হুকুম কী?

উত্তরঃ সাধারণভাবে কারো কথা তার অনুমতি ব্যতীত রেকর্ড করে রাখা জায়িয নেই। আর বিষয়টি যদি গোপনীয় হয়, তাহলে তো রেকর্ড করে রাখা সম্পূর্ণ নাজায়িয। কেননা, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কথা বলে, অতপর সে এদিক সেদিক তাকায় (কথাটির গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে) তাহলে তা আমানত। অপর বর্ণনায় আছে, মজলিসে কথিত কথাবার্তা আমানত।

হাদিসের আলোকে বুঝা গেলো, টেপ রেকর্ডার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা রেকর্ড করার দ্বারা আমানত লংঘিত হতে পারে এবং এ কথাগুলো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য বক্তার পক্ষ থেকে যদি অনুমতি থাকে, তাহলে রেকর্ড করতে কোনো

https://t.me/islaMic_fdf

আপত্তি নেই। আজকাল যেহেতু মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃত আলোচনাকে রেকর্ড করার সিস্টেম চালু হয়েছে এবং অনেক সময় বক্তার অজান্তে তার বক্তব্য রেকর্ড করাও হয়ে থাকে। কিন্তু মাসআলাটির প্রতি হয়ত খেয়াল করা হয় না। তাই এ বিষয়টির প্রতি সকলের খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক। কারণ, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈঠককে আমানত বলেছেন। অর্থাৎ বৈঠকে যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। স্পষ্ট অনুমতি বা মৌন অনুমতি ব্যতীত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা যেমন এ হাদিস শরিফের আলোকে নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তদ্রুপ বক্তার অজান্তে তার কথা রেকর্ড করে রাখার বিষয়টিও এ হাদিসের আওতায় পড়ে এবং কাজটির নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। কারণ, উভয় পদ্ধতিতেই বক্তার উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে। এবং তার অসন্তুষ্টি পাওয়া যেতে পারে। বরং গোপনীয় কথা শুধু কানে শুনে বর্ণনা করার চাইতে রেকর্ড করে বর্ণনা করা আরো নিকৃষ্টতম অপরাধ।

অপর দিকে মোবাইল ফোনের কথা রেকর্ড করতে চাইলে বক্তার অনুমতি নিয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, সাধারণ অবস্থায় এমন অনেক কথা বলা হয়, যা রেকর্ড হচ্ছে জানলে বলা হতো না। এ ছাড়া না জানিয়ে রেকর্ড করতে থাকলে এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে সমস্য বা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এক কথায় বক্তার ধারণার বাইরে তার কথা রেকর্ড করার মধ্যে কিছুটা ধোঁকা রয়েছে। তাই এ থেকে বিরত থাকা জরুরি। অবশ্য এমন বড় ব্যক্তিত্ব, যার সব কথাই রেকর্ডযোগ্য, মনে রাখার জন্যেই তিনি বলছেন, এবং রেকর্ড হচ্ছে জানলে তিনি নারাজ হবেন না, তাহলে তাঁর পূর্ব অনুমতি না নিয়েও রেকর্ড করা যাবে। এছাড়া যেখানে গুপ্তচরবৃত্তি জায়িয সেখানে বিনা অনুমতিতে রেকর্ডও জায়িয। অনুরূপ যদি কেউ কারো কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার পর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার সামনে ঋণের কথা স্বীকার করে কিন্তু অন্যের সামনে অস্বীকার করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি গোপনে হলেও রেকর্ড করা জায়িয আছে।

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة (ترمذى–٢/١٧)

https://t.me/islaMic_fdf

وقال محشيه– قوله ثم التفت يعني اذا حدث احد عنده حديثا ثم غاب صار حديثه امانة عندك لا يجوز اضاعتها والخيانة فيها بافشائها (حاشيه ترمذى–٦)

(সুনানে আবু দাউদ-২/৬৬৮, সুনানে তিরমিযি-২/১৭, তুহফাতুল আহওয়াযি-৬/৭৯)

এম.এম.এস এর মাধ্যমে মানুষের ছবি প্রেরণ

প্রশ্নঃ কোথাও ছবির প্রয়োজন দেখা দিলে, তা এম.এম.এস এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে কিনা? এতে কোনো নিয়ম বা শর্ত আছে কিনা?

উত্তরঃ শরিয়ত অনুমোদিত প্রয়োজনে কারো ছবির দরকার হলে এম.এম.এস এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে। প্রাপক মোবাইল ফোনের ছবিটি প্রিন্ট করে উদ্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে ছবিটির ব্যবহার শরয়ি প্রয়োজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। (বুখারি-২/৮৮০-৮৮১, আল-মাদখাল-১/২৭৩

সর্বোচ্চ এস.এম.এসকারীকে পুরস্কার প্রদান

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি নির্ধারিত সময়ে সর্বোচ্চ এস.এম.এসকারীকে পুরস্কার দিয়ে থাকে। এরূপ পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোন কোম্পানি নির্ধারিত সময়ে মোটা অংকের অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই মূলত এরূপ অফার দিয়ে থাকে। এখন কেউ যদি বাস্তব প্রয়োজনে এস.এম.এস করে থাকে, আর সে পুরস্কার পেয়ে যায়, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। আর যদি কেউ বিনা প্রয়োজনে শুধু পুরস্কার লাভের আশায় এস.এম.এস করে থাকে, আর পুরস্কারও পেয়ে যায়, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

অহেতুক সময় নষ্ট করা ও অর্থের অপচয় করা মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহামূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।

https://t.me/islaMic_fdf

রিংটোন

রিংটোন সম্পর্কে একটি মৌলিক আলোচনা

মৌলিক দিক থেকে মোবাইল ফোনের রিংটোনকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। বিভিন্ন পাখি ও ভালো প্রাণীর আওয়াজ।

২। ঘণ্টার আওয়াজ

৩। বিভিন্ন গানের অংশবিশেষ

৪। বাদ্যযন্ত্রের ডিজিটাল সাউন্ড বা মিউজিক।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার দু'টিতে অর্থাৎ প্রাণীর আওয়াজ ও ধারাবাহিকতামুক্ত ঘণ্টার আওয়াজ শরয়ি দৃষ্টিতে আওয়াজ হিসেবে কোনোরূপ অসুবিধা নেই। সুতরাং তা রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা জায়িয হবে।

কিন্তু শেষ দু'টি প্রকার তথা ক্রমাগত ঘণ্টার আওয়াজ, বিভিন্ন গানের কলি ও বাদ্যযন্ত্রের ডিজিটাল সাউন্ড বা মিউজিক শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও হারাম। তাই রিংটোন হিসেবে সেগুলোর ব্যবহার কিছুতেই জায়িয হবে না। তা হারাম ও কবিরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদিস ও সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে গান-বাদ্য নাজায়িয ও হারাম। গান-বাদ্য সাধারণতঃ তিন প্রকারে বিভক্ত।

১। অশ্লীলতাপূর্ণ গান। এটি বাদ্যযন্ত্রসহ হোক বা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হোক সর্বাবস্থায়ই হারাম।

২। সকল প্রকার মিউজিক বা বাজনা। যেমন আজকাল পশ্চিমা সংস্কৃতির মিউজিকে দেশ ছেয়ে গেছে। তা সম্পূর্ণ না জায়িয ও হারাম।

৩। ঐ সকল গান যার বিষয়বস্তু বা কথা মার্জিত ও সুন্দর। কিন্তু তার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। তা বাদ্যযন্ত্রের কারণে নাজায়িয ও হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আহকামুল কুরআন-৩/২৫০)

আর রিংটোনের গান ও মিউজিকের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হারাম গানের সবকটি প্রকারই তার মাঝে বিদ্যমান। তাই তা নাজায়িয ও হারাম।

একটি কথা বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে যে, বিভিন্ন ইসলামি

https://t.me/islaMic_fdf

সংগীতের কলিকে টোনে রূপান্তরিত করায় অনেকে মনে করে উক্ত টোন ব্যবহার করা জায়িয আছে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কারণ, ইসলামি সংগীতের কলিটি টোনে রূপান্তরিত করার পর তা আর তার নিজস্ব অবস্থায় থাকছে না, বরং তা রূপান্তরিত হয়ে একটি নতুন বাজনা হয়ে দাঁড়িছে। সুতরাং এটাও বাজনা বা বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়িয হবে।

মোটকথা, মোবাইল ফোন ফোনে শুধু ভালো প্রাণীর আওয়াজ অথবা ধারাবাহিকতা মুক্ত ঘন্টার আওয়াজকে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু মিউজিক, বাদ্য, গানের কলি ইত্যাদি রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা নাজায়িয। তা গান-বাদ্যের মতোই হারাম ও কবিরা গুনাহ।

كون المعصية فى عين فعل المعين على ثلاثة وجوه- الاول- ان ينوى المعين الاعانة على المعصية ويقصدها- الثانى- ان يصرح بفعل المعصية فى صلب العقد فيسقط اعتبار النية- الثالث- ان يخصص هذا المحل لفعل المعصية ولايكون له مصرف سواها مثل الات طرب التى ليس لها مصرف الا الغناء والطرب (احكام القران للتهانوى-٣/٧٧)

মোবাইল ফোনের সাধারণ (বৈধ) রিংটোন নির্ধারণ

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের সাধারণ রিংটোন কীভাবে নির্ধারণ করা হবে? (যা মিউজিকের অন্তর্ভুক্ত নয়) ল্যান্ডফোনের রিংটোন কি সাধারণ ও সাদাসিধে?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের ঐ রিংটোনকে সাধারণ ও সাদাসিধে রিংটোন বলা হয়, যাতে গান বা মিউজিক ইত্যাদির অনুরূপ কোনো কিছু ব্যবহৃত হয়নি। তাই ল্যান্ডফোনের রিংটোনকে সাধারণ ও সাদাসিধে বা মার্জিত রিংটোনের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। অনুরূপভাবে ঘন্টার আওয়াজ, হর্ণের আওয়াজ, গাড়ির আওয়াজ, পাখির আওয়াজ বা এধরনের স্বাভাবিক কোনো আওয়াজ যাকে গান-বাদ্য বা মিউজিক বলা যায় না বা বিশ্রি কিংবা শ্রুতিকটু কোনো আওয়াজ নয়, তাকে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

মোবাইল ফোনের রিংটোনে পাখির আওয়াজ

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের রিংটোনে চড়ুই পাখি অথবা কোনো প্রাণীর আওয়াজ থাকলে, তা কি মিউজিকের অন্তর্ভূক্ত হবে?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ চড়ুই পাখি অথবা কোনো প্রাণীর আওয়াজ মিউজিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ জাতীয় আওয়াজ মোবাইল ফোনের রিংটোনে সেট করা জায়িয।

تنبيه– عرف القهستاني الغناء بانه ترديد الصوت بالالحان فى الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لها (شامی زکریا۹/۵۰۳)

মোবাইল ফোনের এলার্মে আযান সেট করা

প্রশ্নঃ প্রত্যুষে নামাজ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়ার জন্য মোবাইল ফোনের এলার্মে আযান সেট করা– যাতে জাগ্রত হয়েই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাম শুনতে পায়– শরিয়তে এর হুকুম কী?

উত্তরঃ নামাজ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে এলার্ম সেট করা তাযকির (স্মরণ করানো) এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাযকির এর স্থলে আযান ইত্যাদির শব্দ সেট করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি মোবাইল ফোনের সাধারণ রিংটোন হিসেবে আযানের শব্দাবলী সেট করা হয়, তাহলে আযান উপযুক্ত স্থানে ব্যবহৃত না হওয়ায় বেআদবি হিসেবে গণ্য হবে। ঘড়ির ব্যাপারেও একই হুকুম।

ثم التثويب فى كل بلدة على ما يتعارفونه اما بالتنحنح او بقوله الصلاة الصلاة او قامت قامت لانه الاعلام والاعلام انما يحصل بما يتعارفونه (بدائع الصنائع–۱/۳٦۸)

মোবাইল ফোনের রিংটোনে মিউজিক বা গান বাজনা সেট করা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক বা গানের কলি ইত্যাদি সেট করার হুকুম কী?

উত্তরঃ আজকাল অনেকেই তাদের মোবাইল ফোন টোন হিসেবে মিউজিক ব্যবহার করছেন। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। প্রথমত মিউজিক বা বাদ্য-বাজনা শোনা গুনাহ। আর গানের সঙ্গে তো কবিরা গুনাহ। তাই যে কোনো ধরনের বাদ্য বাজনা, মিউজিক, গানের কলি বা অংশ বিশেষ মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা গুনাহ। মিউজিক বা গান রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করলে নিজে শোনার

https://t.me/islaMic_fdf

গুনাহ তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার হচ্ছে, তার আশপাশের লোকদেরকে গান-বাজনা শুনানোর গুনাহও হয়।

এছাড়া এমন রিংটোন মসজিদে বেজে উঠলে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। মসজিদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো পার্থিব কাজ করা জায়েজ নয়। বিশেষত গুনাহের কাজতো আরো জায়েজ নয়। অথচ যখন মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসেবে মিউজিক বাজতে শুরু করে, তখন এতে কতো বড় গুনাহ হচ্ছে। ওপরন্তু এর কারণে অন্য নামাযিদের নামাজ আদায় করতে সমস্যা হয়। মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তির তিলাওয়াতের কারণে কারো নামাজ পড়তে সমস্যা হয়, তাহলে তাকে মসজিদের ভেতর মৃদুশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ রয়েছে। এমতবস্থায় মিউজিকের মাধ্যমে কারো নামাজে সমস্যা সৃষ্টি করা অথবা তার কারণ হওয়া কতো বড় গুনাহের কাজ। এজন্যে মোবাইল ফোনে সাধারণ কোনো রিংটোন ব্যবহার করা উচিত। তাই রিংটোন হিসেবে এর ব্যবহার নিতান্তই মন্দকাজ ও গুনাহ।

হাদিস শরিফে গান-বাজনা ও মিউজিক শোনা সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ঘোষণা এসেছে–

عن انس وعائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان فى الدنيا والاخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة (ابن مردويه–والبزار عن انس ونعيم عن عائشة– الترغيب والترهيب–٤/١٨٤)

হযরত আনাস ও আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দু'টি শব্দ এমন, যা দুনিয়া-আখেরাত সবখানেই অভিশপ্ত। একটি হলো, আনন্দের সময় বাঁশি বাজানো। আর অপরটি হলো, বিপদের সময় বিলাপ করা। (বাযযার ও ইবনে মারদুইয়া, তারগিব তারহিব-৪/১৮৪)

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر (نيل الاوطار، باب ما جاء فى الة اللهو–٨/١٧٩)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গান-বাদ্য শোনা গুনাহ। গানের আসরে বসা

https://t.me/islaMic_fdf

ফিসকি (পাপকাজ) আর গানের মাধ্যমে মনের স্বাদ আস্বাদন করা কুফরি। (নাইলুল আওতার-৮/১৭৯)

عن على ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربة الدف والطبل والصوت بالزمارة– كذا فى نيل الأوطار

হযরত আলি রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঢোল পেটানো, সেঁতারার তাল উঠানো ও বাঁশি বাজাতে নিষেধ করেছেন। (কানযুল উম্মাল, নাইলুল আওতার)

কেউ কেউ আবার মোবাইল ফোন কোম্পানি, কম্পিউটার বা অন্য মোবাইল ফোন থেকে পছন্দনিয় গান, মিউজিক ইত্যাদি নিজের মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করে এটিকে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করে খুবই আনন্দ বোধ করে। তাদের ভাবসাব দেখলে মনে হয় যেন তারা বিরাট এক কাজ করে ফেলেছে। এ কাজটি যে অন্যায় ও শরিয়ত বিরোধী এ অনুভূতিটুকুও তাদের নেই। শরিয়ত বিরোধী এ অন্যায় কাজের প্রতি যদি সামান্য চিন্তা করতো, তাহলে এহেন গর্হিত কাজ করতে কখনো সাহস পেতো না। তাই গান বা মিউজিক ছাড়া অন্য যে কোনো শব্দ রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে রিংটোন হিসেবে গানের কলি, গানের টোন, মিউজিক ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

استماع ضرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام (شامى زكريا–٩/٥٦٦)

(সুরা লোকমান-৬, বুখারি-২/৮৩৭, ফাতহুল কাদির-৬/৪৮২, সুনানে ইবনে মাযা-৩০০, তিরমিযি-১/২৪১, আততারগিব ওয়াত তারহিব-৪/১৮৪, শামি-৯/৫৬৬, আল-গিনা ফিল ইসলাম-৮৭)

আযান, যিকির বা তিলাওয়াত রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্নঃ কিছু কিছু মোবাইল ফোনে ইচ্ছামত রিংটোন ডাউনলোড করা যায়। এ ক্ষেত্রে অনেকে রিংটোন হিসেবে ঘণ্টা, মিউজিক ইত্যাদির পরিবর্তে কুরআনের তিলাওয়াত, আযান, যিকির বা নাত ইত্যাদি রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পছন্দ করে। জানতে চাই শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের রিংটোন ব্যবহার করা কেমন?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ রিংটোনের উদ্দেশ্য হলো, কোনো ব্যক্তি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী, একথা অবগত করানো। এটা যেন দরজায় করাঘাত করার মতোই। অবগতি মূলক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসেবে কুরআনের তিলাওয়াত, আযান, যিকির বা না'তে রাসুল ইত্যাদি ডাউনলোড করা জায়িয নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যেমন মহান ও সকল সম্মানের আধার, তেমনি কুরআনের তিলাওয়াত, তাসবিহ ও যিকির সব কিছুই অতীব মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। আযান আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, বড়ত্ব এবং রাসুল সা. এর রিসালাতের সাক্ষ্য ও তাসবিহ সম্বলিত কিছু বাক্যের সমষ্টি, যা শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক তথা শি'আর। এগুলোর ব্যবহার একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করার উদ্দেশ্যে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী হতে হবে। তবেই কেবল এর মর্যাদা রক্ষা হবে। কারণ, শরিয়তে এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্র সুনির্ধারিত।

সুতরাং মোবাইল ফোনে কল এসেছে এটি বুঝানোর জন্য রিংটোন হিসেবে এগুলোর প্রয়োগ অপব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মোবাইল ফোনে কল এসেছে এই খবর দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম ওহি, যিকির ও তাসবিহ অথবা আল্লাহ ও রাসুলের নাম সম্বলিত হামদ-না'ত ইত্যাদির ব্যবহার যে অপাত্রে হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে পূত-পবিত্র শব্দগুলোর অসম্মান করা হচ্ছে।

ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্যে বিক্রেতার জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ বলা, তদ্রুপ প্রহরী জাগ্রত আছে একথা বুঝানোর জন্যে উচ্চস্বরে যিকির করাকে ফিকাহবিদগণ অপব্যবহার হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং মাকরূহে তাহরিমি বলেছেন। তাহলে মোবাইল ফোনে কল এসেছে এ খবর দেয়ার জন্যে এগুলোর ব্যবহার যে নিষিদ্ধ হবে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ওপরন্তু রিংটোন হিসেবে এগুলোর ব্যবহারে আরো কিছু শরয়ি খারাবি রয়েছে। যেমন–

ক) রিং আসলে কুরআনের তিলাওয়াত বেজে উঠে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যস্ততার দরুন তিলাওয়াতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার সুযোগ হয় না। তদ্রুপ কে রিং করেছে তা দেখা ও কল রিসিভ করার ব্যস্ততা তো লেগেই থাকে। এ কারণেও তিলাওয়াতের আদব রক্ষা করে শ্রবণ করা হয় না। অথচ আদব

https://t.me/islaMic_fdf

হলো, কুরআন তিলাওয়াত চলতে থাকলে কাজ বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করা।

খ) কল আসলে রিসিভ করাই যেহেতু মূল উদ্দেশ্য। তাই আয়াতের কোন স্থানে তিলাওয়াত চলছে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রিসিভ করে ফেলে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারিত অংশের বিবেচনায় আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। আর পবিত্র কুরআনের অর্থ বিকৃতি যে কত বড় গুনাহের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ) অনেক সময় মোবাইল ফোন নিয়ে টয়লেটে কিংবা বাথরুমে প্রবেশের পর রিং আসলে অপবিত্র স্থানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম, যিকির, আযান ইত্যাদি বেজে উঠে। এতে এগুলোর পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়। অপর দিকে এগুলোর অসম্মান ও বেহুরমতি হয়।

মোটকথা অনেক কারণেই তিলাওয়াত, আযান ও যিকির ইত্যাদি রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সর্বদা মোবাইল ফোনে সরাসরি রিংটোন ব্যবহার করা উচিত।

ويكره ان يقرأ فى الحمام لانه موضع النجاسات ولايقرأ فى بيت الخلاء كذا فى فتاوى قاضى خان-(هنديه-٣١٢/٥)

وكذا قولهم يكره اذا قرأ القران فى معرض كلام الناس كما اذا اجتمعوا فقرأ "جمعناهم جمعا" وله نظائر كثيرة فى الفاظ التكفير كلها ترجع الى قصد الاستخفاف به قال قاضى خان الفقاعى اذا قال عند فتح الفقاع للمشترى صل على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يكون أثما (الاشباه والنظائر-٥٣، امداد الفتاوى-٢٤٩/٤)

(আততিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন-ইমাম নববি র.-৪৬, হক্কুততিলাওয়া-হুসাইনি শায়খ উসমান-৪০১, আলাতে জাদিদা-মুফতি মুহাম্মাদ শফি র., ফাতাওয়া শামি-১/৫১৮)

বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে গানের রিংটোন বাজানো

প্রশ্নঃ বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে মোবাইল ফোনের গানের রিংটোন বাজানোর হুকুম কী?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ আমরা অসতর্কতা বা বেখেয়ালির দরুন বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে মোবাইল ফোনের গানের রিংটোন বাজিয়ে থাকি, যা নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ। যে গান-বাজনা হৃদয়কে করে দেয় গাফেল, মনকে করে দেয় শক্ত, অন্তর থেকে লোপ করে দেয় খোদার ভয়। সে গান-বাজনা স্বেচ্ছায় নিজেদের কলিজার টুকরা সন্তানের কান্না থামানোর জন্যে ব্যবহার করছি। আমরা কি একটি বারও খেয়াল করে দেখেছি যে, এই গান-বাদ্য শোনানোর দ্বারা কোমলমতি বাচ্চাদের অন্তরে আমরা পাপ-প্রবণতার বীজ বপন করছি? যা শিশুর কোমল হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে। অথচ ক্ষণিকের কান্না থামানোর জন্যে গানের রিংটোন ব্যবহার না করে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব ছিলো। মোবাইল ফোনে পশু-পাখির যে কাকলী থাকে তা শোনানো বা রেকর্ড সিস্টেম মোবাইল ফোন থেকে হামদ-না'ত ইত্যাদি শোনানো যেতো।

যারা মনে করেন, বাচ্চাদের তো শরিয়তের বিধি-নিষেধ পালন করা জরুরি নয়। অথচ তারা জানে না যে, শরিয়তের হুকুম আহকাম বাচ্চাদের জন্য পালন করা জরুরি না হলেও বড়দের জন্য এটা জায়িয নেই যে, তারা বাচ্চাদের দ্বারা শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ করাবেন। যেমন ফিকাহবিদগণ ফিকহের কিতাবে লিখেছেন, বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি ছোটদেরকে পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে পেশাব করায়, তাহলে এর দ্বারা বাচ্চাদের কোনো গুনাহ হবে না ঠিকই, কিন্তু বয়স্করা অবশ্যই গুনাহগার হবেন। এমনিভাবে বাচ্চাদেরকে গানের বাজনা শোনানোর একই হুকুম। যিনি গানের বাজনা শোনাবেন, তিনি গুনাহগার হবেন।

আসলে আমাদের মাঝে এখন আর পাপবোধ নেই। পাপের ভয়াবহ পরিণতির উপলব্ধি আজ হারিয়ে গেছে। যার ফলে কখনো এই চিন্তাটুকুও আসে না যে, আমরা যা করছি তাতে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো পাপ আছে কিনা? তাতে আল্লাহ পাক নারাজ হবেন কিনা? মুসলমান হিসেবে এই কাজটি আমাদের জন্যে শোভনীয় কিনা? ইত্যাদি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে পাপ ও পাপের ভয়াবহ পরিণতি এবং কঠিন শাস্তির কথা চিন্তা করে যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

https://t.me/islaMic_fdf

ওয়েলকাম টিউন হিসেবে কুরআন তিলাওয়াত বা আযান ব্যবহার করা

প্রশ্নঃ গানের ব্যবহার যেহেতু নাজায়িয ও গুনাহের কাজ, তাই অনেকেই এক্ষেত্রে কুরআনের তিলাওয়াত, আযান বা যিকির ইত্যাদি ওয়েলকাম টিউন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কারণ, এতে ধারণা করা হয় গুনাহ তো হবেই না, বরং আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি কিছু সময় হলেও কুরআনের তিলাওয়াত, আযান বা যিকির শোনবে। এতে শ্রোতাকে সওয়াবের বিষয় শোনানো হচ্ছে। এ দৃষ্টিতে একে অনেকেই ভালো মনে করে। জানতে চাই ওয়েলকাম টিউন হিসেবে কুরআনের তিলাওয়াত, আযান বা যিকির ব্যবহারের শরয়ি বিধান কী?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে প্রশ্নোক্ত উদ্দেশ্যটি ভালো। রিংটোন হিসেবে মিউজিক বা গান না শুনিয়ে, সেস্থানে কুরআনের তিলাওয়াত, আযান বা যিকির ইত্যাদি শোনানোর ব্যবস্থা করা অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এটি ভালো মনে হলেও এক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহারে একাধিক খারাপ দিক রয়েছে। যার একটিই এথেকে বিরত থাকার জন্যে যথেষ্ট। যেমন–

ক) ওয়েলকাম টিউন হিসেবে এর ব্যবহার হয়, যার কাছে কল করা হয়েছে তার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা এটি বুঝার জন্য। তাই কাঙ্ক্ষিত নম্বরে সংযোগ স্থাপনের পর ফোনকারী তিলাওয়াত, আযান বা যিকির শ্রবণ করতে থাকে। অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত ফোনটিতে সংযোগ পেয়েছে রিং হচ্ছে। এটা দরজায় করাঘাত (খটখট শব্দ) করার মতো। এই অবগতিমূলক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে কুরআনের তিলাওয়াত, আযানের ধ্বনি বা আল্লাহর যিকির জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নেই।

আর কুরআনে কারিম আল্লাহ পাকের কালাম। আল্লাহ পাকের কালামকে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই পড়া ও শোনার বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের কালামকে ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কুরআনে কারিমের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। এতে কুরআনের পূত-পবিত্র শব্দসমূহের অবমাননা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে

https://t.me/islaMic_fdf

ফকিহগণ অনুরূপ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকির জাতীয় শব্দের ব্যবহার নাজায়িয বলেছেন।

সুতরাং কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত, আযান বা যিকির, আল্লাহ ও রাসুলের নাম সম্বলিত হামদ-না'ত ইত্যাদি ওয়েলকাম টিউন হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ, এতে আল্লাহর মহান কালাম অপাত্রে ব্যবহার করা হয়। আযান –যা শরিয়তের একটি মহান নিদর্শন ও যিকির– একে এই কাজে ব্যবহার করা কি সমীচীন?

খ) কাঙ্ক্ষিত নম্বরে কল করার পর রিংটোন হিসেবে কলকারী কুরআনের তিলাওয়াত, আযান বা যিকির শুনতে থাকে, কিন্তু যার নম্বরে ফোন করা হয়েছে, সে তো তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছে না। বিধায় সে তিলাওয়াতের কোনো শব্দের মাঝে কিংবা এমন স্থানে রিসিভ করে ফেলে যখন থেমে গেলে আয়াতের অর্থই বদলে যায়। তদ্রুপ আযানের ক্ষেত্রে কেউ যদি, 'লা ইলাহা' পর্যন্ত উচ্চারিত হওয়ার পর ফোন রিসিভ করে ফেলে, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় 'কোনো মাবুদ নেই'। ফলে অর্থের বিকৃতি ঘটে। এই সমস্যার কারণেও এস্থানে এগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

গ) এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে থেকে ফোনে কথা বলার সময় কানে তিলাওয়াতের ধ্বনি আসলেও তা মনোযোগ সহকারে শোনা হয় না। ফলে তিলাওয়াত শোনার হক আদায় হয় না। তাই ওয়েলকাম টিউন হিসেবে কুরআন তিলাওয়াত, আযান, যিকির, আল্লাহ ও রাসুলের নাম সম্বলিত হামদ-না'ত ব্যবহার করা যাবে না। এর জন্য স্বাভাবিক রিংটোন ব্যবহার করাই উচিত।

يجب على القارى احترامه بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون اهل الاشتغال دفعا للحرج (رد المحتار–١/٥٤٦)

المعروف عند اهل العلم انه لا ينبغى اتخاذ القران بدلا من الكلام بل الكلام له شان والقران له شان واقل احواله الكراهة (فتاوى اسلامية–٤/٣٨)

(আলাতে জাদিদাহ কি শরয়ি আহকাম-১৭১, আলমগিরি-৫/৩১৫, আলমুগনি-৪/৪৮২)

https://t.me/islaMic_fdf

ওয়েলকাম টিউন হিসেবে গানের ব্যবহার

প্রশ্নঃ কারো মোবাইল ফোনে কল করার পর তার মোবাইল ফোনে রিং হচ্ছে কিনা এটা বুঝানোর জন্য যে টোন বা শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়েলকাম টিউন বলে। শরিফ তার মোবাইল ফোনে গান ডাউনলোড করে রেখেছে। এতে প্রতি মাসে তার ২০/৩০ টাকা খরচ হয়। এখন আরিফ শরিফের মোবাইল ফোনে কল করলে সে রিংটোনের পরিবর্তে ঐ গান শুনতে পায়। এমতাবস্থায় শরিফের সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রেখে আরিফের জন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়া জায়িয হবে কি? শরিফের মোবাইল ফোনে এমনভাবে গান বা মিউজিক সেট করে রাখা জায়িয হবে কি যার কারণে অন্য লোক গুনাহে লিপ্ত হবে?

উত্তরঃ ওয়েলকাম টিউনে গান বা মিউজিক সেট করলে এই নম্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী সকলকে বাধ্য হয়ে গান বা মিউজিক শুনতে হবে। এতে নিজে তো গুনাহগার হবেই, অন্যকে গান শোনানো তথা গুনাহের কাজে বাধ্য করার গুনাহও হবে। ওপরন্তু এটি শুধু গুনাহই নয়, বরং গুনাহের প্রচার-প্রসারও বটে। তবে যদি কারো এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়, যার মোবাইল ফোনে ওয়েলকাম টিউনে গান সেট করে রেখেছে, ফলে সংযোগ স্থাপনকারী অনিচ্ছাকৃতভাবে অপারগতাবশত গানের আওয়াজ শুনে ফেলে, তাহলে সে গুনাহগার হবে না।

এরূপ পরিস্থিতিতে এ কাজটি করা যেতে পারে যে, ডায়াল করার পর গানের আওয়াজ কানে আসলে কান থেকে মোবাইল ফোন সরিয়ে সামনে নিয়ে আসবে এবং যখনই বুঝা যাবে যে, রিসিভ করা হয়েছে, তখনই পুনরায় মোবাইল ফোন কানের কাছে নিয়ে যাবে। এ কাজটি অবশ্য ঐসব মোবাইল ফোন সেট দিয়েই সম্ভব যেগুলোর স্ক্রিনে রিসিভ করার পর সময় প্রদর্শিত হয়।

عن ابی امامة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الله عزوجل بعثنی رحمة وهدی للعلمین– امرنی ان امحق المزامیر والکفائت یعنی البرابط والمعازف والاوثان التی کانت تعبد فی الجاهلیة (مسند احمد بن حنبل–٥/٢٥٧)

(সুরা লোকমান-৬, বুখারি-২/৮৩৭, ফাতহুল কাদির-৬/৪৮২)

https://t.me/islaMic_fdf

ফোন ব্যবসা

মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী কল-মিনিটের হিসাব কখন থেকে গুনবে?

প্রশ্নঃ সিটিসেল ব্যবসায়ীরা ডায়ালের পর থেকেই মিনিট গণনা শুরু করে। অথচ অপর প্রান্ত থেকে কল রিসিভ না করা পর্যন্ত কোম্পানি কোনো টাকা কাটে না। দোকানীরা এই বাড়তি সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ এই অগ্রীম সময়েরও বিল রাখে। এখন জানতে চাই, এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীর জন্য কলের শুরু থেকে রিসিভের আগের সময়ের বিল নেওয়া জায়িয হবে কিনা? এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তরঃ গ্রাহকের সঙ্গে চুক্তি হলো; রিসিভের পর থেকে যত মিনিটের কথা হবে তত মিনিটের বিল নিবে। সুতরাং গ্রাহক থেকে কল রিসিভ হওয়ার আগের সময়ের বিল নেওয়া জায়িয হবে না। এ জন্য সিটিসেল মোবাইল ফোন দিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা করতে চাইলে হয়ত মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নিজেই সংযোগ করে দেবেন। অপর প্রান্তে রিসিভ করার পর গ্রাহকের হাতে মোবাইল ফোন হস্তান্তর করার সময় তিনি দেখে নিবেন কত সেকেন্ড পর রিসিভ হয়েছে। সে অনুপাতে সেকেন্ড ও মিনিটের হিসাব করে গ্রাহক থেকে টাকা রাখবেন। মিনিটের হিসাব ভুল দিয়ে টাকা রাখা সম্পূর্ণ নাজায়িয হবে। অথবা পৃথক মিনিট মাইন্ডার রাখতে হবে, যা দ্বারা রিসিভ করার সময় থেকে মিনিটের হিসাব করা হবে। এ ছাড়া কল ডিউরেশন অপশন থেকেও শেষ কলের সময় জেনে নেওয়া যেতে পারে। আর এখন সিটিসেল অপারেটরের পক্ষ থেকেই কল শেষে কলের মোট সময় সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। তাই সে অনুপাতেও বিল নেওয়া সহজ।

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা হয় তা বৈধ। (সুরা নিসা-২৯).

https://t.me/islaMic_fdf

পরবর্তী মিনিটের ১-২ সেকেন্ড হলেও পুরো মিনিটের বিল নেওয়া

প্রশ্নঃ সাধারণত ফোন দোকানীরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মিনিট শুরু হলেই, এমনকি সেকেন্ড পরিমাণ কথা হলেও পরবর্তী পুরো মিনিটের বিল করে। মোবাইল ফোন কম্পানি থেকে পাল্স সুবিধা থাকলেও তার হিসাব করে না। এটা জায়িয কিনা? এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তরঃ ফোন ব্যবসায়ীর জন্য কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত পাল্স সুবিধা গ্রাহকদের দেওয়া জরুরি নয়। বরং পাল্স হিসাব না করতে চাইলে গ্রাহককে পূর্ব থেকেই অবহিত করবে যে, এখানে পরবর্তী মিনিটের এক সেকেন্ড হলেও পুরো মিনিটের বিল নেওয়া হয়। প্রয়োজনে গ্রাহকের দৃষ্টিতে পড়ে এভাবে দোকানের কোথাও লিখে রাখা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে পরামর্শ হলো, পরবর্তী মিনিটের বিল না নিয়ে আধা মিনিটের বিল নেয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাবের ওপর আমল করা উভয় পক্ষের জন্য ভালো।

ভুল নম্বরে ডায়াল হলে এ বিল কার জিম্মায়

প্রশ্নঃ কল করার পর ভুল নম্বরে চলে গেলে এ বিল কে দিবে? গ্রাহক কি এ বিল দিতে বাধ্য?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে যে নম্বরে রিং করা হয়েছে সে নম্বরেই যাবে। সঠিক নম্বরে রিং করার পরও ভুল নম্বরে যাওয়ার অবকাশ নেই। তাই ভুল নম্বরে চলে গেলে বুঝতে হবে নিশ্চয় ভুল নম্বরে রিং করা হয়েছে। এখন দেখতে হবে এ ভুল কার? দোকানী ভুলে একটির পরিবর্তে অন্যটি টিপেছে, নাকি গ্রাহক নম্বর দিতে ভুল করেছে? না গ্রাহক নিজেই ভুল নম্বর টিপেছে। গ্রাহকের ভুল হলেই কেবল এর ক্ষতিপূরণ তার ওপর আসবে। আর দোকানীর ভুল হলে সেই ভুলের ক্ষতি তারই। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক থেকে কিছুই নেওয়া যাবে না।

কল রিসিভের জন্য বিনিময় নেয়া

প্রশ্নঃ গ্রামেগঞ্জে এখনও অনেকের হাতে মোবাইল ফোন নেই। থাকলেও টিএন্ডটি ইনকামিং নেই। তাই বিদেশ থেকে বা অন্য কোথাও থেকে ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোনে কল আসলে তার কিছু খরচ না হলেও সে গ্রাহক থেকে কিছু টাকা নিয়ে থাকে। এ টাকা নেয়া কি জায়িয আছে?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ দোকানীর কিছুই খরচ না হলেও তার সেট ও লাইন ব্যবহার হচ্ছে। তার সময় ব্যয় হচ্ছে। তাই সে এর ন্যায্য বিনিময় নিতেই পারে। এ বাবদ বিনিময় নেয়া তার জন্য জায়িয। কারণ দোকানী এ সেবা ফ্রি দিতে বাধ্য নয়। তবে অযৌক্তিক অতিরিক্ত বিল নেওয়া ঠিক নয়। দোকানী যদি ফ্রি সেবা দেয় তবে তা ভিন্ন কথা।

ভুল নম্বরে ফ্লেক্সি হলে টাকা কে দিবে?

ফ্লেক্সি লোডে ভুল হলে কোনো সময় অন্যের মোবাইল ফোনে টাকা চলে যায়। এ ক্ষেত্রে এর ক্ষতিপূরণ কে দিবে? রিচার্জকারী কি ঐ ব্যক্তি থেকে টাকা চাইতে পারবে? অনেক দোকানীকে এ টাকা জোরপূর্বক ফ্লেক্সি করতে আসা গ্রাহক থেকে আদায় করতে দেখা যায়। এটা জায়িয কিনা? আর যার মোবাইল ফোনে টাকা চলে গেছে তার করণীয় কী?

উত্তরঃ যে নম্বরে ফ্লেক্সি করা হবে সে নম্বরেই টাকা জমা হবে। ভুল নম্বরে টাকা চলে গেলে দেখতে হবে ভুল কার থেকে হয়েছে। সাধারণত ফ্লেক্সিকারী গ্রাহকের নম্বর ভিন্ন খাতায় প্রথমে নোট করে। সেটা কখনো দোকানী নিজে লিখে, কখনো গ্রাহক লিখে। দোকানী লিখলে গ্রাহকের জন্য ঐ লিখা মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য। এরপর খাতায় নোটকৃত নম্বরে ফ্লেক্সি না করে ভুলে অন্য নম্বরে করলে এর ক্ষতি দোকানী নিজেরই। এ বাবদ গ্রাহক থেকে কিছুই নিতে পারবে না। হাঁ, গ্রাহক যদি সেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দিতে চায় তবে তা নিতে বাধা নেই। আর খাতায় যা নোট করা হয়েছে দোকানী যদি সে নম্বরেই ফ্লেক্সি করে থাকে, তবে এ ভুলের ক্ষতিপূরণ গ্রাহককে দিতে হবে। অবশ্য গ্রাহক সঠিক নম্বর দেওয়া সত্বেও দোকানী খাতায় ভুল নম্বর নোট করেছে এ কথা প্রমাণিত হলে এ ভুলের দায়দায়িত্ব দোকানীর, গ্রাহকের নয়। আর যার মোবাইল ফোনে টাকা চলে গেছে, তার উচিত হলো, ঐ টাকা ফেরত পাঠিয়ে দেয়া। আর তা না হলে কোম্পানির মাধ্যমে তার মোবাইল ফোন থেকে উক্ত টাকা উসুল করে নেয়া।

ومنها لو ابتلت دجاجة لؤلؤة ينظر الى اكثرها قيمة فيضمن صاحب الاكثر قمة الاقل (الاشباه والنظائر–٢٤٤)

https://t.me/islaMic_fdf

অজ্ঞাত নম্বর থেকে ভুলে মোবাইল ফোনে টাকা এসে গেলে

প্রশ্নঃ অনেক সময় অন্যের ভুলে ফ্লেক্সির মাধ্যমে মোবাইল ফোনে টাকা চলে আসে। এ টাকা খরচ করা জায়িয হবে কিনা? শরিয়তের হুকুম কী? মালিক তো জানা নেই, যার মোবাইল ফোনে টাকা এসেছে তার করণীয় কী?

উত্তরঃ যদি কোনো সময় অজানা নম্বর থেকে মোবাইল ফোনে টাকা চলে আসে। তাহলে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে, তার কোনো পরিচিত মানুষ তার মোবাইল ফোনে টাকা পাঠিয়েছে কিনা, বা কোম্পানির বোনাস কিনা? যদি তা না হয়, তাহলে যে নম্বর থেকে টাকা এসেছে সে নম্বরে ব্যালেন্স ট্রান্সফার করা অত্যাবশ্যক। অবশ্য ট্রান্সফারে যে টাকা খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকি টাকা পাঠালেই চলবে। আর যদি ট্রান্সফার করার জন্য কোনো নম্বরই না থকে যেমন-Flexi Lood বা I. TOP-UP এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তখন কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে। যদি যোগাযোগ করে দিয়ে দেয়া যায় বা কোনোভাবে মূল মালিক পর্যন্ত পোঁছানো সম্ভব হয় তবে ঝামেলা মুক্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে নম্বর থেকে ভুলে টাকা এসেছে, সে নম্বর থেকে কল করে থাকে। সে ক্ষেত্রে তো মূল মালিকের সন্ধান মিলেই গেলো। কিন্তু প্রেরকের সন্ধান যদি না পাওয়া যায়, তবে প্রাপক যে অপারেটরের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সেই অপরেটরের সাহায্যে মূল মালিকের নম্বর এভাবে সহজেই জানা যায় যে, ফ্লেক্সিলোড মেসেজের শেষে প্রেরকের আইডি নম্বর লিখা থাকে। মোবাইল ফোন অপরেটর থেকে ঐ আইডি নম্বরের ঠিকানা এবং মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করা যাবে। অবশ্য এ অনুসন্ধানে যা খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকী টাকা পাঠালেই চলবে। আর যদি একেবারে নিশ্চিত হয় যে, উক্ত টাকা তার প্রাপ্য মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব নয়, তখন ঐ পরিমাণ টাকা উক্ত ব্যক্তির নামে সদকা করে দেবে। পরে যদি কোনো দিন টাকার মালিক পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে টাকা দান করার কথা বলবে। সে মেনে নিলে ভালো। না হয় তাকে সে পরিমাণ টাকা ফেরত দিতে হবে।

ان لم يجئ صاحبها فله ان يتصدق بها على الفقراء ايضا لا للمحق الى المستحق وهو واجب بقدر الامكان (البحر الرائق–٥/٢٥٧)

https://t.me/islaMic_fdf

(ফাতাওয়া তাতারখানিয়া-৫/৫৮৫, বাদায়েউস সানায়ে-৫/২৯৮, বাহরুর রায়েক-৫/১৫২,২৫৭)

ভুল ফ্লেক্সিকারীর ছাড় গ্রহণ করা

প্রশ্নঃ ভুলক্রমে কারো নম্বরে ফ্লেক্সি এসে গেলে ফ্লেক্সিকারী তাকে কিছু ছাড় দিয়ে বাকী টাকা পাঠাতে বলে। এখন প্রশ্ন হলো দোকানীর এ ছাড় গ্রহণ করা জায়িয হবে কিনা?

উত্তরঃ দোকানী যদি আন্তরিক ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে এ ছাড় দিয়ে থাকে তাহলে তা নেয়া জায়িয হবে। কিন্তু দোকানীর যদি এ আশংকা থাকে যে, ছাড় না দিলে বাকী টাকা পাঠানো হবে না, তাহলে তা গ্রহণ করা জায়িয হবে না। তাই সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে কিনা তা যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। (বাহরুর রায়েক-৩/১৫৪, দুররুল মুখতার-৪/২৮০)

নির্ধারিত কলরেট থেকে বেশি টাকা কেটে নেয়া

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায় মোবাইল ফোন কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত নির্ধারিত বিল বা কলরেটের চেয়ে বেশি টাকা ব্যালেন্স থেকে কেটে নেয়, এরূপ করাটা জায়িয হবে কি? এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তরঃ প্রতিশ্রুত বিলের বা কলরেটের বেশি টাকা কেটে নেয়া জায়িয হবে না। এ ধরনের গোলযোগের জন্য মোবাইল ফোন সেবা প্রদান কারী সংশ্লিষ্ট কোম্পানিই দায়ী। আপনার করণীয় হলো এমনটি হলে কাষ্টমার কেয়ারে অভিযোগ করে আপনার হক বুঝে নেয়া। আর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ ভুল জানতে পারলে তা শোধরে নেয়া জরুরি। যদি তারা শোধরে না নেয়, অর্থাৎ প্রাপকের প্রাপ্য আদায় না করে, তাহলে তারা গুনাহগার হবে।

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।' (সুরা নিসা-২৯, এলাউস সুনান-১৬/৩৩৩, হিদায়া-৩/৩৫৬)

https://t.me/islaMic_fdf

স্ক্র্যাচকার্ডের নির্ধরিত মূল্য থেকে কম/বেশীতে বেচা-কেনা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোন কার্ড নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম/বেশীতে বেচা-কেনা করা জায়িয আছে কিনা? যেমন-৫০ টাকার কার্ড ৫২/৫৫ টাকায় কিনতে হয়। আবার কোনো কোনো দোকানে ২/১ টাকা কমও রাখে। এখন প্রশ্ন হলো ৫০ টাকার পরিবর্তে কম-বেশি করে লেনদেন করা জায়িয হবে কিনা? বা সুদ হিসেবে গণ্য হবে কিনা?

উত্তরঃ ৫০ টাকার মোবাইল ফোন কার্ড ৫২/৫৫ টাকায় বা ১/২ টাকা কমে বেচা-কেনা করলে এতে সুদ হবে না। কারণ, এটি একটি পণ্য। ৫০ টাকার কার্ডটি মূলতঃ টাকা নয়, বরং ৫০ টাকা মূল্যমানের টেলিযোগাযোগ সুবিধা তথা আউটগোয়িং সেবার প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য সেবার মতো এটিও বিক্রয়যোগ্য সেবা।

সুতরাং কার্ডের ওপর লেখা দাম যেহেতু টাকা নয়, তাই কম-বেশিতে বিক্রি করা সুদ হবে না। ৫০ টাকার কার্ড কম-বেশিতে ক্রয়-বিক্রয়কে সুদ মনে করা ভুল। কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করা নিয়ম। কম-বেশি করা ঠিক নয়। যথাযথ কারণ ছাড়া কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে অধিক দামে বিক্রি করা অন্যায়। কারণ, এতে বাজারের স্বাভাবিকতা বাঁধাগ্রস্ত হয়। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-১/৪০০, ফাতহুল কাদির-৬/১৫৯)

ফ্লেক্সিলোড ব্যবসা ও গ্রাহক থেকে ফ্লেক্সিকৃত অর্থের বেশি গ্রহণ করা

প্রশ্নঃ অধিকাংশ দোকানে যত টাকার ফ্লেক্সি করা হয়- তত টাকাই নেয়। কিন্তু কোনো কোনো দোকানে গ্রাহক থেকে ২/৪ টাকা বেশি নেয়। এটা জায়িয কিনা? অতিরিক্ত নেয়াটা সুদ হবে কিনা? এছাড়া দোকানীকে কোম্পানি ফ্লেক্সির ওপর ১০% কমিশন দিয়ে থাকে। যেমন ৯,০০০ টাকা ফ্লেক্সি বাবদ জমা দিলে তার নামে ১০,০০০ টাকার ফ্লেক্সি সুবিধা দেয়া হয়। এটাকেও .কেউ কেউ ৯,০০০ টাকার পরিবর্তে ১০,০০০ টাকার লেনদেন মনে করে। এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তরঃ ফ্লেক্সিলোডে যত টাকার ফ্লেক্সি করা হচ্ছে এর চেয়ে কম-বেশিতে লেনদেন করার হুকুম কার্ডের মতোই। এতেও সুদ হবে না। নির্ধারিত

https://t.me/islaMic_fdf

অংকের ফ্লেক্সি অর্থাৎ ঐ পরিমাণ টেলিযোগাযোগ আউটগোয়িং সেবা, যা বিক্রয় যোগ্য। তাই এটা নির্ধারিত মূল্যের বেশিতে লেনদেন করা সুদ হবে না। কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে লোডকারী তথা দোকানীকে যেহেতু কমিশন দেওয়া হয় এবং গ্রাহক থেকে এ বাবদ অতিরিক্ত কোনো টাকা নেওয়া কম্পানি কর্তৃক নিষিদ্ধ, তাই নির্ধারিত মূল্যের বেশি নেয়া ঠিক হবে না। একইভাবে কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্লেক্সিকারী দোকানীকে দেওয়া কমিশন তার জন্য বৈধ। এখানেও সুদের কিছু নেই। বরং এ কারবারের ব্যাখ্যা হলো ১০ হাজার টাকার সেবা কোম্পানি তার ডিলারের নিকট ৯ হাজার টাকায় বিক্রি করছে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-১/৪০০, ফাতহুল কাদির-৬/১৫৯)

মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড ও ডাটা ক্যাবল ক্রয়-বিক্রয় করা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ডে অডিও, ভিডিও এবং সকল প্রকার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। আর ডাটা ক্যাবল দ্বারা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট -এর সাহায্যে বৈধ-অবৈধ এবং অশ্লীল বস্তু মোবাইল ফোনে নেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড এবং ডাটা ক্যাবল ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ মেমোরি কার্ড এবং ডাটা ক্যাবল এ দুটি বস্তুর ব্যবহারের ক্ষেত্র নাজায়িয হওয়া সুনির্দিষ্ট নয়। বরং মেমোরি কার্ডে প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিভিন্ন ধরনের ছবি, গজল, হামদ-না'ত, কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত ইত্যাদিও সংরক্ষণ করা যায়। আর ডাটা ক্যাবলের মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে এ ধরনের জায়িয বস্তু সরবরাহ করা যেতে পারে। আবার এ দুটি বস্তুর সাহায্যে গান, ছবি ইত্যাদি নাজায়িয বিষয়ও সংরক্ষণ করা যায়। মোটকথা এ দুটি বস্তু জায়িয কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব বিধায় মৌলিকভাবে এ দু'টি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়িয নয়। কিন্তু এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাজায়িয কোনো কিছু আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের জন্য এসব বস্তুর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার-৬/৩৯১, জাওয়াহিরুল ফিকহ-২/৪৪৬)

https://t.me/islaMic_fdf

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন বেচাকেনা করা

প্রশ্নঃ আজকাল মোবাইল ফোনে ক্যামেরা, ভিডিও এবং ইন্টারনেটসহ সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। মোবাইল ফোনের এ সব সুবিধা ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখা যায়। অথচ বাজারে উল্লেখিত সিস্টেম ছাড়াও অনেক সেট পাওয়া যায়। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় এ সকল সুবিধাযুক্ত মোবাইল ফোন বেচাকেনা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ বেচাকেনার ক্ষেত্রে শরিয়তের একটি নিয়ম হলো, যে সব জিনিস সব সময় কিংবা বেশির ভাগ সময় গুনাহের কাজেই ব্যবহার করা হয় এবং যা দ্বারা গুনাহের কাজ ছাড়া অন্য কোনো ভালো বা জায়িয কাজ করা সম্ভব হয় না, তা বেচাকেনা করা হারাম ও নাজায়িয।

ইসলামি শরিয়তে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা বা অংকন করা হারাম ও নাজায়িয। কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রাণহীন বস্তু যেমন- পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা, তরুলতা, আকাশ, সমুদ্র ইত্যাদির ছবি তোলা বা অংকন করা হারাম বা নাজায়িয নয়।

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন দ্বারা যেহেতু নিষ্প্রাণ বস্তু ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্থির ছবিও তোলা যায়, এজন্য তা বেচাকেনা করা সাধারণভাবে নাজায়িয বলা যায় না। তবে অবৈধ ও নাজায়িয কোনো কাজে তা ব্যবহার করাকেই নাজয়িয বলা হবে। অর্থাৎ এর দ্বারা কোনো প্রাণীর ছবি উঠানোকেই নাজায়িয বলা হবে। তবে কেউ প্রাণীর ছবি না উঠালেও বিনা প্রয়োজনে ক্যামেরা সেট ক্রয় করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। কারণ, হাতের কাছে গুনাহের সরঞ্জামাদি থাকলে গুনাহ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, নফস কিছুক্ষণের জন্য সাধু সাজলেও সুযোগ পেলে গুনাহ করে ফেলতে পারে। যখন তখন ফিরে যেতে পারে আপন স্বভাবে। এজন্যই হযরত ইউসুফ আ. বলেছিলেন, আমি আমার নফসকে নির্দোষ মনে করি না। কারণ, নফ্স অধিক পরিমাণে খারাপ কাজের নির্দেশ প্রদানকারী। (সুরা ইউসুফ-৫৩)

তাছাড়া শয়তান তো আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। পাপকাজ করানোর জন্য সর্বদাই সে মানুষের পেছনে লেগে থাকে। তাই আজ হয়ত আপনার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনি কখনোই প্রাণীর ছবি তুলবেন না। কিন্তু

https://t.me/islaMic_fdf

ক্যামেরযুক্ত মোবাইল ফোন হাতে থাকলে শয়তান হয়ত এক সময় সুযোগ পেয়ে আপনার অন্তরে একথার কুমন্ত্রণা ঢেলে দিতে পারে যে, আরে! দু'একবার ছবি তুললে এমন কী পাপ হবে! দু'একবার গুনাহতো আল্লাহও ক্ষমা করেন!! তাছাড়া তওবার দরজা তো খোলাই আছে। তাই এখন একটু ছবি তুলে নাও। পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও।

আবার বাসায় ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন থাকলে আপনি হয়ত প্রাণীর কোনো ছবি তুললেন না, কিন্তু আপনার পরিবারের দুর্বল ঈমানওয়ালা কাউকে দিয়ে শয়তান হয়ত ছবি তোলাতে পারে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা যেকথাটি বুঝাতে চাচ্ছি, তাহলো-যেহেতু গুনাহের উপকরণ না থাকলে গুনাহের সম্ভাবনাও কম থাকে, তাই ক্যামেরা ও নেট মোবাইল ফোন-যা দিয়ে যে কোনো সময় ছবি তোলা যায়, গান শুনা যায়, তা ক্রয় করা বা নিজের কাছে রাখা থেকে বিরত থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থাৎ বাঁশও থাকবে না, বাঁশিও বাজবে না।

তাই আবারো বলছি, একান্ত প্রয়োজন না হলে, ক্যামেরা ও ভিডিও সুবিধাযুক্ত মোবাইল ফোন সেট ক্রয় না করাই শ্রেয় এবং অধিক তাকওয়ার বিষয়। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لابأس به حذرا لما به بأس– (رواه الترمذى وابن ماجه–ترجمان السنه–٢/٢٢٢)

الامور بمقاصدها (الاشباه والنظائر–٥٣–دار العلوم ديوبند– امداد الفتاوى– ٤/٣٤٩)

(বাহরুর রায়েক-৮/২০২, আদ্দুররুল মুখতার-৬/৩৯১, জাওয়াহিরুল ফিকহ-২/৪৪৬)

মিউজিকযুক্ত মোবাইল ফোন বেচাকেনা করা

প্রশ্নঃ যদি কোনো মোবাইল ফোনের রিংটোন শুধু মিউজিকযুক্ত থাকে এবং তাতে অন্য কোনো ধরনের সাদাসিধে রিংটোন সেট করা সম্ভব না হয়, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের মোবাইল ফোন বচোকেনা করা বা ব্যবহার করার হুকুম কী?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ যে মোবাইল ফোনে শুধু মিউজিকযুক্ত রিংটোন সেট করা হয়েছে, তা বেচাকেনা করা মাকরূহ। এ মোবাইল ফোন থেকে মিউজিকযুক্ত রিংটোন শোনা বা শোনানো উভয়ই না জায়িয।

قال ومن كسر بربطا او طبلا او مزمارا او دفا او اراق له سكرا او منصفا فهو ضامن وبيع هذه الاشياء جائز وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف و محمد لا يضمن والا يجوز بيعها (هدايه–٣/٣٨٨)

চুরি ও ছিনতাইকৃত বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন বেচাকেনা করা

প্রশ্নঃ চুরি ও ছিনতাইকৃত বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন বেচাকেনা করার হুকুম কী?

উত্তরঃ চুরি বা ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রয় করা জায়িয নেই। কেউ ক্রয় করলেও তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না। বরং মালিক জানা থাকলে মূল মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে, যার কাছ থেকে কিনেছে তাকে ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। আর কারো হারিয়ে যাওয়া সেট হস্তগত হলে কী করতে হবে তা তো সবারই জানা আছে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল-২/১১৩, বাদায়ে-৬/৪৫, ফতহুল কাদির-৫/১৬৯)

সাধারণ সেট দামী কোম্পানির নামে চালানো

প্রশ্নঃ কোনো কোনো ব্যবসায়ী সাধারণ সেট নোকিয়া, স্যামসাং ইত্যাদি দামী কোম্পানির লেভেল লাগিয়ে চালিয়ে দেয়। এরূপ করা জায়িয হবে কিনা? ধোকা দিয়ে কাস্টমার থেকে যে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে, তা ফেরত দিতে হবে কিনা?

উত্তরঃ এক কোম্পানির মাল অন্য কোম্পানির লেভেল লাগিয়ে বিক্রি করা হারাম। কারণ, এতে কাস্টমারকে ধোকা দিয়ে অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে। সুতরাং কেউ যদি এমনভাবে ধোকা দিয়ে সেট বিক্রি করে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত যে টাকা নিয়েছে, তা তার জন্য হালাল হবে না। বরং উক্ত অতিরিক্ত টাকা কাস্টমারকে ফেরত দেয়া আবশ্যক।

https://t.me/islaMic_fdf

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم–٢/٢)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا

পুরাতন মোবাইল ফোনে নতুন ক্যাচিং

প্রশ্নঃ পুরাতন মোবাইল ফোনে নতুন ক্যাচিং লাগিয়ে নতুন মোবাইল ফোন বলে বিক্রি করা জায়িয হবে কি?

উত্তরঃ এ ধরনের বিক্রি শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নেই। সুতরাং কেউ যদি ক্রয় করে, তাহলে ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। (প্রাগুক্ত)

সিম হস্তান্তর করা

প্রশ্নঃ সিম ক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করা জরুরি। এখন কোনো ব্যক্তি যদি নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সিম ক্রয় করে কোম্পানির অনুমোদন এবং পুনঃরেজিষ্ট্রেশন ছাড়া অন্য ব্যক্তির কাছে সিম বিক্রি করে, তাহলে তা বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ বৈধ হবে।

ইনকামিং কলের ওপর প্রাপ্ত বোনাস গ্রহণ করা

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি ইনকামিং কলের ওপর বোনাস দিয়ে থাকে। রিসিভকারী যে বোনাস পাচ্ছে তার তো ইনকমিং কলে কোনো খরচ হচ্ছে না। তাহলে তার জন্য এটি গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ রিসিভকারীর জন্য ইনকামিং-কলের বোনাস গ্রহণ করা বৈধ। যদিও তার ইনকামিং কলে কোনো খরচ হচ্ছে না, তথাপি বোনাস গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন কোম্পানি আন্তসংযোগ ফি বাবদ অন্য কোম্পানি থেকে বিল পেয়ে থাকে। মূলতঃ সেটির বৃদ্ধির লক্ষেই কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি এমন সুবিধা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া কোনো কোম্পানি যদি তার গ্রাহককে কোনো কারণ ছাড়াই বিনা শর্তে কোনো টকটাইম ফ্রি দেয়, তাহলে সেটিও গ্রহণ করা জায়িয। এটা গ্রাহকের বাড়তি সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। (বহুস ফি কাযাইয়া ফিকহিয়্যা মুআসারা-২/২২৯, ফাতাওয়া মুআসারা (কারযাবি)-২/৪২০)

https://t.me/islaMic_fdf

থ্যাঙ্কইউ বোনাস ও বোনাস টকটাইম

প্রশ্নঃ নির্ধারিত পরিমাণ ব্যবহারের ওপর গ্রামীণফোন 'থ্যাঙ্কইউ বোনাস' বাংলালিংক ও একটেল 'বোনাস টকটাইম' নামে বোনাস দিয়ে থাকে। জানতে চাই এসব বোনাস গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ বৈধ হবে। কারণ, এসব বোনাস বা বোনাস টকটাইম কোম্পানির পক্ষ থেকে গ্রাহককে দেয়া পুরস্কার বা বোনাস। তবে এসব বোনাস পাওয়ার আশায় অপ্রয়োজনীয় কল করা কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় ও অর্থের অপচয় করা বৈধ হবে না।

নির্ধারিত টাকা রিচার্জে নির্ধারিত মেয়াদে খরচের শর্তে বোনাস ঘোষণা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো বিভিন্ন মৌসুমে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা রিচার্জে নির্ধারিত মেয়াদে খরচের শর্তে আকর্ষণীয় বোনাস টকটাইমের অফার দিয়ে থাকে। যেমন ১০০ টাকা রিচার্জ করলে ৫০ টাকা বোনাস পাবে। কিন্তু এ পুরো টাকা নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর খরচ করতে হবে। নতুবা বোনাসের যুযোগ হারাতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর এ ধরনের বোনাস ঘোষণা করা এবং গ্রাহকের জন্য এমন বোনাস প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রিচার্জ করার হুকুম কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো গ্রাহককে স্বল্প সময়ে অধিক মোবাইল ফোন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে বেশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অফার দিয়ে থাকে। মোটা বোনাসের অফার দিয়ে গ্রহককে প্রলোভন দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর শর্ত থাকে মূল টাকা খরচের পর বোনাস খরচ হবে। তাই নির্ধরিত মেয়াদের ভিতর বোনাস খরচ করতে না পারলে বোনাসের সুযোগ হারাতে হবে। এ কারণে গ্রাহকরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কথা বলে বোনাস শেষ করতে বাধ্য হয়। এতে গ্রাহকের সময়ের অপচয় ও অর্থের অপব্যয় হয়। তা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথাবার্তা এবং তা অধিকমাত্রায় বলার খারাবি তো আছেই।

তাই মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোকে এ ধরনের অফার দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। ব্যবসার এমন পলিসি শরিয়ত পছন্দ করে না।

https://t.me/islaMic_fdf

কোম্পানিগুলো বোনাস যদি দিতেই চায়, তাহলে খরচের পর্যাপ্ত সময়ও দিতে হবে। যাতে গ্রাহক তার প্রয়োজন মত খরচ করতে পারে। আর অপ্রয়োজনীয় খরচে বাধ্য না হয়।

গ্রাহকের জন্য এ অফার গ্রহণের হুকুম- যে গ্রাহক এ অফার গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কাজেই খরচ করতে, অপ্রয়োজণীয় কথা বলবে না বা বলতে বাধ্য হবে না, তার জন্য এ অফার গ্রহণ করা বৈধ হবে। তবে এ অফার গ্রহণের কারণে যদি অপ্রয়োজনীয় কল করতে হয়, কিংবা অহেতুক দীর্ঘ আলাপ করতে হয়, তাহলে সময় ও অর্থ অপচয়ের গুনাহ হবে।

স্ক্র্যাচকার্ডের বোনাস

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি স্ক্র্যাচকার্ডের ওপর অতিরিক্ত বোনাস টকটাইম দিয়ে থাকে। যেমন ৫০টাকা, ১০০টাকা বা বিভিন্ন মূল্যমানের স্ক্র্যাচকার্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণের কিছু বোনাস দিয়ে থাকে। আবার ৩০০টাকার কার্ডে ১০% টকটাইমসহ ব্যালেন্সে ৩৩০টাকা জমা হয়। যেমন ৫০টাকার কার্ড কিনলে ২০টাকা বোনাস পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত ২০টাকা বা ৩০ টাকা বাহ্যত কোনো বিনিময়হীন হওয়ার কারণে সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এগুলো গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ স্ক্র্যাচকার্ডের ওপর ঘোষিত বোনাস টকটাইম বা বোনাসও গ্রহণ করা বৈধ। এটি সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, বোনাস এমাউন্টও সমমূল্যের সেবারই অপর নাম। এখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, ৫০টাকার পরিবর্তে ৭০টাকা আর ৩০০টাকার পরিবর্তে ৩৩০টাকা নেয়া হচ্ছে। বরং এক্ষেত্রে স্ক্র্যাচকার্ডের মাধ্যমে মূলত ৫০টাকার পরিবর্তে ৭০টাকা ও ৩০০টাকার পরিবর্তে ৩৩০টাকা সমমূল্যের মোবাইল ফোন সেবা বা টকটাইম ক্রয় করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। ধরে নেয়া যায় যে, কোম্পানি সময়িকভাবে এর মূল্য কমিয়ে দিয়েছে। তাই এখানে টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেনের কোনো অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। সুতরাং তা সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা-২/২৩৮, হেদায়া-৩/৭৫, ফাতহুল কাদির-৬/১৪২, রদ্দুল মুহতার-৩/১৮-১৯

https://t.me/islaMic_fdf

বোনাস টকটাইম

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি সিমকার্ডের সঙ্গে গ্রাহকদেরকে বোনাস টকটাইম দিয়ে থাকে। যেমন- ২০০টাকায় নতুন সিম কিনে চালু করলে তাতে ১০০/২০০ মিনিট বা কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট পরিমাণ বোনাস টকটাইম পাওয়া যায়। আবার কোম্পানি ১০০/২০০ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকের টাকা বোনাস আকারে গ্রাহকের একাউন্ট ব্যালেন্সে যোগ করে দেয়। এমনিভাবে বাংলালিংক বা এয়ারটেল সিম কিনলে সমমূল্যের বোনাস টকটাইম পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হলো বিভিন্ন সময়ে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর দেয়া এসব বোনাস টকটাইম ব্যবহার করা বৈধ কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোন সিমের সঙ্গে ঘোষিত বোনাস টকটাইম –টকটাইমের নামে দিক বা টাকার আকারে একাউন্টে জমা করে দিক– ব্যবহার করা বৈধ। কেননা, এটা এক ধরনের মূল্য হ্রাসের ঘোষণা। এখানে প্রদেয় বোনাস এমাউন্টের সমমূল্যের টকটাইম বা সেবাপ্রদান ও সেবাগ্রহণকেই বুঝায়। এখানে মূলত মোবাইল ফোন সিম এবং ঘোষিত বোনাস টকটাইম সুবিধা সব মিলেই বিক্রিত পণ্য হিসেবে গণ্য। তাই এরকম বোনাস দেয়া ও নেয়া জায়িয। (বহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা-২/২৩৮)

বিশেষ সিম ব্যবহারকারীদের জন্য পণ্যসামগ্রীর দোকান থেকে দেয়া ছাড় গ্রহণ

প্রশ্নঃ কোনো কোনো পণ্যসামগ্রীর দোকানে গ্রামীণ বা বাংলালিংক লেডিস ফার্স্ট সিম ব্যবহারকারী ক্রেতাকে হ্রাসকৃত মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ দেয়া হয়। অর্থাৎ পুরো মূল্যের ওপর নির্ধারিত পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেয়া হয়। যেমন 'পেগাসাস সুজ' কোম্পানির শোরুম থেকে জুতা কিনলে গ্রামীণ সিম ব্যবহারকারীদের জন্য ১০% থ্যাঙ্কইউ ডিসকাউন্ট দেয়া হয়। ক্রেতা দোকান থেকেই নির্দিষ্ট নম্বরে ম্যাসেজ পাঠালে কোম্পানি থেকে একটি ফিরতি ম্যাসেজ আসে। সেই ম্যাসেজ দোকানের ক্যাশ কাউন্টারে দেখালে ১০% মূল্য ছাড় দেয়। এভাবে ১,০০০ টাকার জুতো ৯০০ টাকায় পাওয়া যায়। তেমনি বাংলালিংকের লেডিস ফার্স্ট সিম ব্যবহারকারীদের জন্য

https://t.me/islaMic_fdf

নাভানা ফার্নিচার, বিভিন্ন জুয়েলার্স, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ইত্যাদিতে ডিসকাউন্ট দেয়া হয়।

এখন জানার বিষয় হলো, ক্রেতা পণ্য কিনছে পেগাসাস, নাভানা ইত্যাদি থেকে, আর তারা তার সিমের ওপর নির্ভর করে তাকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। এ ডিসকাউন্ট নেয়া তার জন্য বৈধ কিনা? এতে কোনো প্রকার সুদ আছে কিনা?

উত্তরঃ শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্রেতার জন্য এই ডিসকাউন্ট গ্রহণ করা বৈধ। এতে কোনো প্রকার সুদ নেই। এই ডিসকাউন্ট বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে দেয়া হয়েছে বলেই ধর্তব্য হবে। আর বিক্রেতার জন্য স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ধারিত মূল্য থেকে ডিসকাউন্ট দেয়া শুধু বৈধই নয়। বরং পছন্দনীয়ও বটে। নির্ধারিত মূল্যের ওপর ডিসকাউন্ট দিয়ে স্বল্প সময়ে অধিক মালামাল বিক্রির এটি একটি ব্যবসায়িক কৌশল মাত্র।

মসজিদে মোবাইল ফোন ব্যবহার

মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই রিংটোন বন্ধ করা

প্রশ্নঃ অনেকেই বলে, মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করে নেয়া জরুরি। আসলে কি তাই? আর যদি কেউ রিংটোন বন্ধ করে দিয়ে শুধু ভাইব্রেশন দিয়ে রাখে, তাতে কোনো ক্ষতি আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, মসজিদে এসে নয়, বরং মসজিদে আসার পূর্বেই রিংটোন বা মোবাইল ফোন বন্ধ করা উচিত। কেননা, অধিকাংশ মোবাইল ফোনে ক্লোজ টোন থাকে। এমতাবস্থায় পূর্বেই মোবাইল ফোন বন্ধ না করে মসজিদে প্রবেশ করে বন্ধ করলে, সেই ক্লোজটোন মুসল্লিদের একাগ্রতা নষ্ট করতে পারে।

আর মসজিদে মোবাইল ফোনে ভাইব্রেশন দিয়ে রাখাও উচিত নয়। কারণ, এতে অন্যের নামাজের ক্ষতি না হলেও নিজের নামাজের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া অনেক মোবাইল ফোনের ভাইব্রেশন ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে, তা অন্য মুসল্লিদেরও একাগ্রতা নষ্ট করে।

মোবাইল ফোন খোলা রেখে মসজিদে প্রবেশ করা

প্রশ্নঃ অনেকেই বলে, মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করে দেয়া জরুরি। মোবাইল ফোন খোলা রেখে মসজিদে প্রবেশ করার বিধান কী?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ হ্যাঁ মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করে নেয়া জরুরি। কারণ, নামাজ অন্য সমস্ত ইবাদত থেকে ভিন্ন ধরনের ইবাদত। এটি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই সঙ্গে কথোপকথনের এক আনন্দঘন মুহূর্ত। এ কারণেই নামাজরত অবস্থায় একাগ্রতা ও খুশুখুযুর প্রতি যেভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ঐ সকল মু'মিন সফলকাম, যারা নিজেদের নামাজে বিনম্র। (সুরা মু'মিনুন-১-২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- সে সব নামাযি নিজের নামাজের ব্যাপারে অমনোযোগী এবং লোক দেখানো নামাজ পড়ে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। (সুরা মাউন-৪-৬)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে– যারা খুশুখুযু অর্থাৎ আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে যায় এবং নামাযির জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে। অপর এক হাদিসে আছে– যে ব্যক্তি নামাজকে সময় মত আদায় করলো, উত্তম রূপে অযু করলো, খুশুখুযুর সঙ্গে নামাজ আদায় করলো, কিয়াম, রুকু, সিজদা সবই যথাযথভাবে পূর্ণ করলো, তার নামাজ জ্যোতির্ময় হয়ে গমন করে এবং নামাযিকে এই বলে দু'আ দিতে থাকে যে, আল্লাহ পাক তোমাকে ঐরূপ হেফাজত করুন, যেরূপ তুমি আমার হেফাজত করেছ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজকে অন্যায়ভাবে আদায় করে, নামাজের প্রতি লক্ষ রাখে না, অযু, রুকু, সিজদা কোনটাই ভালোরূপে আদায় করে না, তার নামাজ বিশ্রী ও কালো অবস্থায় একথা বলে যেতে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেইরূপ ধ্বংস করুক, যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। এরপর ঐ নামাজ পুরোনো কাপড়ের মতো গুটিয়ে সেই নামাযির মুখে নিক্ষেপ করা হয়। (তাবারানি)

মোটকথা নামাজের খুশুখুযুর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসল্লির জন্য মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোন একেবারে বন্ধ না করলেও অন্ততঃ রিংটোন বন্ধ করে নেয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা হলো, মোবাইল ফোন খোলা রেখে মসজিদে প্রবেশ করা মসজিদের সম্মান বহির্ভূত কাজ। কেননা, নামাজ চলাকালে হঠাৎ গান, মিউজিকসহ বিভিন্ন সুরেলা রিংটোন বেজে উঠতে পারে, যা স্বাভাবিকভাবেই নমাজরত অসংখ্য মুসল্লির নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এতে মসজিদে শোরগোল হয়। যা মসজিদে সম্পূর্ণ নিষেধ। অপর দিকে যেখানে গান

https://t.me/islaMic_fdf

মিউজিক (চাই মোবাইল ফোনের রিংটোনই হোক না কেনো) এমনিতেই গোনাহ, সেখানে এগুলোর শব্দে মসজিদের পবিত্র পরিবেশ দূষিত করা এবং অসংখ্য মুসল্লির নামাজের ক্ষতি করা যে অন্যায় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া যেহেতু মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বিনা প্রয়োজনে মোবাইল ফোন মসজিদে না এনে বরং বাসায় রেখে আসাই ভালো।

والسادس ان لايرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى (فتاوى عالمگيرى– ٥/٣٢١)

মসজিদে মোবাইল ফোনের ব্যবহার

প্রশ্নঃ মসজিদে বসে মোবাইল ফোনে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা যাবে কিনা? এ ক্ষেত্রে কী ধরনের কথাবার্তা বলা যাবে?

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর। সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই হলো নামাজ, যিকির, তা'লিম ও অন্যান্য আমলের জন্য। একে দুনিয়াবি কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে একত্রিত হওয়া মারাত্মক গোনাহ। এখানে অন্য ইবাদতকারীর ক্ষতি করে বৈধ কথাবার্তা বলাও নাজায়িয। অবশ্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে এসে অন্য ইবাদতকারীর ক্ষতি না হয় এমনভাবে সরাসরি বা মোবাইল ফোনে ভালমন্দ জিজ্ঞেস করা বা প্রয়োজনীয় কোনো কথাবর্তা বলা দোষণীয় নয়। বৈধ কথাবার্তা বলার অবকাশ আছে। তবে মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলাই উচিত। সবচেয়ে উত্তম হলো মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই রিংটোন বন্ধ করে দেয়া। আর এটিই হলো আদব। বিশেষকরে কেউ ইবাদতে মগ্ন থাকলে বা জামাতের সময় হলে এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া খুবই জরুরি।

لابأس بالحديث فى المسجد اذا كان قليلا (شامى–٣/٤٤٢)

الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز فى المسجد وان كان الاولى ان يشتغل بذكرالله (شامى–١/٦٦٢)

(আপকে মাসাইল আওর উনকা হল-২/১১৩, ফাতহুল বারি-১/৬৫৩, ফাতওয়া হিন্দিয়া-৫/৩২)

https://t.me/islaMic_fdf

মসজিদে কারো মোবাইল ফোনে রিংটোন বেজে উঠলে অন্যদের কী করণীয়?

যেহেতু মোবাইল ফোনে রিংটোন বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাই বিনা প্রয়োজনে মোবাইল ফোনটি সঙ্গে না নিয়ে আসাই উত্তম। একান্ত যদি মোবাইল ফোনটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হয় বা সঙ্গে থাকেই, তাহলে মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই রিংটোন বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর একাজটি খুব সতর্কতার সঙ্গে করা এবং অভ্যাসে পরিণত করে নেয়া প্রয়োজন। যাতে মসজিদের ভেতর রিংটোন বেজে কারো নামাজে কোনোরূপ বিঘ্নতা সৃষ্টি না করে এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকের যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত।

অবশ্য এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা বজায় রাখা সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় ভুলবশতঃ মোবাইল ফোন বন্ধ না করার কারণে রিংটোন বেজে উঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন অসতর্ক ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটতে পারে। কখনো এমন ঘটা যে কারো বেলায়ই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এমন ভুল হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে অধিকাংশ সময়ই প্রকাশ পায় আপত্তিকর কিছু আচরণ। যা কারো কাম্য নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসল্লিদের করনিয় হলো, নামাজ শেষে তাকে বিনয়ের সঙ্গে এমনভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, ভাই! মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোনটা বন্ধ করে আসলে ভালো হতো। এরূপ বলাই নিয়ম, আর এভাবে বলাই সুন্নত ও ভদ্রতা। মসজিদের ভেতরে একজন মুসলমানকে সতর্ক করার জন্য এরচে' বেশি বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কারো দ্বারা এমন ভুল ঘটে যাওয়ার পর মসজিদে কোনো কোনো সময় এমন কিছু আপত্তিকর কথা বলা হয়, যা সত্যি দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। অথচ মনে রাখা উচিত যে, অন্যায় বা অসৎ কাজের প্রতিকারও অবশ্যই ন্যায় সঙ্গতভাবে হতে.হবে। অন্যথায় লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি।

সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি মোবাইল ফোন বন্ধ করতে ভুলে যায়, তাহলে এটা মোটেই অন্যায় নয়। কারণ, ভুল করা বা ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাব। যদি ধরেও নেয়া হয়, এটা তার অন্যায়, তাই বলে কি অন্যায়ের প্রতিকার এভাবে করা হবে যদ্বারা আরো বড় অন্যায় হয়ে যায়? একটু চিন্তা করে দেখুন তো, নামাজের মাঝে যে লোকটির মোবাইল ফোন বেজে উঠে, যার

https://t.me/islaMic_fdf

অসতর্কতার বিষয়টি হঠাৎ পুরো মসজিদের মুসল্লিদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, সে লোকটি তো এমনিতেই চরম লজ্জা ও অনুশোচনায় সংকুচিত হয়ে যান; নামাজ শেষে তার দিকে কে কিভাবে তাকাবে; কে কী বলবে, সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তো তার মনটা ছোট হয়ে আসতে থাকে। এর ওপর যদি কোনো ভদ্রলোক পুরো মসজিদ জুড়ে চেঁচিয়ে তাকে শাসন-ধমক দিতে শুরু করেন, তাহলে ওই লোকটার কী অবস্থা দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। ভেবে দেখা দরকার, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ অসতর্কতার কারণে এরূপ ঘটে যাওয়ায় তার প্রতি এমন আচরণ অমানবিক ও দুঃখজনক নয় কি? একজন মুসলমানের প্রতি কীরূপ আচরণ হওয়া উচিত, তা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন উত্তম ও কালজয়ী শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যা চিরদিন অমর-অক্ষয় হয়ে থাকবে।

যেমন হাদিস শরিফে দেখা যায়, একদিন এক বেদুইন রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মসজিদের ভেতরেই পেশাব করতে আরম্ভ করেছে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম দৌড়ে ছুটেছেন তাকে বারণ করতে। নবিজি তাঁদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তাকে তার কাজ শেষ করতে দাও। যখন তার পেশাব করা শেষ হলো, তখন নবিজি নিজে তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন, এটা নামাজের জায়গা, ইবাদত-বন্দেগির জায়গা, যিকির-আযকারের জায়গা। পেশাবের জায়গা নয়। অবশেষে মসজিদের যে জায়গায় সে পেশাব করেছে, সে জায়গাটি পবিত্র করে নেয়ার জন্য সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন।

এ হাদিসে মসজিদের আদব, পরিবেশ রক্ষা এবং একজন সরল অপরাধীর প্রতি আচরণ বিষয়ক নীতির অত্যন্ত চমকপ্রদ শিক্ষা রয়েছে। চিন্তা করলে এটি আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারি।

মোটকথা অসতর্কতার দরুন মসজিদের ভিতর কারো মোবাইল ফোনে রিং বেজে উঠলে আশপাশের মুসল্লিদের করণীয় হলো, এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা এবং সঠিক মাসআলা জানা থাকলে সুযোগমত সুন্দরভাবে তার সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে কোনো আলেমের বরাত দিয়ে তাকে মাসআলা বলে দেয়া। তা না করে তাৎক্ষণিকভাবে হৈ হুল্লোড় করে তাকে বকাঝকা শুরু করে দেয়া কোনোভাবেই ঠিক নয়। শরিয়তও এমন কাজ সমর্থন করে না। কেননা, এভাবে হৈচৈ করার দ্বারা একদিকে যেমন মসজিদের আদব

https://t.me/islaMic_fdf

চরমভাবে লজ্জিত হয়, তেমনি একজন মুসলমানকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া হয়। তাই সকলকে এরূপ অন্যায় কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং শোকর আদায় করতে হবে যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন বিব্রতকর অবস্থায় কোনোদিন না ফেলেন।

মূলতঃ এরূপ পরিস্থিতিতে ইমাম সাহেবের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে কার্যকর। ইমাম সাহেবের দায়িত্ব ও করণীয় হলো, তিনি নিয়মিত দু-একটি করে হলেও বিভিন্ন সময় ও সুযোগে এ ধরনের নিত্যদিনের মাসআলাগুলো মুসল্লিদের বলতে থাকবেন। যাতে সকল মুসল্লিই তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো রপ্ত করতে পারে। তাহলে আর এরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না ইনশাআল্লাহ। অগত্যা কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তিনি তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট মাসআলা অবহিত করে একটি সুসমাধান দিয়ে দেবেন, যাতে অজ্ঞতার কারণে এমন বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

মসজিদে মোবাইল ফোন বন্ধের জন্য ঘোষণা করা

এখন প্রায় সব মসজিদেই নামাজ শুরুর আগে ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেব কাতার সোজা করার অনুরোধের সঙ্গে মোবাইল ফোন বন্ধ করার অনুরোধও করে থাকেন। অনেক মসজিদে দরজার চৌকাঠে কিংবা দেয়ালে মসজিদে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার নির্দেশ-অনুরোধের স্টিকার লাগানো থাকে। কিন্তু এত কিছুর পরও মাঝে মধ্যে দেখা যায় জামাত চলা কালে হঠাৎ গান, মিউজিকসহ বিভিন্ন সুরেলা রিংটোন বেজে উঠে। যা স্বাভাবিকভাবেই নামাজরত মুসল্লিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এটা অবশ্যই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এ ব্যাপারে অসতর্কতা সমীচীন নয়। যেখানে গান-মিউজিক (তা মোবাইল ফোনের রিংটোনই হোক না কেনো) এমনিতেই গোনাহ, সেখানে এগুলোর শব্দে মসজিদের পরিবেশ দূষিত করা এবং মুসল্লিদের নামাজের ক্ষতি করা কত বড় অন্যায় তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই মোবাইল ফোন মসজিদে বা মজলিসে বন্ধ রাখা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব। এ ব্যাপারে ইমাম বা মুয়াজ্জিনের কোনো দায়িত্ব নেই। সুতরাং মুয়াজ্জিন বা ইমাম এ ব্যাপারে না বলায় কেউ বন্ধ করে না থাকলে এবং নামাজে রিংটোন বেজে উঠলে, ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেবকে দোষারোপ করা যাবে না।

https://t.me/islaMic_fdf

মসজিদে গান-বাজানো

মুফতি ইবরাহিম আফরিকি দাঃ বাঃ এক বয়ানে বলেছেন, 'অনেক মানুষকে দেখলে দিনদার মনে হয়, কিন্তু তাদের আমল দেখলে ভিন্ন কিছু মনে হয়। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন মসজিদে গান-বাজনা হবে। বর্তমানে মসজিদে মোবাইল ফোনের রিংটোনে গান-বাজনা শোনা যায়। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছবি ও ছবি তোলা ব্যাপক হবে। তাইতো এখন দেখা যায় যত ভালো মসজিদই হোক না কেনো, সেখানে মোবাইল ফোন দ্বারা ছবি তোলা হচ্ছে। সুতরাং এসব বিষয় থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর এসব বিষয়ের প্রতি আমরা যদি খেয়াল না করি এবং এগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা না করি, তাহলে আমাদের সব নুরানিয়্যাত শেষ হয়ে যাবে।' (মাওয়ায়েজে মুফতি ইবরাহিম আফরিকি-১/৫৫)

মসজিদে বসে মোবাইল ফোনে খবর শোনা

প্রশ্নঃ মসজিদে বসে মোবাইল ফোনের রেডিওর খবর শোনা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের স্থান। মসজিদে দুনিয়াবি কোনো আলোচনা জায়িয নয়। এ কারণে, মসজিদের ভেতরে বসে মোবাইল ফোনে রেডিওর খবর শোনা জায়িয হবে না। কারণ, খবরের আগে ও পরে রেডিওতে গান-বাজনা পরিবেশিত হয়। তাই মসজিদের ভেতরে বসে মোবাইল ফোনে রেডিওর সংবাদ শুনা নাজায়িয ও গুনাহ হবে। (দুররে মুখতার-১/৬৬০, আদাবুল মাসাজিদ, মুফতি শফি র.-৩৮, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া-২/৩০৬)

মসজিদের ভেতর ছবি তোলা

কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন দিনি প্রোগামের ছবি তোলেন। অনেক সময় মসজিদের ভেতর এই বড় পাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়। যে কাজ মসজিদের বাইরে করা গুনাহ, সে কাজ মসজিদের ভেতর করা হলে পাপের মাত্রা ও নিকৃষ্টতা আরো বেড়ে যায়। আল্লাহর ঘরের ভেতর এসে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হচ্ছে! কাজেই মসজিদকে এভাবে পূতিদুর্গন্ধময় করে তোলা হারাম ও মারাত্মক গুনাহ। তা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি। অল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মুসলামানকে মসজিদের সম্মান ও শিষ্টাচারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার তাওফিক দান করুন।

https://t.me/islaMic_fdf

মু'তাকিফের জন্যে মোবাইল ফোন ব্যবহার

প্রশ্নঃ মু'তাকিফ ব্যক্তি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে কিনা? ই'তিকাফ অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলার হুকুম কী? পরিবার বর্গের সঙ্গে কথা বলতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থেকে তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার উদ্দেশ্যেই ই'তিকাফ করা হয়। তাই ই'তিকাফকারীর জন্য পূর্ণ সময় বাইরের সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা এবং আল্লাহমুখী হয়ে থাকাই কাম্য। একজন ই'তিকাফকারীর জন্য পূর্ণ সময় অর্থাৎ খানাপিনা, ঘুম ও ইসতিনজার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সময় নামাজ, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যকার ইবাদতে মশগুল থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে ই'তিকাফকারীর জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য মোবাইল ফোন যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে অন্য কোনো মুসল্লি বা ইবাদতকারীর ক্ষতি না হয়। পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে। মোটকথা ই'তিকাফ অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলার অবকাশ আছে। তবে রিংটোন বন্ধ রাখতে হবে।

لابأس ان يتحدث بما لا اثم فيه (فتاوى هنديه–١/٢١٢)

(বাহরুর রায়েক-২/৩০৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া-২/৪১২)

মু'তাকিফ ব্যক্তির মোবাইল ফোনে বেচা-কেনা করা

প্রশ্নঃ মু'তাকিফ ব্যক্তির মোবাইল ফোনে বেচা-কেনা করার হুকুম কী? মু'তাকিফের মোবাইল ফোনে বেচা-কেনা সংগঠিত হবে কিনা?

উত্তরঃ ই'তিকাফ অবস্থায় মোবাইল ফোনে বেচা-কেনা সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো মসজিদে এরকম দুনিয়াবি কাজ থেকে বিরত থাকা। এসময়ে বেচা-কেনাকে পেশা বানিয়ে নেয়া নাজায়িয। অবশ্য নিজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা কর্মচারী বিশেষ কোনো প্রয়োজনে ই'তিকাফরত মালিকের সম্মতি ও পরামর্শ নিতে পারবে।

قوله اكله وشربه ونومه ومبايعته فيه يعني يفعل المعتكف هذه الاشياء في المسجد

واراد بالمبايعة البيع والشراء وهو الايجاب والقبول– واما اذا اراد ان يتخذ ذالك

https://t.me/islaMic_fdf

متجرا فانه مكروه وان لم يحضر السلعة واختاره قاضى خان فى فتاواه ورجحه الشارح لانه ينقطع الى الله تعالى فلا ينبغى له ان يشتغل بامور الدنيا (البحر الرائق كراجى–٢/٣٠٣)

মু'তাকিফ ব্যক্তির মসজিদে মোবাইল ফোন চার্জ করা

প্রশ্নঃ মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা ই'তিকাফকারীর মোবাইল ফোন চার্জ করার হুকুম কী?

উত্তরঃ মসজিদের বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়। তাই মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ফোন চার্জ করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। একান্ত কোনো ওজরে মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা ই'তিকাফকারী মোবাইল ফোন চার্জ করে থাকলে অনুমান করে সতর্কতামূলক কিছু টাকা মসজিদে দিয়ে দিবে।

مستفاد– ان اراد انسان ان يدرس الكتاب بسراج المسجد ان كان سراج المسجد موضوعا فى المسجد للصلاة قيل لا بأس به وان كان موضوعا لا للصلاة بان فرغ القوم من صلاتهم وذهبوا الى بيوتهم وبقى السراج فى المسجد قالوا لا بأس بان يدرس به الى ثلث الليل و فيما زاد لا يكون له حق التدريس كما فى فتاوى قاضى خان–(هندية–٢/٤٥٩)

মহল্লাবাসী মসজিদে মোবাইল ফোন চার্জ করা

প্রশ্নঃ মহল্লাবাসী মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ফোন চার্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ মহল্লাবাসীর জন্য মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ফোন চার্জ করা জায়িয নেই। ঘটানাক্রমে যদি কেউ চার্জ করে ফেলে, তাহলে এর বিনিময় হিসেবে সমপরিমাণ টাকা আদায় করা জরুরি।

ولا يحل سراج المسجد الى بيته (الهنديه–١/١١٠)

وتجب القيمة فى القيمى يوم غصبه اجماعا– (الدر المختار–٩/٥٦٧، فتاوى رشيديه– ٤٠٤)

https://t.me/islaMic_fdf

মুসাফির ব্যক্তির মসজিদে মোবাইল ফোন চার্জ করা

প্রশ্নঃ মুসাফির ব্যক্তি প্রয়োজনে মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা নিজ মোবাইল ফোন চার্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ পারবে। তবে যেহেতু মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা ব্যক্তিগত একটি চাহিদা পূরণ করা হয়েছ। তাই বিনিময় স্বরূপ কিছু টাকা মসজিদের ফান্ডে জমা করে দেবে।

وتجب القيمة فى القيمى يوم غصبه اجماعا (الدر المختار مع الشامى–٥٦٧/٩، فتاوى محموديه–٢٠١/٢٠، فتاوى رشيديه– ٤٠٤)

বিভিন্ন স্টেশনে মোবাইল ফোন চার্জ করা

প্রশ্নঃ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অতিথিকে অভ্যর্থনা অথবা বিদায় দেয়ার জন্যে রেল স্টেশনে, বাস স্ট্যান্ডে বা এয়ারপোর্টে যায়, আর তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তি উক্ত ষ্টেশনের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ফোন চার্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ এয়ারপোর্ট, রেল স্টেশন অথবা বাসস্ট্যান্ডের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ফোন চার্জ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এসব স্টেশনে ভ্রমণকারী বা অতিথিকে অভ্যর্থনাকারী বা বিদায় দেয়ার জন্য যারা আসে সকলের জন্য সেখানের বিদ্যুৎ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সাধারণ অনুমতি রয়েছে।

ولكل سقى ارضه من بحر او نهر عظيم كدجلة والفرات ونحوهما لان الملك باحراز ولا احراز لان قهر الماء يمنع قهر غيره (الدر المختار مع الشامى زكريا–١٣/١٠)

মসজিদের ছাদে মোবাইল ফোন টাওয়ার বসানো

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো টাওয়ার বসানোর জন্য বিল্ডিংয়ের ছাদ ভাড়া নিয়ে থাকে। এজন্যে প্রতি মাস হিসেবে একটা ভাড়া দিয়ে থাকে। জানতে চাই, মসজিদের ছাদে মোবাইল ফোন কোম্পানির টাওয়ার বসানো জায়িয হবে কিনা?

উত্তরঃ কোনো স্থানে মসজিদ হয়ে গেলে তার ওপর নীচ সম্পূর্ণটাই মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয়। ছাদও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। তাই মসজিদের দেয়াল, ছাদ বা অন্য কোনো অংশ ভাড়া দেয়া শরিয়ত সম্মত নয়। এতে আল্লাহ তা'আলার ঘরের অসম্মানী হয়। আর আল্লাহ তা'আলার ঘরের

https://t.me/islaMic_fdf

যথাযথ সম্মান করা ঈমানি দায়িত্ব। সুতরাং মোবাইল ফোন কোম্পানির টাওয়ার বসানোর জন্য মসজিদের ছাদ ভাড়া দেয়া জায়িয হবে না। কোনো কোম্পানি কর্তৃক মসজিদের ছাদে মোবাইল ফোন টাওয়ার স্থাপনও জায়িয হবে না।

قال في البحر: وحاصله ان شرط كونه مسجدا ان يكون سقفه ولوه مسجدا ليقطع حق العبد عنه لقوله تعالى وان المساجد لله (الشامى-٤/٣٥٨)

اذا اراد انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت علة لمرمة لمسجد او فوقه ليس له ذالك (الهنديه-٢/٤٥٥، البحر الرائق-٥/٤٢١، ردالمحتار-٤/٣٥٨)

মোবাইল ফোন ও মিসকল

মিসকলের বিড়ম্বনা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের অনেকেই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মিসকল দিয়ে থাকে। এতে অনেক ক্ষেত্রে যাকে মিসকল দেয়া হয় সে বিরক্ত হয়। এ ছাড়া অনর্থক নেটওয়ার্ক ব্যস্ত রাখা হয়। আবার অনেকে টাকা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মিসকল দেয়। যাতে ঐ ব্যক্তি কল ব্যাক করে। মোটকথা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিসকল দেয়া জায়িয কিনা?

উত্তরঃ বিনা প্রয়োজনে অযথা মিসকল দিয়ে নেটওয়ার্ক ব্যস্ত রাখার কোনো বৈধতা নেই। কারণ, প্রয়োজনীয় কথা বলার ক্ষেত্রে অনেকের সংযোগ পেতে কষ্ট হয়। মোবাইল ফোন কোম্পানিরও এতে কোনো লাভ নেই। এ ছাড়া বিনা প্রয়োজনে কাউকে মিসকল দেয়া মস্তবড় বিরক্তির কারণ। যা কেবল ভুক্তভোগী অনুমান করতে পারে। বিশেষকরে যখন কোনো অপরিচিত নম্বর থেকে বারবার মিসকল আসতে থাকে, তখন রীতিমতো খাওয়া-দাওয়া, আরাম-নিদ্রা, একাগ্রতায় বা কাজে-কর্মে সব কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটে। এসবই মিসকলের ক্ষতি। এভাবে বিনা প্রয়োজনে মিসকল দিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া নিঃসন্দেহে নাজায়িয ও গুনাহ। কারণ, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘প্রকৃত মুসলমান তো সে, যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান ভাই নিরাপদ থাকে।’ অপর হাদিসে বর্ণিত আছে, ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়।’

https://t.me/islaMic_fdf

যেহেতু মিসকল দিয়ে কাউকে বিরক্ত করা অপর মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার শামিল এবং এটি ছোট মানসিকতার পরিচায়ক, এর দ্বারা মোবাইল ফোন কোম্পানিরও ক্ষতি হয়, তাই যখন তখন, যেখানে-সেখানে মিসকল দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

মিসকল দেয়া ভদ্রতা পরিপন্থী ও ছোট মানসিকতার পরিচায়ক। মিসকল দেয়ার দ্বারা নিজের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। ইচ্ছে করেই নিজেকে অপরের চোখে হেয় প্রতিপ্রন্ন করা হয়। যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'অন্যের চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা কোনো মু'মিনের উচিত নয়।' এটা কেমন কথা যে, প্রয়োজন হলো এক জনের আর টাকা খরচ হবে অন্য জনের? যার প্রয়োজন সেই কল করবে, এটাই তো ইনাসাফের কথা। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে অহেতুক তাকে বিরক্ত করবো কেনো? কেনো তার কাজ-কর্মে ও মনোযোগে ব্যাঘাত ঘাটাবো? মনে রাখা উচিত, বয়োজ্যেষ্ঠ, আলেম, বুযুর্গ, সম্মানী ও মুরুববী শ্রেণীর লোকদেরকে মিসকল দেয়া আদবের খেলাফ এবং অধীনস্থ ও ছোটদেরকে মিসকল দেয়া আত্মমর্যাদার পরিপন্থী।

মিসকল দেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমরা অনেক সময় মোবাইল ফোন কোম্পানির দেয়া অফার ও সুযোগ গ্রহণ করে নিজে কথা বলি। আর স্বাভাবিক সময়ে যখন প্রতি মিনিট দুই/আড়াই টাকা খরচ হয়, তখন অপরকে মিসকল দিয়ে কল ব্যাক করতে বাধ্য করি।

একটু চিন্তা কেরে দেখুন তো, এটা ভদ্রতা ও ইনসাফের কোন পর্যায়ে পড়ে? আল্লাহ পাক এ ধরনের মান-মানসিকতার লোকদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন। (বুখারি, মুসলিম-১/৫০, তিরমিযি, ইবনে মাযা, বায়হাকি, তরজমানুস সুন্নাহ-২/২৪৪)

মিসকল দেয়া কখন জায়িয?

প্রয়োজনে মিসকলের ব্যবহার বৈধ। কারো সঙ্গে যদি পূর্ব থেকে কথা থাকে যে, তুমি প্রস্তুত হলে, কিংবা অমুক স্থানে পৌঁছলে, কিংবা অমুক জিনিস পেলে, অথবা অমুক ব্যক্তি এলে আমাকে মিসকল দেবে। অথবা উভয়ের মাঝে যদি কথা থাকে যে, তুমি মিসকল দিলে আমি বুঝবো, তুমি আমাকে কলব্যাক করতে বলছো, বা কাউকে বলে দেয়া হয়েছে প্রয়োজন হলে তুমি

https://t.me/islaMic_fdf

আমাকে মিসকল দিও। এসব ক্ষেত্রে মিসকল দেয়ার দ্বারা কিছুটা উপকার পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজন কিংবা কম আয়ের লোকদের সহযোগিতা কামনার্থে সহানুভূতিশীল হয়ে পূর্বেই বলে রেখেছে যে, তুমি কল করে টাকা খরচ করো না। প্রয়োজন হলে মিসকল দিও। আমিই কলব্যাক করবো। অথবা কারো মোবাইল ফোনে রিং এসেছে, কিন্তু নামাজ বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে মোবাইল ফোন রিসিভ করা তার পক্ষে তৎক্ষণাৎ সম্ভব হয়নি। পরে নামাজ বা ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে সে কলকারীকে এ কথা জানানোর জন্য মিসকল দিল যে, আমি এখন অবসর, আপনি পুনরায় কল করতে পারেন। এসবই মিসকলের বৈধ ক্ষেত্র। এক কথায় যাকে মিসকল দেয়া হচ্ছে, তার অসন্তুষ্টি বা কষ্টের কারণ না হলে মিসকল দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

এছাড়া একান্ত প্রয়োজনে বা কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি মিসকল দেয়ার প্রয়োজন হয়, তবে মিসকল দেয়া যেতে পারে। তবে পরবর্তীকালে ওযরখাহি করে নেয়া চাই।

বারবার সিম পরিবর্তন ভোগান্তির কারণ

বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানির বিভিন্ন সময়ে দেয়া অফারের সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়ে অনেকেই একাধিক সিম ব্যবহার করে থাকে। এতে যোগাযোগকারী যেমন হয়রানির শিকার হয়, তেমনি নিজেকেও খেসারত দিতে হয়। কারণ, অনেক জরুরি প্রয়োজনেও বারবার কল করে তাকে পাওয়া যায় না। এতে কলকারীর প্রচুর সময় যেমন নষ্ট হয়, তেমনি অনেক পেরেশানিও ভোগ করতে হয়। তা ছাড়া অনেক সময় এমনও হয় যে, যাকে কল করা হয়েছে প্রয়োজনটা মূলত তারই, কিন্তু বারবার কল করে তাকে সময় মতো না পাওয়ার কারণে তারই বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। যার জন্য পরবর্তীকালে তাকেই আফসোস করতে হয়, খেসারতও দিতে হয়। তাই একাধিক সিম ব্যবহার করা ঠিক নয়।

বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানির দেয়া অফারের সুযোগ যদি গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে একাধিক সেট ব্যবহার করা উচিত। কারণ, সব সময় ব্যবহৃত সিমটি খুলে ঐ সেটে অন্য সিম ব্যবহার করতে গেলে উক্ত সিমটি যতক্ষণ চালু থাকবে অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ

https://t.me/islaMic_fdf

করতে পারবে না। অনেক সময় দেখা যায় আলাপ করে সিমটি খুলতে ভুলে যায়। যা আরো বিরক্তির কারণ। কাউকে যদি সবকটি নম্বরও দেয়া হয়, তাহলেও এক একটি করে সব নম্বরেই চেষ্টা করে সংযোগ পেতে হয়, যা সত্যিই অনেক বিরক্তিকর।

আবার অনেকে ক'দিন পরপরই সিম পরিবর্তন করে ফেলে, যা আরো ভোগান্তির কারণ। একান্ত যদি পরিবর্তন করতেই হয়, তাহলে নিজের পরিচিত চ্যানেলে নম্বরটি পৌঁছানোর পর পরিবর্তন করা উচিত। এর আগে নয়। আর সব সময় একটি নম্বর ব্যবহার করলে যোগাযোগে অনেক সহজ হয়।

মোটকথা একাধিক সিম ব্যবহারকারীকে একথা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে, একাধিক সিম ব্যবহারের কারণে অন্যদের যেন কোনোরূপ ভোগান্তি ও কষ্ট না হয়। আর নিজেকেও আফসোস করতে এবং খেসারত দিতে না হয়।

মোবাইল ফোন ব্যবহার

কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে আধুনিক যুগের ফটো ও ছবির বিধান

বর্তমান পৃথিবীতে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে প্রাণীর ছবি তোলা এবং ঘর ও অফিস আদালতকে ছবি দিয়ে সাজানোর মারাত্মক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে মুসলিম-অমুসলিম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, আলেম-ফাজেল, পির-মাশায়েখ নির্বিশেষে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সকলেই সমানভাবে ছবি ব্যবহার করে চলেছে। এক কথায় বর্তমানে ছবির ব্যবহার আরেকটি নতুন ফ্যাসনে রূপ নিয়েছে। কিছু সংখ্যক হকপন্থী নির্ভীক আলেম ছাড়া সকল মুসলমান যেভাবে বিজাতিদের অনুকরণে ছবি তোলা ও ছবি ব্যবহার অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হয় যেন ছবি সম্পর্কে ইসলামের যে কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে, এ কল্পনাটুকুও মুসলমানদের অন্তর থেকে বিলীন হয়ে গেছে। এ জন্যই হয়ত ছবি হারাম হওয়া সম্পর্কে কোনো কথা বলা বা কিছু লেখা কারো পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। যে-ই কিছু বলবে বা লিখবে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে মনে করে বর্তমানে এর বিরুদ্ধে কিছু বলা বা লেখার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা করা হচ্ছে না। এভাবে

https://t.me/islaMic_fdf

শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান মুসলিম সমাজ থেকে আজ বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ বাস্তবতাবোধ থেকেই এখানে আমরা ছবি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান তথা কুরআন-হাদিসের আলোকে ছবি তোলার হুকুম কী, তা পাঠকের সামনে কিছুটা সবিস্তারে পেশ করার প্রয়াস পাব। ছবি তোলা এবং তা ধারণ করার ব্যাপারে কয়েকটি মৌলিক কথা প্রথমেই জেনে নেয়া আবশ্যক।

১। শরিয়তের আলোকে সকল প্রকার ছবি তোলা নিষিদ্ধ নয়, বরং মানুষ ও পশুসহ সবধরনের প্রাণীর ছবিই কেবল নিষিদ্ধ ও হারাম।

২। ইসলামে প্রাণীর ছবি নিষদ্ধ হওয়ার বিধান মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের পর আরোপিত হয়েছে, এর পূর্বে নয়।

৩। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সকল হক্বপন্থী উলামা ও ইমামগণ প্রাণীর ছবির নিষিদ্ধতার বিধানে একমত ছিলেন। হিজরতের প্রায় ১৩৮০ বছর পর মুষ্ঠিমেয় কিছু লোক ছাড়া কেউই এ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। আবার যারা দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুর পূর্বে আপন ভুল মত পরিহার করে সকলের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

৪। বর্তমানে যে সকল মুসলমান অবাধে ছবি তোলার মতো অপরাধ করেই চলছেন তাদের মধ্যে অনেকে একে শরিয়তে নিষিদ্ধ জেনেও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তা করে যাচ্ছেন। যেমন ইসলামের আরো অনেক বিধানের বেলায়ও শয়তানের কু-মন্ত্রণায় এ ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আবার আরেক শ্রেণীর মুসলমান এ অন্যায় ও অবৈধ কাজটিকে নিজেদের হীনস্বার্থে বিভিন্ন যুগে মুষ্ঠিমেয় কিছু আলেমের ভুল ধারণা ও তাদের দুর্বল যুক্তি ও প্রমাণকে পুঁজি করে ছবিকে বৈধ বলে গোটা সমাজকে এ গুনাহের কাজে লিপ্ত করছে। অথচ নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাণীর ছবি তোলা বৈধ হওয়ার কোনো প্রমাণ ত্রিশ (৩০) পারা কুরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম– যিনি ছিলেন কুরআনের আসল ব্যাখ্যাকারী– তিনি ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত শাশ্বত বিধানে (যাকে শরিয়তের পরিভাষায় হাদিস বলা হয়, যা কুরআনের মতো উম্মতের জন্য দলিল ও হুজ্জত) প্রাণীর ছবি তৈরি ও সংরক্ষণ, এবং ছবি তোলা ও ধারণ করাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

https://t.me/islaMic_fdf

করেছেন। ওপরন্তু এর ওপর কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যারা এ সব প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে, কিয়ামত দিবসে তারা কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে। তাদের বলা হবে- তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছিলে তা এখন জীবিত করে দাও। (বুখারি, হাদিস নং-৫৬০৭, মুসলিম-২/২০১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ছবি নির্মাণ করবে, কিয়ামত দিবসে তাকে বাধ্য করা হবে তাতে রূহ সঞ্চালন করে দিতে, কিন্তু সে তাতে ব্যর্থ হবে। (বুখারি, হাদিস নং-৫৬১৮)

হযরত সাইদ বিন আবুল হাসান রহ. বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো এবং বললো, হে ইবনে আব্বাস! আমি এমন একজন লোক যার উপার্জনের পথ হলো আপন হস্ত শিল্প (কিছু ছবি দেখিয়ে বললো) আমি এসব ছবি তৈরি করে থাকি। এটা কি বৈধ? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমি তোমাকে শুধু সে কথাটি শোনাবো যা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি। যে ব্যক্তি কোনো ছবি তৈরী করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে রূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হবে। আর তা কখনো হবে না। কথাটি শুনে লোকটি খুব অতঙ্কিত হলো এবং তার চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে গেলো। হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাকে বললেন, যদি ছবি তোমাকে বানাতেই হয়, তবে তুমি গাছপালা এবং যেসব বস্তুতে প্রাণ নেই সেসব বস্তুরই ছবি বানাও। (বুখারি, হাদিস নং-২২২৫)

হাদিস ভাণ্ডারে এমন অনেক হাদিস রয়েছে। উল্লেখিত হাদিসগুলো দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি তৈরী এবং ছবি সংরক্ষণ করাকে নাজায়িয ও হারাম ঘোষণা করেছেন এবং ছবি ধারণ করা ও ছবি তোলার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছেন। আর যেখানে ছবি দেখা যাবে তা সর্বশক্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

https://t.me/islaMic_fdf

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, নবির উম্মত আজ কিভাবে তাঁর কঠোর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফটো তোলার ও সংরক্ষণ করার উদগ্র প্রতিযোগিতায় মেতে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভেদাভেদ ভুলে গেছে। সর্বত্র ফটো আর ফটোরই ছড়াছড়ি। অথচ কোনো একটি হাদিস বা কুরআনের কোনো একটি আয়াত থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যার দ্বারা এ সব ফটো তোলার বা সংরক্ষণ করার কোনো বৈধতা প্রমাণিত হয়।

হ্যাঁ, বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকতার অনুকরণে কিছু সংখ্যক লোক তাদের মনগড়া মতবাদের ভিত্তিতে মনের কুপ্রবৃত্তি মেটানোর মানসে বর্তমান ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবিকে বৈধ প্রমাণে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ছবি– যাকে ফটোগ্রাফির ছবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়– তা-ও বিশ্বের প্রায় সকল ফকিহ ও ইমামদের দৃষ্টিতে হাতে বা কলমে অঙ্কিত ছবির মতোই হারাম। কারণ, শরিয়তের সর্বস্বীকৃত নীতি হলো, পন্থা ও মাধ্যমের ব্যবধানে মূল বিধানের মাঝে কোনো পরিবর্তন আসে না। ধরুন, শরাব শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম, চাই সেটা হাতের দ্বারা তৈরী হোক কিংবা অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে তৈরী হোক। তেমনিভাবে মানুষ হত্যা হারাম, চাই সেটা সরাসরি তরবারী বা ছুরি দিয়ে হত্যা করা হোক কিংবা অত্যাধুনিক কোনো মেশিনের সাহায্যে গুলি করে হত্যা করা হোক। অনুরূপ ছবি তোলা বা নির্মাণ করা এবং তা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চাই তা ছবি নির্মাতা হাত-কলমের দ্বারা অঙ্কন করুক অথবা ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হোক, এই উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য বা ব্যবধান নেই। (তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম-৪/৩৬৭)

এ সম্পর্কিত হাদিসগুলোর অর্থ ও মর্ম থেকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ এই সিদ্ধান্তে-ই উপনীত হয়েছিলেন যে, ছবি তৈরী করা এবং তা ঘরে ও অফিসে সংরক্ষিত রাখা শরয়ি বিধানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ।

এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর আলোকে চার মাযহাবের ইমামগণ সকল প্রকার প্রাণীর ছবি হারাম কিংবা মাকরূহ তাহরিমি বা অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

এছাড়া গাইরে মুকাল্লিদ কিংবা আহলে হাদিস জামাতের সুপ্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ আলেম হলেন মুহাম্মদ বিন আলি শাওকানি। তিনি এ প্রসঙ্গে নাইলুল আওতার গ্রন্থে প্রায় চার পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করে প্রমাণ করেন যে

https://t.me/islaMic_fdf

প্রাণীর ছবি সর্বাবস্থায় হারাম। তবে এ কথাটি সর্বস্বীকৃত যে, জরুরী অবস্থার জন্য সকল মাসআলাতেই কিছু না কিছু ছাড় থাকে। তাই শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করলে দেখা যায় যে, ইসলামি শরিয়ত অপরাপর মাসআলার মতো ছবি ও ফটোর বিধানের মধ্যেও হাজত ও জরুরতের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রেখেছে। এ কারণে স্থান কাল বিশেষে ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন হাজত ও জরুরতের তাগিদে বিশেষ প্রয়োজনে বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে ছবি ও ফটোর ব্যবহার জায়িয বলে সাব্যস্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, শরিয়তের পরিভাষায় হাজত ও জরুরত বলতে কী বুঝায় তা ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষ বিধায় তার আলোচনা পরিহার করা হয়েছে।

পাসপোর্ট, ভিসা ও আই ডি কার্ডের জন্য ছবি তোলা নাগরিকদের জন্য গুনাহর কারণ হবে না।

ধর্মীয় সভা, সমাবেশ, তাফসির মাহফিলের ফটো তোলা ও ভিডিও করা বৈধ হবে না। তবে মুসলিম সমাজ যদি মারাত্মক ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়, ইসলাম ও মুসলমানিত্ব রক্ষা করা যদি অতীব কঠিন হয়ে পড়ে এবং এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য খ্যাতনামা ফকিহ ও মুফতিগণ ফটো, ভিডিও করাকে অতীব প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তখন অবশ্য ফটো তোলার অবকাশ আছে। মসজিদ মাদরাসার আর্থিক সাহায্যের লক্ষ্যে মানুষের ফটোসহ ভিডিও করা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইফতার মাহফিলের ছবির বিধানও অনুরূপ।

গৃহসজ্জায়, অফিস আদালতে নেতা নেত্রীর এবং জীবজন্তুর ছবি সম্মানজনক স্থানে রাখা সম্পূর্ণ হারাম ও অভিশাপের কারণ, রহমতের ফেরেশতা প্রবেশের অন্তরায়।

মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তোলা ও ভি.ডি.ও করা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা শরিয়তের দৃষ্টিতে কিরূপ? নিজ মোবাইল ফোনে তা সেভ করার হুকুম কী? প্রাণীর ছবি সেভ করে সঙ্গে রেখে নামাজ পড়লে নামাজ হবে কি?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনা প্রয়োজনে কোনো জীব-জন্তুর ছবি তোলা, ছবি তৈরী করা, অন্যকে দিয়ে তোলানো এবং তা সেভ করা, এরপর নিজে তা দেখতে থাকা বা অন্যকে দেখানো, এই কাজগুলো

https://t.me/islaMic_fdf

শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়। এছাড়া এতে অর্থহীন-অবান্তর কাজে জড়িয়ে পড়ার গুনাহও হচ্ছে। ওপরন্তু এর দ্বারা মহিলাদের ছবি তোলার অপরাধ হচ্ছে। এ সব কারণে ছবি তোলার ব্যাপারে যেসব ভয়ানক শাস্তির কথা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ভেবে এই নাজায়েজ কাজ পরিত্যাগ করা আমাদের দায়িত্ব। এটি ইসলামবৈরী শক্তিগুলোর কুটচাল। তারা এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আল্লাহর স্মরণ, যিকির-তাসবিহ, তিলাওয়াত থেকে ভুলিয়ে ছবি তোলার মতো হারাম কাজে এবং মোবাইল ফোনের গেমস ইত্যাদির মাঝে ব্যস্ত করে দেয়। যাতে করে তার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। علامة اعراض الله عن العبد اشتغاله بما لايعنيه ইমাম গাযালি রহ. তাঁর গ্রন্থে এই হাদিসখানা নকল করেছেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্ট থাকার আলামত হলো, লোকটি অর্থহীন অবান্তর কাজে লিপ্ত থাকবে। কলমের মাধ্যমে যেমন ছবি করা জায়িয নেই অনরূপভাবে ফটোর মাধ্যমেও ছবি তৈরী করা, প্রেসে ছাপা, মেশিনে তৈরী করাও জায়িয নেই। তবে নিস্প্রাণ বস্তুর ছবি তোলা, তৈরী করা জায়িয আছে।

এ সমস্ত ছবি যেহেতু মোবাইল ফোনে এমনভাবে সেভ করে রাখা হয় যে, ঐ প্রোগ্রাম খোলা ব্যাতিরেকে ছবিগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না। আর ছবিকে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে (ওয়াল পেপারে) প্রকাশ করলেও তা এত ছোট হয় যে, স্পষ্ট হয় না এবং পকেট ইত্যাদিতে থাকার কারণে ঢাকা থাকে। তাই এ ধরনের মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকলেও নামাজ হয়ে যাবে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ছবি উঠানো, ভি.ডি.ও করা মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও হারাম। তাই মোবাইল ফোনে ছবি ধারণ করে, কম্পিউটারের সাহায্যে তা স্থয়ী না করা হলেও নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তা হারামের অন্ত র্ভুক্ত।

বর্তমানে বিয়ে-শাদীতে ছবি তোলা ও ভি.ডি.ও করার হিড়িক পড়ে যায়। পরিবারের যারা মুরুব্বী এমনকি অনেক দিনদার গার্জিয়ানও এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। ফলে সমাবেশে অনেক হারাম কাজের সঙ্গে ছবি তোলা ও ভি.ডি.ও করার গুনাহও হয়ে যায়। শরিয়তির গুরুত্বপূর্ণ একটি হুকুমের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন। (তাসভির কি শরয়ি আহকাম-৬১,৬৪)

https://t.me/islaMic_fdf

لا تمثال انسان او طير لحرمة تصوير ذى الروح (شامى–٩/٥١٩)

ولو كان على خاتم فضة تماثيل لايكره وليس كتماثيل فى الثياب فى البيوت لانه صغير (شامى–٩/٥٢٠)

ان تصوير ذى روح حرام وان مصوره توعد بعذاب شديد وهو قوله فان الله معذبه حتى ينفخ فيها (عمدة القارى–١٢/٣٩)

ধর্মীয় সভা-সমাবেশ, ওয়াজ ও তাফসির মাহফিলের ফটো তোলার বিধান

বর্তমান বিশ্বে অমুসলিমদের অনুকরণে তাদেরই চক্রান্তের শিকার হয়ে ধর্মভীরু বহু লোককে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ধর্মীয় সভা-সমাবেশে ক্যামেরার দ্বারা ছবি তুলতে দেখা যায়। এদের এ কর্মকাণ্ডে সাধারণ মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ব্যাপকভাবে অনেকের মনে এ প্রশ্ন উদয় হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে ক্যামেরার ফটো মনে হয় আর হারাম নয়, বরং জায়েজ হয়ে গেছে।

১। এসব লোকদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যারা কাজটিকে ভালো মনে করেন না, বৈধও মনে করেন না, কিন্তু অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহসটুকু না থাকায় ফটো তোলার মতো নিকৃষ্ট কাজটিকে নিরবে গ্রহণ করে নিচ্ছেন।

২। আবার অনেকে আরেক ধাপ আগে বেড়ে এ গর্হিত কাজকে মনগড়া যুক্তি দেখিয়ে বৈধ বলার উক্তিও করে চলেছেন। যুক্তিটি হলো, ফটো সাংবাদিকদের ফটো করতে দিলে, টিভি সাংবাদিকদের ক্যামেরা করতে দিলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি ব্যাপক হারে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এতে দিনের দাওয়াতের কাজটি ব্যাপকভাবে গতিশীল হবে। তাই ফটো তোলা হারাম হলেও দিনি জরুরতে তা বৈধ বলে গণ্য হবে।

৩। আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে অনেককে এ কথাও বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ক্যামেরার ছবি জায়েজ আছে। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যুগে ক্যামেরা ছিল না, তাই ক্যামেরার ছবিকে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধও করেন নি বিধায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফটো করতে কোনো দোষ নেই।

https://t.me/islaMic_fdf

এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছবি তোলার শরয়ি বিধান সম্পর্কে সামান্ন আলোকপাত করছি।

কুরআন-হাদিসের আলোকে সাহাবা ও তাবেয়িনের দৃষ্টিতে চার মাযহাবসহ সকল ফক্বিহগণের মাযহাবে এবং আমাদের অতিত ও বর্তমান মুহাক্কিক গবেষকদের সকলেই প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জরুরত এবং হাজাত ব্যতীত কোনো অবস্থায় প্রাণীর ছবি তোলা ফটোগ্রাফির সাহায্যেও সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ। একমাত্র জরুরত-হাজাত এর অবস্থায়ই এ হারাম গ্রহণ করে নেয়া যাবে।

সুতরাং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুপাতে এ মাসআলার উত্তর হলো, যদি কোনো মুসলিম দেশের মুসলমান আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বসে, যার ফলে মুসলমানদের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়ে ইসলামি কর্মকাণ্ড বন্ধ করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করণ, ওলামাদের ওপর নির্যাতন, গ্রেফতার, হত্যা ইত্যাদি চালানো হচ্ছে। তাদের এ চক্রান্ত ও অপবাদের মোকাবেলা করা অত্যাধুনিক মিডিয়ার সাহায্য ছাড়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

এসব মিডিয়ার আশ্রয় নেয়া না হলে ইসলাম ও মুসলমানের অস্তিত্ব রক্ষা করা, আগ্রাসী তথ্য-সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করা একরকম অসম্ভব মনে করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ বৃহৎ স্বার্থে ও দিনি হাজাত (حاجت) বা প্রয়োজনে অন্তরে পূর্ণ ঘৃণা রেখে (ضرورة) 'জরুরতান' ধর্মীয় সভা-মিছিলে ফটো তোলার অনুমতি হতে পারে। তাবে এর জন্য শর্ত হলো–

ক) যুগশ্রেষ্ঠ মুফতিয়ানে কেরাম বিদ্যমান পরিস্থিতিকে হাজাতের অন্তর্ভুক্ত বলে ফতোয়া দিতে হবে।

খ) অন্তরে ফটো তোলার প্রতি ঘৃণা রাখতে হবে।

গ) পরবর্তীকালে তার জন্য ইস্তিগফার করে নিতে হবে।

ঘ) এমন পরিস্থিতিতে যতটুকু প্রয়োজন তার ওপর এ কাজকে সীমিত রাখতে হবে।

একমাত্র এই অবস্থা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ধর্মীয় সভা-সমাবেশে ফটো তোলা জায়েজ হবে না, বরং হারাম বলে গণ্য হবে। কেননা শরিয়তের উসুল হলো– الغاية لا تبرر الوسيلة সঠিক ও হক্ব লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হতে অবৈধ পন্থাকে গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌছার

https://t.me/islaMic_fdf

জন্য অবৈধ পন্থাকে বৈধ মনে করে অবলম্বন করা যাবে না। তাহলে দিনি দাওয়াতের সম্প্রচারে (যা বৈধ লক্ষ্য) অবৈধ পন্থা (ফটো তোলার মত হারাম পথ) অবলম্বন করা বৈধ হবে না। এক কথায় ইসলাম অবৈধ পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে বৈধ লক্ষ্য উদ্দেশ্য গ্রহণ করার অনুমতি দেয়নি। বরং মাকসুদ বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেমন বৈধ, তা অর্জন করার পন্থাও বৈধ হওয়া জরুরি। সৎ-অসৎ যে কোনো পন্থায় বৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের ফর্মূলা একমাত্র খৃষ্টান ও শিয়ারাই অবলম্বন করে থাকে।

সুতরাং ধর্মীয় সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং এবং ওয়াজ ও তাফসিরের মাহফিলে ক্যামেরা-ফটো তোলা ও ভিডিও করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ।

সারকথা, মুসলমান যদি এমন মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হয় যে, ফটো, ভিডিও, টিভির আশ্রয় না নিলে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকানো অসম্ভব বা মারাত্মক কঠিন হয়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে- الضرورة تبيح المحظورات এবং الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت ام عامة অর্থাৎ শরয়ি জরুরতের ক্ষেত্রে হারামও হালাল হয়ে যায়। আর একান্ত প্রয়োজন (যাকে হাজাত বলে) এ ক্ষেত্রে জরুরতের স্থান পেয়ে যায়। তাই মুফতিয়ানে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরোক্ত শর্তে একমাত্র এ অবস্থায় ফটো করার অবকাশ থাকবে। সাধারণ অবস্থায় কোনো ধরনের ধর্মীয় সভা-মাহফিলে দিন প্রচার, দাওয়াতি কাজের ব্যাপকতা, সময়ের দাবী ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে ফটো তোলা, টিভিতে প্রচার করা, ভিডিও, সিডি করা নিকৃষ্টতম অপরাধ ও স্পষ্ট হারাম। কারণ, এসব অবস্থায় যুক্তিগুলো এমন নয় যা দ্বারা কোনো অকাট্য হারাম কাজ হালাল হতে পারে।

এ কারণে আহলে হক্ব, আল্লাওয়ালা, দিনদার, পরহেযগার, মুত্তাকি কোনো আলেমকে এ যাবতকাল পর্যন্ত কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফটো, ভিডিও, সিডি ধারণ করতে দেখা যায়নি। একমাত্র ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের নিমিত্তে তথাকথিত কিছু আলেমকেই একাজে লিপ্ত দেখা যায়।

হ্যাঁ, একথা সত্য যে, ফটো তোলার ব্যাপারে তিন প্রকারের লোক দেখা যায়।

ক) যারা ফটো তোলা, টিভি, ভিডিও করাকে নাজায়েজ মনে করেন, তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিরব থাকেন, তাদের খেদমতে গুজারেশ হলো,

https://t.me/islaMic_fdf

শরিয়তের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, এসব ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। বরং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হলে–

১। সাধ্যমত এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে।

২। হাতে বা মুখে প্রতিবাদ করার শক্তি-ক্ষমতা না থাকলে অন্ততপক্ষে অন্তর দিয়ে কঠোরভাবে ঘৃণা করতে হবে।

৩। ফটো তোলার স্থান ত্যাগ করতে হবে। নতুবা পূর্বে এ অবস্থার কথা জানা থাকলে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রতিবাদ করা শরিয়তের নির্দেশ। তা কার্যকর হওয়া আর না হওয়া ভিন্ন ব্যাপার।

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

قال ابی سعید سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذالك اضعف الایمان، (صحیح مسلم–کتاب اللایمان)

অর্থাৎ আবু সায়িদ রা. বলেন, আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কর্ম দেখবে অবশ্যই হাত দিযে তা বাধা দিবে। তা সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে বারন দেবে। আর তাও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। এটা বড় দুর্বল ঈমানদারের পরিচয়।

আল্লামা ইমাম নববি রহ. স্বীয় গ্রন্থে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন–

قال النووی فی شرح مسلم: قال العلماء رحمه الله لا یسقط عن المکلف الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لکونه لا یفید فی ظنه بل یجب علیه فعله. (ج۱ ص۶۹)

অর্থাৎ ফক্বিহগণ বলেছেন, কোনো মুসলামনের জন্য ভালো কাজের আদেশ আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব বিলুপ্ত হবে না। এ কারণে যে, তার ধারণা, এতে কোনো লাভ হবে না (কার্যকর হবে না)। বরং ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তার ওপর ওয়াজিব।

অতএব যারা নীরবে এ অন্যায় কাজে সাহায্য করে থাকেন তাদের জন্য উপরোক্ত কাজগুলো পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা জরুরি, অন্যথায় গুনাহগার হতে

https://t.me/islaMic_fdf

হবে। তবে কোনো মুসলমানের ফটো যদি এসব অনুষ্ঠানে তার অজান্তে ধারণ করে ফেলে সংবাদ পত্রে, টিভিতে তা প্রচার করে, তাহলে উক্ত লোকটি গুনাহগার হবে না। বরং গুনাহের দায়-দায়িত্ব ফটো ধারণকারীর ওপর বর্তাবে।

খ) দ্বিতীয় প্রকারের লোক যারা এসব পবিত্র অনুষ্ঠানের ফটোকে জরুরত বা হাজাতের অন্তর্ভুক্ত বলে বৈধ মনে করেন, তাদের খেদমতে গুজারিশ হলো, উসুলে ফিক্বহের আলোকে ভালো করে গবেষণা করে দেখুন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপক সম্প্রচার কি শরয়ি জরুরত কিংবা হাজাতের অন্তর্ভুক্ত নাকি এটা মনের চাহিদা পূরণের বুলি? আদৌ কি কোনো জরুরত বা হাজাতের আওতায় আসে এসব যুক্তি? নাকি এসব কথা শয়তানের কুমন্ত্রণা বা বিধর্মীদের অনুকরণে সৃষ্ট?

শরয়ি জরুরত ও হাজাতের আলোকে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, মৃত প্রাণীর গোশত খেয়ে প্রাণ বাঁচানো বা মানুষের প্রাণ-ধর্ম রক্ষার্থে একান্ত প্রয়োজন –যা না হলে হয় না– এর মতো কোনো বিষয় এর মধ্যে নেই। সুতরাং এসব ফটোকে কোনোভাবে জায়েজ বলার অবকাশ নেই।

গ) তৃতীয় প্রকারের লোক যারা ফটোগ্রাফির ছবিকে নিষেধ ও হারাম মনে করেন না বলে এসব ছবিকে বৈধ বলে থাকেন, তাদের খেদমতে আরজ হল, আপনি নিজের মন ও নফসকে মুফতি না বানিয়ে মেহেরবানি করে চার মাযহাবের ইমামগণ মুহাক্কিক মুফতিয়ানে কেরামের অভিমত ও সিদ্ধান্ত পড়ে দেখুন। সর্বস্তরের নির্ভরযোগ্য ফকিহদের মতে, নিঃসন্দেহে ক্যামেরার ছবি হারাম।

এ বিষয়টি বিভিন্ন কিতাবে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশ্বের বহু ফকিহগণের সিদ্ধান্তও উল্লেখ আছে। ঠাণ্ডা মাথায় আল্লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দিন বুঝার নিয়তে পড়ুন। আশা করি আপনি ভুল মতামত পরিহার করে সঠিক পথ খুঁজে পাবেন।

সর্বশেষ কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এ কথাও নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যুগশ্রেষ্ঠ বহু আল্লাহওয়ালাদের দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারাও ফটো তোলার মতো গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। এটা আলেম সমাজের জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা মনে করি, কোনো আহলে হক্ব আল্লাহওয়ালা এ নিকৃষ্ট কাজে

https://t.me/islaMic_fdf

স্বেচ্ছায় লিপ্ত হতে পারেন না। তাই তো দেখা যায়, আজও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কঠিন অবস্থাতেও কোনো কোনো আলেম ছবির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং প্রতিবাদ করেন। لا يخاف لومة لائم অর্থাৎ কোনো নিন্দুকের সমালোচনার তোয়াক্কা করেন না।

এতদসত্ত্বেও যাদেরকে এ গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে তারা হয়ত বুঝে উঠতে পারেননি অথবা স্বার্থবাদী কোনো মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তা করেছেন। সব মিলিয়ে ব্যাপারটি যে অত্যন্ত দুঃখজনক, এটা স্বীকার না করে উপায় নেই।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহ ও তাদের কা'য়িদ ও রাহনুমাদের বিপথগামিতা হতে রক্ষা করুন।

মুসল্লিসহ মসজিদ, ছাত্র-শিক্ষকসহ মাদরাসার ছবি ও ইফতারকারীদের ভিডিও-ফটো ধারণ করা

বর্তমান যুগে বিভিন্ন সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে বা অনুদানে বহু জায়গায় মসজিদ-মাদরাসা, এতিমখানা ইত্যাদি নির্মাণ করে দিচ্ছে। নিসন্দেহে একাজ মহৎ। জনগন ও রাষ্ট্রের জন্যে তার উপকারিতা ব্যাপক।

পক্ষান্তরে অনেকে এসব প্রকল্প নির্মাণকালে তার ভিডিও-ছবি দেখতে চেয়ে পাঠান। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে শরয়ি নীতিমালা স্মরণ করিয়ে দেয়া মুসলমানদের ঈমানি দায়িত্ব। এ ব্যাপারে শরয়ি বিধান হলো, প্রাণবিহীন শুধু মসজিদ-মাদরাসা ও এতিমখানা ইত্যাদির ফটো তুলে দেয়া আপত্তিকর হবে না। কারণ, এগুলো নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু মুসল্লিসহ, ছাত্র-শিক্ষক বা অন্য কোনো মানুষ-প্রাণীসহ ফটো তোলা, ভিডিও করা মোটেও শরিয়তসম্মত হবে না। কেননা প্রাণীর ছবি অন্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে তোলা হলেও অবৈধ ও নাজায়েজ হবে। আর এসব প্রাণীর ছবি তোলা কোনো জরুরত বা হাজাতের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় এ কাজটি বড় গর্হিত কাজ। সকল মুসলামানের দায়িত্ব তাদের এ কথা বলা যে, বিশ্বস্ততা অবলম্বন করতে হলে স্বয়ং এসে পর্যবেক্ষণ করুন, না হয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিশ্চিত হোন। তাতেও না হলে মুসল্লিবিহীন মসজিদ এবং মানুষবিহীন মাদরাসা বা এতিমখানা ইত্যাদির ছবি করে পাঠাতে কোন আপত্তি নেই।

https://t.me/islaMic_fdf

সুতরাং দাতাদের অর্থ যথাস্থানে ব্যবহার হওয়ার নিশ্চয়তা অর্জনে যেহেতু ফটো ছাড়াও বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে, তাই এটাকে জরুরত অথবা হাজাতের অন্তর্ভুক্ত বলে বৈধ মনে করা অথবা দিনি প্রয়োজন বলে যুক্তি দাঁড় করে জায়েজ বলার কোনো সুযোগ নেই। এর চেয়ে আরো পরিতাপের বিষয় হলো, চাঁদা আদায়ের জন্য ফটো তোলা, আর্থিক সহযোগিতা ও অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনায় ছাত্র-শিক্ষকের বিভিন্ন প্রকার ছবি ধারণ করে দেশ-বিদেশে পাঠানোর প্রথা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চালু হয়ে গেছে, অথচ তারা ভালো করে জানেন যে, প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক উন্নতি অগ্রগতির লক্ষে অভাব-অনটন নিবারণের স্বার্থে এসব গুনাহ করা হচ্ছে। শরিয়তের উসুল হলো– الغاية لا تبرر الوسيلة। অর্থাৎ কোনো অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে ভালো উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে না। তাই ফটোর মতো হারাম কাজ করে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে, এমন কোনো যুক্তি শরিয়তসম্মত নয়।

পাণিপ্রার্থী মেয়ের ছবির বিধান

কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ওঠলে অনেক লোক তার ছবি দেখতে চায়। সে এই বাহানা পেশ করে যে, হাদিসে এসেছে, এমন মেয়েকে আগেই দেখে নাও, যাতে পরবর্তীকালে কোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। ইসলামি শরিয়তমতে তার এই কাজ জায়েজ নয়। এই উদ্দেশ্যে মেয়ের ছবি তোলা এবং পরবর্তীকালে ছেলের কাছে সেই ছবি পাঠানো, অতপর মেয়ের সেই ছবি হাতে নিয়ে ছেলের বারবার দেখা ও তার থেকে সুখ নেওয়া; এ সবকিছু নাজায়েজ ও হারাম। হাদিসে পাণিপ্রার্থী মেয়েকে দেখে নেয়ার যে কথা বলা হয়েছে, ব্যাখ্যাকারগণ তার সর্বোত্তম সুরত লিখেছেন, তাকে দেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিজের কোনো মাহরাম মহিলাকে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে মেয়ের অবস্থা ও সার্বিক বিবরণ জেনে নিশ্চিত হয়ে নিবে। পাত্রের জন্যে একবার মুখ দর্শন করাও জায়েজ।

ويجوز النظر إلى المرأة التي يريد ان يتزوجها عندنا وعند الشافعي واحمد وأكثر العلماء وجوز مالك باذنها، وروى عنه المنع مطلقا، ولو بعث إمرأة تصفها له لكان أدخل في الخروج عن الخلاف. (لمعات شرح مشكوة، حاشية:٢/٢٦٧)

https://t.me/islaMic_fdf

বাগদত্তার ছবি রাখার বিধান

শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত বাগদত্তা নারী স্ত্রী হয় না। এখনো সে অনাত্মীয় রয়ে গেছে। বাকি আট-দশজন মহিলার মতো তাকে দেখা, তার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করা, কাছাকাছি আসা; এই সবই হারাম। এভাবে নিজের কাছে তার ছবি রাখা এবং তা দেখে সুখ অনুভব করা একজন অনাত্মীয় মহিলা দেখে সুখ অনুভব করার নামান্তর। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে যা নাজায়েজ ও হারাম।

কাজেই নিজের কাছে বাগদত্তার ছবি রাখা শরিয়তমতে নাজায়েজ। মহিলার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রজোয্য। অর্থাৎ যেই পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে বলে চূড়ান্ত হয়েছে, তার ছবি নিজের কাছে রাখা এবং তা দেখে সুখ অনুভব করাও জায়েজ নয়। এমনকি বিয়ের পরও বিনাপ্রয়োজনে তার ছবি রাখাও জায়েজ হবে না। এজন্যে খামাখা একে অপরের ছবি দেখা ও দেখানো গুনাহের কাজ।

মোবাইল ফোনে ফিল্ম দেখা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে ফিল্ম দেখার শরয়ি বিধান কী?

উত্তরঃ ফিল্ম দেখা সর্বাবস্থায় নাজায়িয ও হারাম। মোবাইল ফোনে দেখা হোক বা অন্য যে কোনোভাবেই দেখা হোক।

قال الله تعالى– ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

(সুরা আনআম-১৫১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া-১/১২৬)

হজের ফিল্ম দেখাও হারাম

ইসলামের অন্যতম প্রতীক হজ্ব। হজ্বের ওপর ফিল্ম তৈরি করা, সিনেমায় প্রদর্শন করা; যেখানে বাইতুল্লাহ, আরাফাত, মিনা ইত্যকার স্থানের দৃশ্য ও অন্যান্য ইবাদত পালনের জীবন্ত দৃশ্য দেখানো হয়। এই ফিল্মেও অনেকগুলো মন্দ দিক রয়েছে,

১। সত্ত্বাগতভাবেই ফিল্ম জিনিসটি শরিয়তের আলোকে নিষিদ্ধ ক্রীড়া ও বিনোদনের উপকরণ। এই ধিকৃত বিনোদনযন্ত্রকে দিনি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা প্রকারান্তরে দিনের প্রতি চরম অসম্মান ও বিদ্রুপ ছাড়া কিছুই নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. 'তারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা রূপে গ্রহণ করেছে'।

২। হজ্বের মাঝে যেসব ক্রিয়াকর্ম হয়, এর অধিকাংশগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত। এই সব ক্রিয়াকর্মের শুদ্ধতা, উপকারিতা ও খোদাপ্রদত্ত হওয়া; এই বিষয়গুলো মানববুদ্ধির মাপদণ্ডে বিচার করা মুশকিল। মুসলমানরা এগুলোকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আপন করে নিয়েছে। যখন ইসলামের শত্রুরা এই ফিল্ম দেখবে, তখন তারা তার গভীরতা বুঝবে না। এগুলোকে তারা অর্থহীন কাণ্ডকলাপ অভিহিত করে উপহাস করবে। আর এই ফিল্ম নির্মাতা হবে সেই বিদ্রুপের আয়োজক।

৩। এই ফিল্মের মাঝে প্রাণীর ছবি ব্যবহৃত হবে। প্রাণীর ছবি দেখা ও দেখানো, বিশেষত পুরুষদের জন্য মহিলাদের ছবি আর মহিলাদের জন্য পুরুষের ছবি প্রদর্শন; তাও অর্ধখোলা অবস্থায় অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

অনেক লোক এগুলো দেখা ও দেখানোকে সওয়াবের কাজ মনে করে। যখন এই কাজটি জায়েজই নয়, তখন নাজায়েজ কাজকে সাওয়াবের কাজ মনে করা তো অনেক বড় গুনাহ। কাজেই এ জাতীয় ফিল্ম প্রদর্শন করা বা দর্শন করা; সবটাই নাজায়েজ। যা পরিহার করা ফরয। (আহসানুল ফাতাওয়া-৮/১৭৩)

মোবাইল ফোনে গান শোনা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছবিমুক্ত গান শোনার শরয়ি হুকুম কী?

উত্তরঃ গান শোনা সর্বাবস্থায় গোনাহ। ছবিযুক্ত হোক বা ছবিমুক্ত হোক। চাই তা সরাসরি শোনা হোক বা মোবাইল ফোনে হোক কিংবা অন্য কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে হোক। যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি। গান-বাদ্যের উপকরণ বা যন্ত্র সম্পর্কে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট ঘোষণা 'আমার রব আমাকে গান বাজনার যন্ত্র বিলোপ করার জন্য আদেশ করেছেন'।

গানের অপকারিতা সম্পর্কে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করবে। মদের আসল নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দেবে। এর শীর্ষদেশে বাদ্য বাজানো হবে, গায়িকারা গান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জমিনে

https://t.me/islaMic_fdf

ধসিয়ে দিবেন এবং ওদের কতিপয়কে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করবেন।

বায়হাকি ও আবু দাউদ শরিফে আছে, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– মানুষের অন্তরে গান বাজনা এমনভাবে মুনাফিকি ও কপটতা সৃষ্টি করে, যেমন পানি ক্ষেতকে উর্বর করে।

বর্তমান যুগের গান বাদ্যগুলো নির্লজ্জতা ও যৌনতা প্রচারের বড় মাধ্যম ও নৈতিকতা বিধ্বংসী। যুবতী, হাস্যময়ী, লাস্যময়ী সুন্দরী গায়িকারা গান গেয়ে পুরুষ জাতিকে বিমুগ্ধ করে। আত্মশুদ্ধি ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিপরীতে পাশবিকতার জন্ম দেয়। অথচ ইসলাম নৈতিক পবিত্রতার প্রতি সীমাহীন গুরুত্বারোপ করেছে। পরপুরুষের সঙ্গে নারীর মধুমিশ্রিত কোমল কণ্ঠে কথা বলাও জায়িয রাখা হয়নি। কুরআনে কারিমে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। ভিন্ন মেয়ে লোকের মধুর কণ্ঠস্বরের স্বাদ গ্রহণ করাকে যিনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গান বাজনা শ্রবণ করা কোনো ক্রমেই জায়িয হতে পারে না। (ইবনে মাযা, ইসলাম আওর মুসিকি-১৪৮)

فى الحديث من جلس الى قينة يسمع منها صب فى اذنه

واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام، (شامى–٩/٥٦٦، كتاب الفقه على مذاهب الاربعة–٢/٤١)

ليشربن اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير(ابن ماجه)

মোবাইল ফোনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার শরয়ি হুকুম কী?

উত্তরঃ প্রচলিত খেলাধুলার মাঝে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি প্রতিটি খেলাই শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয ও হারাম। তাই এসব খেলা সরাসরি দেখা যেমন হারাম তেমনি মোবাইল ফোন, টেলিভিশন ইত্যাদিতে দেখাও হারাম।

প্রচলিত খেলাধুলাগুলো নাজায়িয হওয়ার কারণ হলো, এসব খেলার মাঝে শরিয়তের দৃষ্টিতে অনেক নাজায়িয দিক রয়েছে। তবে নাজায়িয দিকগুলো বর্জন করে যদি এসব খেলাধুলা করা যায় তবে তা জায়িয আছে।

https://t.me/islaMic_fdf

নাজায়িয দিকগুলো হলো–

১। যে সব খেলায় নিম্নের হারাম বা গুনাহের সংমিশ্রণ আছে সেগুলো নাজায়িয। যেমন- সতর খোলা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, জুয়া, বাদ্য বাজনা বা বিজাতির অনুকরণের সংমিশ্রণমূলক খেলা।

২। যে সব খেলা ফরয ও ওয়াজিব থেকে উদাসীন করে দেয়, সেগুলোও নাজায়িয।

৩। যে সব খেলা অর্থহীন, উদ্দেশ্যবিহীন, শুধু সময় কাটানোর জন্য খেলা হয়, সে সব খেলা নাজায়িয। কারণ, তাতে জীবনের অমূল্য সম্পদ সময়কে নিরর্থক কাজে বিনষ্ট করা হয়।

৪। অধিকাংশ খেলায় নারী-পুরুষ, যবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা হয়ে থাকে। নারীর ড্যান্স, নাচগান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অপসংস্কৃতির বিভীষিকা পরিলক্ষিত হয়।

৫। শরয়ি সতরের সীমারেখা লংঘন করা যাবে না। অথচ অধিকাংশ খেলায় সতরের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। পুরুষরা জাঙ্গিয়া পরে, মেয়েরা অর্ধউলঙ্গ কিংবা আঁটসাট পোষাক পড়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে।

৬। হার-জিতের উদ্দেশ্যে খেলা যাবে না। বরং খেলতে হবে একমাত্র শরীরচর্চা ও মানসিক প্রশান্তি অর্জনের জন্য। তাছাড়া জয়ী পক্ষকে যদি পরাজিত পক্ষ হতে কোনো অর্থ-সম্পদ দেয়ার শর্ত থাকে, তাহলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর জুয়া হলো নিকৃষ্ট গুনাহ ও হারাম।

৭। নামাজ, জামাআত বা শরিয়তের কোনো বিধি-বিধান পালনে কোনো প্রকার ত্রুটি হতে পারবে না।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, এসব খেলা দেখা জায়িয নেই। চাই সরাসরি হোক বা মোবাইল ফোন, টেলিভিশনে হোক। কারণ, এসব খেলা দেখা সময়ের অপচয় এবং অনর্থক কাজ -এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা নামাজ ইত্যাদিতে গাফলতি আসে। অনেক সময় এতে গুনাহে লিপ্ত হতে হয়। কেননা, খেলা চলাকালীন অশ্লীল ছবি এবং নাজায়িয ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপনও দেখানো হয়, যা থেকে দৃষ্টি ফেরানো অনেক মুশকিল। (মিরকাতুল মাফাতিহ-৭/৩১৮, বাজলুল মাজহুদ-১১/৪২৮, আহকামুল কুরআন-৩/১৯২, মা'আরিফুল কুরআন-৭/২৩, শামি-৬/৪০৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/২৫৭, ফাতাওয়া রাহিমিয়া-১/৩২৬)

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোনে ভিডিও গেমস খেলার শরয়ি বিধান

প্রশ্নঃ আধুনিক খেলাধুলার মধ্যে ভিডিও গেমস এর প্রচলন খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল মোবাইল ফোনেও বিভিন্ন প্রকার ভিডিও গেমস খেলা যায়। পড়াশুনা করতে করতে শরীরে অস্বস্থিবোধ করলে কিছু সময় গেমস খেলে মানসিক চাঙ্গা হওয়া শরয়ি দৃষ্টিতে জায়িয কিনা?

উত্তরঃ পশ্চিমা কোম্পানিগুলো শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য কম্পিউটারে এমন এমন গেমসের ব্যবস্থা রেখেছে যা খেলে শিশুরা ক্লান্ত ও পরিতৃপ্ত হয় না। একেকটি গেমস বানাতে কয়েকটি টিম যৌথভাবে কাজ করে। টিমে যেসব বিশেষজ্ঞ থাকে–

১. গ্রাফিক্স ডিজাইনার; ২. গেমস ডিজাইনার; ৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার; ৪. মিউজিক ডিজাইনার; ৫. কালার ডিজাইনার; ৬. মনোবিশেষজ্ঞ

গেমস ডিজাইন করার জন্য প্রায় দুশো বিশেষজ্ঞ মিলে কাজ করে। মনোবিশেষজ্ঞরা শিশুদের মনোজগত সামনে রেখে এমন গেমস তৈরী করে যে, শিশুদের মন এর প্রতি পাগল হয়ে যায়। তারা গেমসের জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে চায়। এজন্য শিশুরা যখন গেমস খেলতে বসে তাদের পড়াশুনার কথা মনে থাকে না, নামাজের কথাও ভুলে যায়। আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু তার ছেলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, সে এশার পর গেমস খেলতে বসলো আর সেখানে বসেই তার সকাল হলো। অথচ গেমস খেলতে চোখ, মন-মস্তিষ্ক এবং দু'হাত ব্যস্ত থাকে। তা সত্ত্বেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে! বাহ্যত শুধু এটা মনে হয় যে, গেমসের দ্বারা শিশু অনেক সময় নষ্ট করছে। নামাজে উদাসীনতা দেখাচ্ছে। কিন্তু গেমস মিউজিকে যে পটভূমিবার্তা দিয়ে যায় তা সাধারণ লোকদের জানা থাকার কথা না। এই গানের মাঝে এমন বিষ ঢুকিয়ে দেয়া আছে যে, শিশুরা শিগগিরই ধর্ম থেকে ছিটকে পড়বে। বড়দের জন্য যে গেমস তৈরি করা হয় এর মাঝে মেয়েদের নগ্নছবি থাকে। একথা স্পষ্ট, যখন বিদ্যুত চমকাবে তখন বৃষ্টি তো বর্ষিত হবেই। ফলাফল ব্যভিচার।

পশ্চিমা দেশগুলো জয় করে এখন আমাদের দেশেও ভিডিও গেমসের ব্যাপক প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এই গেমস খেলেছে এবং যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের সূত্রে যতটুকু জানা গেছে, সেই বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে

https://t.me/islaMic_fdf

আমরা কিছু কারণ বের করেছি। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই খেলাটিও জায়েজ নয়। কারণ হলো,

১. এই খেলাটিতে দ্বীনি ও দৈহিক কোনো উপকার নেই। যেই খেলার মধ্যে দ্বীনি ও দৈহিক কোনো উপকারিতা নেই, সেই খেলা জায়েজ নয়।

২. এম মাধ্যমে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে। এটি আল্লাহর স্মরণ থেকেও গাফেল করে দেয়। এমনকি এর কারণে নামাজের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ওপরও গাফলতি চলে আসে। এমনও দেখা গেছে যে, রমাযানুল মোবারকে তারাবিহ ছেড়ে এই খেলার মধ্যে মত্ত হয়ে গেছে।

৩. এর বড় একটি ক্ষতি হলো, এই খেলার অভ্যাশ হয়ে গেলে পরবর্তীকালে তা ছাড়া মুশকিল হয়ে যায়।

৪. অনেকগুলো গেমসে ছবি ও ভিডিও থাকে। তার চিত্রগুলো খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকে। যা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ।

৫. এই খেলাটির মাধ্যমে বালকেরা মনের খুশি ও স্বাদ লাভ করে। অথচ কোনো নাজায়িয জিনিস থেকে মজা নেওয়াও শরিয়তমতে হারাম। অনেক ফিকাহবিদ তো একে কুফরি বলে অভিমত পেশ করেছেন।

এছাড়াও এই খেলাটির কারণে শিশুদের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। তার পড়ালেখার ব্যাঘাত ঘটে। এই খেলায় মত্ত হয়ে গেলে পড়ালেখাসহ অন্যান্য গঠনমূলক কাজে তার মনে আগ্রহ থাকে না। উক্ত কারণসমূহ বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হচ্ছি যে, এই খেলাটিও আল্লাহ তা'আলার নিম্নের নির্দেশের আওতায় পড়ছে–

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين

'একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মনোরঞ্জক গান, বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করে এবং একে তারা প্রমোদরূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শক্তি।' (সুরা লুকমান-৬)

https://t.me/islaMic_fdf

হযরত হাসান রহ. বলেন, উল্লেখিত আয়াতে لهو الحديث 'মনোরঞ্জক গান, বাদ্যযন্ত্র' বলতে বুঝানো হয়েছে, প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তার স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। যেমন, উপকারিতাশূন্য খেল-তামাশা, অর্থহীন গাল-গল্প, হাসি-ঠাট্টা ও বাজে কথার মাঝে লিপ্ততা এবং গান-বাদ্য ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে তার বিধান ব্যাপক থাকবে। কাজেই যে খেলাতেই অনর্থক অর্থ ও সময়ের অপচয় ঘটবে, সেই খেলাটি উক্ত আয়াতের নিন্দার আওতায় পড়বে। যেহেতু ভিডিও গেমসের মাঝে উক্ত অনিষ্টতাগুলো রয়েছে, এ কারণে এই খেলাটি নাজায়িয। এর মাঝে সময় ও অর্থ ব্যয় করাও নাজায়েজ। (আপ কে মাসাইল: ৭/৩৩৬)

ক) এমন ভিডিও গেমস যেগুলোতে কোনো প্রাণীর ছবি থাকে না। নিস্প্রাণ জিনিসের ছবি দ্বারা খেলা হয়। যেমন- হেলিকপ্টার, বিমান, রকেট, নৌযান, সামুদ্রিক জাহাজ, সাব মেরিন, মোটর সাইকেল, কার, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির ছবি থাকে। এসব নিয়ে বিভিন্ন রকমের খেলা হয়। অথবা প্রাণীর ছবি থাকলেও অস্পষ্ট থাকার কারণে ছবি বলা যায় না। অর্থাৎ নাক, কান, চোখ, মুখ ইত্যাদি অস্পষ্ট, কেবল নকসার মতো মনে হয়। উভয় অবস্থাতেই মানসিক বিনোদন, মানসিক ক্লান্তি বিদূরণ ও মনকে চাঙ্গা করার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে এসব গেমস খেলা যেতে পারে।

১. তাতে জুয়া থাকতে পারবে না।

২. নামাজ নষ্ট হতে পারবে না।

৩. বান্দার হক নষ্ট হতে পারবে না।

৪. পড়া লেখা ও জরুরি কাজে প্রভাব পড়তে পারবে না।

৫. অপব্যয় হতে পারবে না।

৬. ভীষণ বিভোর হতে পারবে না।

খ) এমন ভিডিও গেমস যেগুলোতে প্রাণীর ছবি স্পষ্ট থাকে। ছবির কারণে এ খেলা নাজায়িয হবে। বিশেষতঃ যখন এ খেলাতে–১। ছবির নিষিদ্ধতা মন থেকে উধাও হয়ে যায়। ২। নামাজ বরবাদ হয়। ৩। বান্দার হক,

https://t.me/islaMic_fdf

শিক্ষা ও জরুরি কাজকর্মে প্রভাব পড়ে। ৪। অপব্যয় ও বিভোরতা অবশ্যই হয়।

এ ছাড়াও এ ধরনের খেলাতে মানসিক ক্লান্তি দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পায়। পড়াশুনা ইত্যাদি জরুরী কাজে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। (মাহমুদিয়া-১৭/৩২৮, ইমদাদুল মুফতি-৮৩০)

اما اذا قصد التلهى او الفخر او التری شجاعته فالظاهر الكراهة وقال فى الدر المختار اما بدونه فيباح فى كل الملاعب (شامى-٩/٥٧٧)

এ ছাড়া মোবাইল ফোনে গেমস খেলা সময়ের অপচয় এবং অনর্থক খেলাধুলা ও রং তামাশা করা মুসলমানদের জন্য কখনো উচিত নয়। এ কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ, এতে জীবনের মহামূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করা হয়। এ ধরনের খেলায় দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনো উপকার নেই।

সুতরাং অস্বস্তি দূর করার জন্য কিছু হাঁটা-চলা করা যেতে পারে বা যে কাজে লেগে আছে, সে কাজ বন্ধ রেখে অন্য কোনো কাজ করতে পারে বা পরস্পরে কিছু আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। (সুরা লোকমান-৬, সুরা ইসরা-১২-১৭, সুরা ফাতির-৩৭)

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ،

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه (شعب الايمان حديث-٤٩٨٧)

ছাত্রদের জন্য মোবাইল ফোন একটি জীবন বিধ্বংসী ভাইরাস

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গের নাম 'মোবাইল'। বর্তমানে এটি যেন জীবনেরই একটি অংশ হয়ে হয়ে গেছে। সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দুপুর সর্বাবস্থাতেই মোবাইল ফোন থাকছে সঙ্গে। ক্ষণিকের জন্যও হয় না চোখের আড়াল। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-শিক্ষক সকলের হাতেই এখন মোবাইল ফোন দেখা যায়। আজকাল মোবাইল ফোন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি কারো কারো জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু বটে, যদি নিয়মের ভেতরে থেকে ব্যবহার করে। আবার

https://t.me/islaMic_fdf

কারো জন্য রং তামাশা, ফ্যাশন ও ষ্টাইল। আবার কারো জন্য জীবন বিধ্বংসী ভাইরাস ও অভিশাপ।

বিশেষকরে তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী ও ইলমে ওয়াহির তালেবে ইলমরা এর করুণ শিকার। তারা বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়াই কেবল ফ্যাশন হিসেবে একে ব্যবহার করে অর্থের চেয়ে অধিক মূল্যবান 'সময়' নষ্ট করছে এবং নানাবিধ গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের জন্য এটি যেমন অভিশাপ তেমনী জীবন বিধ্বংসী ভাইরাসও। কেননা, আধুনিক এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি তাদের সমস্ত সময় গ্রাস করে নিচ্ছে। ঘরে, বাইরে, ক্লাসে ও হলে সব জায়গায় তাদের হাতে ফোন আর ফোন। মোবাইল ফোন ফোনের কল্যাণে(?) তারা অনেকেই যথা সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হতে পারছে না। পারছেনা ঠিকমত ঘুমোতেও। মেধাবী একটি ছাত্র ভাল রেজাল্ট ও ফলাফলের জন্য সারারাত লেখাপড়ায় থাকতো ব্যস্ত। কিন্তু সেই ছেলেটির হাতে যখন মোবাইল ফোন এসে পড়ে, তখন সে মোবাইল ফোন কোম্পানির অফার পেয়ে সন্ধ্যায় ও রাতের লেখাপড়ায় মনোযোগ না দিয়ে রাত জেগে অপ্রয়োজনীয় ও অনৈতিক ফোনালাপেই ব্যস্ত থাকে। এমনকি সরারাত কাটায় প্রিয়জন (?) প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে। ভিডিও, সিনেমা ও ফ্লিম দেখে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনৈতিক-অশ্লীল ও পর্ণগ্রাফি ওয়েবসাইট বিচরণ করে। এতে লেখাপড়া ও স্বাভাবিক কাজ-কর্মে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। যে ছাত্রটি অতি মনোযোগের সঙ্গে ক্লাসে বসতো, এখন সে ক্লাসে বসে টেবিলে মাথা রেখে শুধু ঘুম ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ থাকে না। ফলে একদিকে যেমন তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটছে, ঠিক তেমনি দৈনন্দিন জরুরি কাজেও ব্যাঘাত ঘটছে চরমভাবে।

প্রত্যেক মানুষ চায় একজন সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে উঠতে। তার জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে এবং সুখময় করে তুলতে গ্রহণ করে থাকে শিক্ষা। মাতাপিতাও তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে চায় তাদের সন্তানের সুন্দর লেখাপড়া ও সুশিক্ষা। তারা স্বপ্ন দেখেন ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। এ জন্য সীমাহীন কষ্ট ও নিদারুন ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করেন তারা। কিন্তু তাদের সেই ভবিষ্যত স্বপ্নকে ভেঙ্গে-চুরে দিচ্ছে মোবাইল ফোন।

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন একজন ছাত্রকে পথহারা অথর্ব বানিয়ে দেয়। শিক্ষার উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করে নিয়ে যায় মূর্খতার অন্ধকারে। মোবাইল ফোন ভাইরাসে আক্রান্ত একটি ছাত্রকে ধ্বংস করে দেয়। নিভিয়ে দেয় তার জীবনের আশার প্রদীপ। ডুবিয়ে দেয় তার জীবনের অভিলাস তরী। একদিন দু'দিন এমন করতে করতে পরিশেষে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়। উইপোকা যেমন ধীরে ধীরে কাঠ খেয়ে ফেলে, তেমনি মোবাইল ফোনও একজন মেধাবী ছাত্রের জীবন কুড়ে কুড়ে খেয়ে একদিন শেষ করে দেয় জীবনের তরে। পরিশেষে মোবাইল ফোন পাগল ছাত্রটি একসময় হয়ে যায় জীবন্ত একটি লাশ।

অতি আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদের তালেবে ইলমরাও এই মহামারী থেকে নিরাপদ নয়। আজকাল তাদের অনেকের হাতেই মোবাইল ফোন দেখা যায়। কেউ গোপনে রাখে; কেউ প্রকাশ্যে ব্যবহার করে। বুঝে আসে না ইলম চর্চার একগ্রতার সঙ্গে মোবাইল ফোন চর্চা একত্র হয় কীভাবে! একথা নিশ্চিত যে, একজন সত্যিকার তালেবে ইলমের প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকায় এ ক্ষুদ্র যন্ত্রটা পড়ে না। তাদের জন্যে এটা অতিরিক্ত ও ইলমচর্চায় নিমগ্নতার প্রতিবন্ধক একটি জিনিস। এর পেছনে পড়া মানে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আমি তালেবে ইলম নই। তাই একজন ছাত্রের জন্য যা কিছু শিক্ষার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক এমন সবকিছু থেকেই নিজেকে বিরত রাখতে হবে। আর মোবাইল ফোনতো এসবের মাঝে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাই ছাত্রদের বিশেষত ইলমে ওয়াহির তালেবে ইলমের জন্য তা বিষতুল্য। তাদের তো এর ধারে কাছেও না যাওয়া উচিত।

আজ যেখানে বৈষয়িক শিক্ষিতদের শিক্ষালয় ও শিক্ষার পরিবেশে মোবাইল ফোনের অপকারিতার উপলব্ধ হচ্ছে এবং তারা এ ব্যাপারে আপত্তি অভিযোগ উত্থাপন করছে। এমনকি উন্নত বিশ্বের কোনো কোনো দেশে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশে মোবাইল ফোন প্রবেশের ওপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেখানে ইলমে ওয়াহির তালেবে ইলমদের এই অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই দুঃখজনক। তালেবে ইলমের জীবন ইলম চর্চায় নিমগ্নতার জীবন। এর সঙ্গে মোবাইল ফোনের কোনো সাজুয্য নেই। একথা অতি স্পষ্ট যে, বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত করে রাখে এবং

https://t.me/islaMic_fdf

একাগ্রতাকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ ইলমের চর্চা ও জ্ঞানের বুৎপত্তি অর্জনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশ ও একাগ্রতা একান্ত জরুরি। যে ছাত্র নানাবিধ ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধকতায় বন্দি থাকে, সে তো কিতাব পড়ারই সুযোগ পায় না। পড়ায় একাগ্রতার সঙ্গে নিমগ্ন হবে কীভাবে?

তালেবে ইলম যদি নিজেদের কল্যাণ চায়, তাহলে তাকে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন পরিত্যাগ করতে হবে। পাশাপাশি সর্বপ্রকার ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একাগ্রতার সঙ্গে ইলম অন্বেষণে নিজেকে ওয়াক্‌ফ করে দিতে হবে। এ ছাড়া দ্বীনের সঠিক বুঝ ও ইলমের দৃঢ়তা অর্জনের আশা করা যায় না। কারণ, তা'লিমুল মুতাআল্লিম গন্থে উল্লেখ আছে– 'ইলম তোমাকে সামান্য অংশও দেবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইলমের জন্য তোমার সবকিছু বিসর্জন না দাও।'

ভুল ব্যালেন্স; শরয়ি দৃষ্টিকোণ

প্রশ্নঃ কোনো কোনো সময় মোবাইল ফোন কোম্পানির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মোবাইল ফোনে ভুল ব্যালেন্স দেখায়। যেমন– ব্যালেন্সে যে পরিমাণ টাকা থাকার কথা তারচে বেশি দেখায়। অথবা ব্যালেন্সে কোনো টাকাই নেই দেখায়। কোনো কোনো সময় ব্যালেন্সে টাকা দেখায় না ঠিকই, তবে অন্যর কাছে কল যায়। এ সুযোগে অনেকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলে। এটা জায়িয হবে কি? যদি জায়িয না হয়, তাহলে ব্যবহৃত সময়ের বিল পরিশোধের উপায় কী? এ টাকা কি কোম্পানিকেই পরিশোধ করতে হবে, নাকি সদকা করে দিলে চলবে?

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় নিজের জমা টাকার বেশি খরচ করা জায়িয হবে না। নিজের জমা টাকার বেশি খরচ করে থাকলে তা কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে অথবা সরাসরি হাজির হয়ে জানাতে হবে যে, আমি এত মিনিট অতিরিক্ত কথা বলেছি। এ বিল পরিশোধের উপায় কী তা বলে দিন। কোম্পানি যেভাবে বলবে সেভাবে পরিশোধ করলে অথবা কোম্পানি ব্যালেন্স থেকে বিলের সমপরিমাণ টাকা কেটে নিলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু অতিরিক্ত ব্যবহৃত বিলের টাকা কোম্পানিকে পৌঁছানো সম্ভব তাই তা সদকা করে দেয়া যথেষ্ট হবে না। (বাহরুর রায়েক-৮/১০৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-৪/২৭২, দুররুল মুখতার-৬/১৭৯)

https://t.me/islaMic_fdf

রিং হতে থাকলে রিসিভ না করা

কারো মোবাইল ফোনে রিং এলে রিসিভ করাই হলো নিয়ম। কোনো ব্যস্ততার কারণে বা অসুবিধা বা অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা। তবে পরবর্তীকালে কলব্যাক করে বা মিসকল দিয়ে জানান দেয়া দরকার যে, আপনি কী প্রয়োজনে কল করেছিলেন? কাউকে কাউকে তো একেবারে নির্লিপ্ত দেখা যায়। মোবাইল ফোনে রিং হয়েই চলেছে, রিসিভ করছে না বা রিসিভ করার প্রয়োজনও বোধ করছে না। এমনকি ভ্রুক্ষেপও করে না। এটা ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী। কেননা কল রিসিভ না করা তার হক নষ্ট করার শামিল। কারণ, কোনো সাক্ষাতপ্রার্থী এলে, তার সঙ্গে সাক্ষাত করা তার হক। অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা। হাদিস শরিফে আছে– 'তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী ব্যক্তির জন্যেও তোমার ওপর হক আছে।'

কোনো অসুবিধা ছাড়া সাক্ষাত প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মতি প্রকাশ করা এবং কথা না বলা অনুচিত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কারো সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চায়, তার হক হলো তার ফোন রিসিভ করা ও জবাব দেয়া।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেকে পাওনাদারের পাওনা চাওয়ার ভয়ে মোবাইল ফোন রিসিভ করে না। অথচ এভাবে তাকে পেরেশান করা আদৌ উচিত নয়। এতে দু'টি গুনাহ হয়। ১. পাওনাদারের পাওনা পরিশোধে বিলম্ব ২। রিসিভ না করে তাকে হয়রানি করা। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত-১/১৭৯, মা'আরিফুল কুরআন-৬/৩৯৪)

কল রিসিভ না করলে কতবার রিং দেবে

প্রশ্নঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাউকে কল করার পর রিসিভ না করলে একের পর এক রিং দিতেই থাকে। সর্বোচ্চ কতবার রিং দিতে পারবে? এ ক্ষেত্রে শরয়ি বিধান কী?

উত্তরঃ শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হলো, আগন্তুক দরজায় তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি চাবে, অনুমতি না পেলে চলে যাবে। অনুরূপভাবে ঘরের কলিংবেল তিনবার টিপার পরও ভেতর থেকে যদি কোনো সাড়া না পাওয়া যায়, তাহলে চলে যাবে। কোনো নম্বরে কল করার পর রিং হলেও যদি রিসিভ না করে, তাহলে স্বাভাবিক নিয়ম হলো তিনবার পর্যন্ত রিং করবে।

https://t.me/islaMic_fdf

তিনবারের পর ক্ষ্যন্ত থাকবে। অবশ্য একান্ত জরুরি হলে তিনবারের বেশিও রিং দিতে কোনো অসুবিধা নেই। (বুখারি-২/৯২৩. মুসলিম-২/২১০, ফাতহুল বারি-১১/৩৩)

রিং কেটে দিলে করণীয় কী?

প্রশ্নঃ কাউকে কল করলে যদি রিং কেটে দেয়, তাহলে করণীয় কী?

উত্তরঃ কাউকে কল করলে যদি রিং কেটে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, হয়ত কোনো ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবেই রিসিভ করছে না বা করতে পারছে না। অথবা রিসিভ করলেও এ মুহূর্তে কথা বলতে পারবে না। তাই রিং কেটে দিলে বারবার কল করে তাকে বিরক্ত না করে অন্য সময় সুযোগে করে নেয়া উচিত।

গভীর রাতে কল করা

মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো কল সাশ্রয়ের অফার দিয়ে থাকে রাত বারটার পর থেকে। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য কেউ কেউ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের হালপুরছি ও খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে কল করে থাকে। দু'পয়সা বাঁচানোর ধান্দায় গভীর রাতে কল করে। অথচ একটি বারও চিন্তা করে না, যাকে কল করা হচ্ছে, তিনি হয়ত এই মুহূর্তে ঘুমুচ্ছেন। আমার কলের কারণে তার আরামের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। ঘনিষ্টতার কারণে বা আত্মীয়তা বা পূর্ব পরিচিতির সুবাদে কষ্ট হলেও হয়ত তিনি কিছু বলবেন না। কিন্তু আমি দু'পয়সা বাঁচানোর জন্যে গভীর রাতে কল করে নিজের ঘুম নষ্ট করলাম, অপরের ঘুমও নষ্ট করলাম। এভাবে একজন মানুষকে কষ্ট দেয়া কি উচিত?

হযরত মুফতি শফি রহ. লিখেছেন, খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া সাধারণতঃ কারো ঘুম বা জরুরি কাজ বা নামাজের সময় ফোন করা জায়িয নেই। কারণ, এমন সময় ফোন করার দ্বারা তাকে ঐরূপ কষ্টই দেয়া হয়, যেমন কষ্ট দেয়া হয় কারো স্বাধীনতা বিনষ্ট করে বা অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করে।

সুতরাং মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর অফার গ্রহণ করতে গিয়ে এভাবে যখন-তখন কল করে মানুষকে বিরক্ত করা, কষ্ট দেয়া অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

https://t.me/islaMic_fdf

তাছাড়া এশার নামাজের পর দুনিয়াবি কথাবার্তা বলাও শরিয়ত পছন্দ করে না। যেমন হযরত আবু বুরযা রা. বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামাজের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার নামাজের পর (দুনিয়াবি) কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

তবে যদি কারো নিশ্চিত জানা থাকে যে, আমি যাকে কল করছি, তিনি এখনও জাগ্রত আছেন। তার সঙ্গে এ মুহূর্তে কথা বলাতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে তার কাছে কল করতে কোনো আপত্তি নেই। অনুরূপভাবে কোনো কথা যদি এমন জরুরি ও প্রয়োজনীয় হয় যে, তা এখনই বলা প্রয়োজন, তাহলে তা বলাতে কোনোরূপ অসুবিধা নেই। (মা'আরিফুল কুরআন-৬/৩৯৪, তিরমিযি-১/৪২)

অন্যের মোবাইল ফোন ব্যবহার করা

কাউকে কাউকে দেখা যায় বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত জনদের মোবাইল ফোন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে। অন্যের মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। হোক না সে একান্ত বন্ধু। একান্ত প্রয়োজনে যদি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে তার সন্তুষ্টচিত্ত অনুমতি আবশ্যক। অনুমতি না পেলে ব্যবহার করা যাবে না। যদি বোঝা যায় যে, পরিস্থিতির শিকার হয়ে বা লজ্জায় পড়ে অনুমতি দিয়েছে, তাহলেও ব্যবহার করা যাবে না। যদি কারো মোবাইল ফোন ব্যবহারের পর তার অসন্তুষ্টি জানা যায়, তাহলে সম্ভব হলে সরাসরি নতুবা যে কোনো কৌশলে হলেও ব্যবহৃত বিলটা তাকে পৌঁছে দেয়া কর্তব্য।

অহেতুক অন্যের মোবাইল ফোন টিপাটিপি করা

কারো কারো বদভ্যাস আছে, মোবাইল ফোন সামনে পেলেই টিপাটিপি শুরু করে দেয়া। এতে অনেক সময় মোবাইল ফোনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম উলট-পালট হয়ে যায়। যেমন ভাষার পরিবর্তন, রিংটোন পরিবর্তন বা রিংটোন বন্ধ হয়ে ভাইব্রেশন চালু, সময় ও তারিখ পরিবর্তন ইত্যাদি। আর যদি মোবাইল ফোনের ফোনবুক বা কোনো জরুরি নম্বর ডিলেট হয়ে যায়, তাহলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাকে বিড়ম্বনা ও পেরেশানি ভোগ করতে হয়। অন্য দিকে তার নানাবিধ ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। তাই অন্যের মোবাইল ফোন টিপাটিপি থেকে বিরত থাকা উচিত।

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন লুকিয়ে রেখে অহেতুক হয়রানি করা

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ দুষ্টুমী করে মোবাইল ফোন লুকিয়ে রাখে। পরে সে খোঁজ করে অনর্থক হয়রানির শিকার হয়। অথচ এভাবে কাউকে পেরেশান করার ব্যাপারে হাদিস শরিফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন খেলার ছলে দুষ্টুমী করে আপন ভাইয়ের লাঠি না নেয়। যদি কেউ নিয়ে থাকে, তবে সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।

মোটকথা একজন মুসলমানকে অহেতুক কষ্ট দেয়া বা পেরেশান করা জায়িয নেই। তাই কারো কষ্ট বা পেরেশানি হয়, এমন সব কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। (তিরমিযি-২/৩৯)

দুষ্টুমী করে মোবাইল ফোনে হুমকি দেয়া

দুষ্টুমী করে কাউকে মোবাইল ফোনে হুমকি দেয়া বা নানা কথা বলে ভয় দেখানোর প্রবণতা কারো কারো মাঝে লক্ষ করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে কোনো না কোনোভাবে এই ভয় কাটিয়ে দেয়া হয় বা সে নিজেই অনুমান করে বুঝতে পারে যে, তাকে দুষ্টুমী করে ভয় দেখানো হলো। ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হলো। অথচ এভাবে একজন মুসলমান অপর মুনলমানকে ভয় দেখানো জায়িয নেই। তাই দুষ্টুমী করে অল্প সময়ের জন্য হলেও কাউকে হুমকি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে পেরেশান করা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

হাদিস শরিফে আছে, একবার কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে কোনো এক জায়গায় বিশ্রামের জন্যে অবস্থান নিলে সফর সঙ্গীদের একজন ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন অপর এক সাহাবি ঘুমন্ত সাহাবির সঙ্গে রাখা রশি আনতে গেলে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তখন রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোনে মুসলামানের জন্য অপর মুসলমানকে ভয় দেখানো জায়িয নেই। (মিশকাত-৩০)

উপরোক্ত হাদিসে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো মুসলমানকে কোনো ভাবে ভয় দেখানো জায়িয নেই।

সুতরাং মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে অহেতুক পেরেশানি করা, মিথ্যা ভয় দেখানো, ভীত সন্ত্রস্ত করা, যা মানসিক রোগের কারণ হয়ে দাড়ায়, এমনকি হার্টের রোগীদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে।

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন অন্যায় কাজে ব্যবহারকারী অপরাধী

মোবাইল ফোন এখন মনুষের নিত্যসঙ্গী। প্রযুক্তির প্রসারে মোবাইল ফোন এখন সবার হাতে হাতে। মোবাইল ফোন যেমন মানুষের উপকারী কাজে ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনি অকল্যাণ ও অন্যায় কাজেও ব্যবহৃত হয়। যার একটি হলো মিথ্যা বলার প্রবণতা। কারণ, মোবাইল ফোনের অপর প্রান্তে যিনি আছেন, তিনি তো আর আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না, ফলে সুযোগ এবার যা খুশি তা বলার। মহাখালী থাকলে নিমিষেই বলে দেন, আমি তো এখন সায়দাবাদ। যিনি ফোন করেছেন, তিনি যদি একজন পাওনাদার হন, তাহলে তো কথাই নেই, মহাখালী না বলে কেউ কেউ বলে দেন, আমি তো ভাই ঢাকার বাইরে। বাসায় থাকলে অফিসে, অফিসে থাকলে বাসায়। এভাবে আমরা আরো কত কী যে মিথ্যা বলে বেড়াই।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধও বেড়েছে অনেক। মোবাইল ফোনে হুমকী দেয়া, চাদা চাওয়া, মেয়েদেরকে ফোন করে উত্ত্যক্ত করাসহ অনেক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে। অপরাধীরা নিত্য নতুন পদ্ধতিতে অপরাধ করছে। তাদের জন্য চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, হাইজ্যাকসহ অপরাধের বিভিন্ন পথ আরো সুগম হচ্ছে। এজন্য অনেকেই মোবাইল ফোন আবিষ্কারকে দোষারোপ করে থাকে। তবে সার্বিক বিবেচনায় এ কথাই বলা যায় যে, মোবাইল ফোন আবিস্কার করা অন্যায় নয়, বরং মোবাইল ফোনকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করাই অন্যায়। চাকু বানানো কর্মকারের দোষ নয়। ভাল-মন্দ নির্ভর করে এর ব্যবহারকারীর ওপর। ডাক্তার চাকু দিয়ে অপারেশন করে মানুষের কল্যাণে। আর চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকার ব্যবহার করে জনতার অকল্যাণে।

সুতরাং মোবাইল ফোন জায়িয ও ভাল কাজে ব্যবহার করা জায়িয। আর নাজায়িয ও অন্যায় কাজে ব্যবহার করা নাজায়িয ও অন্যায়।

মোবাইল ফোনে আড়িপাতা খিয়ানত

দু'ব্যক্তি আপনার থেকে আলাদা হয়ে পরস্পর আলাপ করছে। আর আপনি চুপিসারে তাদের কথাবার্তা শোনার ফিকিরে মজে গেলেন। এটাও আমানতের খিয়ানত। অথবা টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় কারো লাইন আপনার ফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলা। এখন আপনি তাদের কথাবার্তা শুনতে শুরু করেছেন। এটাও আমানতের খিয়ানত। এ

https://t.me/islaMic_fdf

ধরনের নিন্দনীয় কাজ নাজায়িয ও চরবৃত্তির শামিল।

কিন্তু বর্তমান সমাজে এর ওপর গৌরববোধ করা হয় যে, আমি অমুকের গোপন ভেদ জানতে সক্ষম হয়েছি। একে বড় বাহাদুরের কাজ এবং কৌশল ভাবা হয়। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন– এটা খিয়ানতের শামিল ও নাজায়িয।

মোদ্দাকথা আমানতের খিয়ানত হওয়ার পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, জিন্দেগির কোনো অংশই যেন এর বাইরে নয়। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমানতের যথাযথ সংরক্ষণের হুকুম করা হয়েছে এবং খিয়ানত করা নিষেধ করা হয়েছে।

ফোন করে সমস্যা সৃষ্টি করা

আপনি ফোনের মাধ্যমে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাচ্ছেন। যার উত্তর দেয়ার জন্য একটু চিন্তা-ফিকির করা প্রয়োজন। আর ফোনে তো সে সুযোগ নেই। বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জবাব দিতে হয়। ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ফোন রেখে দেয়ার পর খেয়াল হয় যে, কথাটি এভাবে বললে ভাল হতো বা এ কথাটি বলা জরুরি ছিলো। তা তো বলা হয়নি। তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি বা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে হওয়াই ভাল।

ফোনে কথা ভুল বুঝার সম্ভাবনা

ফোনে আপনাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো, হতে পারে আপনি তার কথা কিছুই বুঝেননি। আর জবাব দিয়ে দিলেন। এতে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যায়। আর যদি চিঠি, ম্যাসেজ বা ই-মেইলে প্রশ্ন করেন, তাহলে, উত্তর দাতা ভাল করে বুঝে চিন্তা-ভাবনা করে এর জবাব দিতে সক্ষম হবেন।

ফোনে মাসআলা বলার সমস্যা

কেউ আপনাকে ফোনে শরয়ি কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। আপনি জবাব দিয়ে দিলেন। পরে সে বললো, আমিত কথাটি এমন বলেছিলাম। এখন হয়ত তার বলতে ভুল হয়েছে বা আপনার শুনতে ভুল হয়েছে। অথবা জেনে শুনেই সে পরে তার বক্তব্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। কিন্তু যদি তার প্রশ্ন লিখিত আকারে আপনার সামনে থাকে, তাহলে সমাধানের ক্ষেত্রে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

https://t.me/islaMic_fdf

গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা

গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা একেবারেই উচিত নয়। অনেকে গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, এ সময় চালককে বাধ্য হয়েই এক হাতে মোবাইল ফোন অন্য হাতে গাড়ি চালানোর কাজটি করতে হয়। তাই এ ধরনের কাজ থেকে চালককে অবশ্যই বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি একান্ত প্রয়োজনে মোবাইল ফোনে কথা বলতেই হয়, তাহলে রাস্তার পাশে নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামিয়ে বলা উচিত।

যানবাহনে মোবাইল ফোনে কথা বলা

বাস, ট্রেন বা লঞ্চে অনেককে দেখা যায়, কল করে বা কল রিসিভ করে চারদিক কাঁপিয়ে এত উচ্চস্বরে কথা বলেন যে, আশপাশের যাত্রীরা রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এতে তাদের কষ্ট হতে থাকে। অন্যের অসুবিধা ও কষ্টের প্রতি খেয়াল না করে এভাবে কথা বলা মোটেই উচিত নয়। বরং যানবাহনে কথা বলার সময় এতটুকু আওয়াজে কথা বলা উচিত, যাতে অপর প্রান্তের লোকের বুঝতে অসুবিধা না হয়। আওয়াজে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলা উচিত। যাতে অন্য যাত্রীরা কোনোরূপ অসুবিধা ও বিব্রতবোধ না করেন।

ভুলে বাটনে চাপ পড়ে কল হয়ে গেলে করণীয়

ভুলে বাটনে চাপ পড়ার কারণে কারো নম্বরে কল ঢুকে গেলে করণীয় হলো, রিসিভ করার পর অপর প্রান্ত থেকে কেউ যদি কোনো কথা না বলে, এমনিতেই বিভিন্ন কথা বা আওয়াজ হতে থাকে আর এভাবে ১০/১৫ সেকেন্ড চলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, অপর প্রান্তের লোকটি মূলতঃ কল করেননি। বরং বেখেয়ালে বাটনে চাপ পড়ে কল হয়ে গেছে। কলকারী ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবগতও নয়। তাই মোবাইল ফোনের মালিককে আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্যে কালক্ষেপন না করে লাইন কেটে দেয়া উচিত। এটাই হলো নিয়ম। আর এটাই হলো নৈতিক দায়িত্ব।

এসব ক্ষেত্রে অনেককে দেখা যায়, রিসিভ করে চুপচাপ বসে থাকে! দশ-পনের মিনিট চলে গেলেও ইচ্ছাকৃতভাবে লাইন কাটে না। অথচ যে প্রান্ত থেকে কল এসেছে, তা নিশ্চিত ভুলে বা অসতর্কতার কারণে হয়েছে। হয়ত

https://t.me/islaMic_fdf

পকেটে ছিলো বা বালিশের নীচে ছিলো অসতর্কতা বশতঃ বাটনে চাপ পড়ে কল চলে গেছে। কিংবা ছোট শিশুরা মোবাইল ফোন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কল চলে গেছে। রিসিভ করার পর এক দুমিনিট চলে যাওয়ার পরও যখন অপর প্রান্ত থেকে কোনো কথা বলে না, তখন রিসিভকারীর বুঝা উচিত ছিলো, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে কল করা হয়নি, বরং ভুলে হয়েছে। রিসিভকারী যদি মনে করে এটা নেটওয়ার্কের গোলযোগের কারণে সমস্যা হচ্ছে, তাহলে দশ/পনের মিনিট রিসিভ করে বসে থাকার কী অর্থ? এ কলটা যদি তার কোনো আপন মানুষের হতো, তাহলে অবশ্যই লাইন কেটে দিতো। মনে মনে ভাবতো, হয়ত নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে বুঝা যাচ্ছে না। আমি লাইন কেটে দেই, প্রয়োজনে সে আবার কল করবে। আপন মানুষের ক্ষেত্রে এটা বুঝলেও, বুঝেনি শুধু অপরের ক্ষেত্রে।

আমরা অনেকেই বিষয়টি খেয়াল করি না। এটা কোন ধরনের নৈতিকতা? আর কোন ধরনের মানসিকতা? বড় আফসোসের বিষয় হলো এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়ে অনেকেই খুব আনন্দের সঙ্গে অন্যের কাছে এ বিবরণ দিতে থাকে যে, আজকে একজনের একশো টাকা শেষ করে দিয়েছি। অথচ রিসিভাকারী ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই তাকে এ মারাত্মক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারতো।

কুরআন-হাদিসের ভাষ্যমতে একাজটি অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম অপরাধ। মনে রাখবেন, ইচ্ছা করে কারো ক্ষতি করা জায়িয নেই। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা সবার জন্যে জরুরি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ ধরনের কার্মকাণ্ড থেকে হেফাজত করুন। বান্দার হকের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেষ্ট হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মোবাইল ফোন অটোরিসিভ করে রাখা জায়িয কিনা?

বিনা প্রয়োজনে মোবাইল ফোন অটো রিসিভ করে রাখা জায়িয নেই। কারণ, ভুলে কারো কল চলে আসলে তা রিসিভ হয়ে তার টাকা কাটা যাবে। যা অন্যের ক্ষতি করার শামিল হওয়ায় নিষিদ্ধ। তবে মিসকলের জ্বালাতন থেকে বাঁচার জন্য অটোরিসিভ করে রাখা জায়িয আছে। কারণ, এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান হলো, যদি মিসকলদাতার সঙ্গে কোনো চুক্তি না থাকে যে, তোমার প্রয়োজনে আমাকে মিসকল দিলে আমিই কল ব্যাক করে কথা বলবো, তাহলে অযথা মিসকল দিয়ে কেউ বিরক্ত করলে তার

https://t.me/islaMic_fdf

মিসকলের বিড়ম্বনা ও হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য মোবাইল ফোনে অটোরিসিভ করে রাখা বা তার মিসকল ধরা জায়িয আছে। (রদ্দুল মুহতার-২/৩৩৬)

সিমের সঙ্গে অন্য কোনো পণ্য গ্রহণ

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি সিমের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পণ্য যেমন গেঞ্জি, রুমাল, ডিনারসেট, ঘড়ি ইত্যাদি ফ্রি এবং অতিরিক্ত টকটাইমও দিয়ে থাকে, প্রশ্ন হলো সিমের সঙ্গেএসব ফ্রি আইটেম গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে প্রদেয় টাকা, ফ্রি আইটেমসহ সিমের মূল্য অর্থাৎ বিক্রিত পণ্য শুধু সিম নয় বরং সিম, টকটাইম ও ফ্রি আইটেম সবকটিই বিক্রিত পণ্য। তাই কোম্পানির দেয়া সিমের সঙ্গে এসব পণ্য গ্রহণ করাও জায়িয।

মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি (Ekcall) নামে ম্যাসেজ প্রেরণ করে, যাতে কোম্পানি তার কাস্টমারদেরকে একটি বিশেষ নম্বর দেয়, যে নম্বরে ডায়াল করলে নুতুন কিছু বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। বন্ধুদের মাঝে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণিই থাকে। ঐ বিশেষ নম্বরে ডায়াল করে অপরিচিত পুরুষ-মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা জায়িয হবে কি?

উত্তরঃ বিনা প্রয়োজনে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, সময় নষ্ট করা এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই না। কাউকে না দেখে যাচাই-বাছাই না করে শুধু কথা শুনে বন্ধুত্ব করলে এর পরিণতি ভালো না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এমনও হতে পারে যে, বন্ধুত্ব করার জন্য কোনো একজন মিথ্যা পরিচয় দিলো এবং পরবর্তীকালে সে-ই তার নানাবিধ ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

আর অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে মোবাইল ফোনে অথবা অন্য কোনোভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম এবং কঠোর গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সহায়ক। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে এ গর্হিত কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

https://t.me/islaMic_fdf

قوله ان صوتها عورة هو ما فى النوازل وجرى عليه ما فى المحيط والكافى حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بان صوتها عورة (طحاوى على المراقى اشرف–٢٤٢)

বন্ধুত্বের সম্পর্ক

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা অহরহই ঘটছে। স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়ার পথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে গিয়েও ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মোবাইল ফোন ফোনে পরস্পরে এসএমএস বিনিময় করছে। এক ছাত্র তার সহপাঠী ছাত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে জানালো, আমরা দু'জন ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। একবার আমি তাকে বললাম, কাল আমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ট্যাক্স দিতে যেতে হবে। সে বললো, প্রথমে আমার ট্যাক্স দাও। আরো বললো, ট্রাফিক সিগনালের কোন কথাটি তোমার ভালো লাগে? আমি বললাম, one way (একমুখী পথ) সে বললো, আরো বলো। আমি বললাম, wet and slippery (আদ্র ও মসৃণ)। পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন কথাটি ভালো লাগে? সে বললো, no stopping (থামানো নয়)। এর উদ্দেশ্য হলো, আমরা বাহ্যিক ভাষায় কথা বলছি কিন্তু মূলতো নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের ব্যাপারে নিজের পছন্দের কথাগুলো পরস্পরকে শুনিয়ে দিচ্ছি।

সেলফোন না-কি হেলফোন

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের কারণে সেলফোন বা মুঠোফোনের ব্যবহার ব্যাপক হয়েছে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো এশা থেকে ফজর পর্যন্ত অফার দেয়। এ সময় শয়তানি ও প্রবৃত্তিতাড়িত কথাবার্তা বলার জন্য যুবক-যুবতীরা সেলফোনে নিজেদের কামরায় নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা বলে। এভাবে এই সেলফোন হেলফোনে পরিণত হয়েছে। ভাই-বোন, মা-বাবা কাছে থাকলেও বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এসএমএসের মাধ্যমে কথাবার্তা চলে। মোবাইল ফোন ভ্রাইবেশন (কাঁপুনি) দিয়ে রাখলে শব্দও হয় না। ফোনের ঝাঁকুনিতে অন্তরে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়ে যায়!

মোবাইল ফোন কত অবলা নারীর সম্ভ্রম যে কেড়ে নেয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। গরিব ঘরের মেয়েরা যদি ফোন কিনতে না পারে তাহলে প্রেমপ্রত্যাশী

https://t.me/islaMic_fdf

যুবকেরা নিজেরা মোবাইল ফোন কিনে তাদের উপহার দেয়। বিলের ব্যাপারে যেমন কোনো চিন্তা নেই। তেমনি নেই রিংটোনের কোনো চিন্তা। এটা জাহান্নামে যাওয়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা না হলে আর কী!

ফোন না ঈমানের খুন

এ মোবাইল ফোন এত নিকৃষ্ট যে বলার মত নয়। এই মুঠোফোনই আজ যুবক-যুবতীদেরকে পাপের পথে পরিচালিত করছে। পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি তছনছ করে দিচ্ছে। কত স্বামী অস্থির ও চিন্তিত যে, তার স্ত্রী ফোনে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে। স্বামী ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র শুরু হয়ে যায় অবৈধ ফোনালাপ। অনেক যুবক-যুবতীকে তাদের দীর্ঘ ফোনালাপের সময় একদম অজ্ঞান মনে হয়।

যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে টেলিফোন একদম পরিহার করা উচিত। পরিবারের যুবতী মেয়েদের প্রতি এ মর্মে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত যে, তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে না, ফোনও রিসিভ করবে না। পুরুষ বা কোনো বয়স্ক মহিলা রিসিভ করবেন। অথচ দেখা যায় পরিবারের সবাই বসে আছে। আর তাদের মাঝে যুবতী বয়সের মেয়েটিই উঠে ফোন রিসিভ করছে। এটা কি বান্ধবীর ফোন না বন্ধুর ফোন অভিভাবকদের কোনো খবরই নেই। অনেক সময় যুবতী মেয়েরা কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলার ছলে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। পিতা-মাতাকে বোকা বানায়। মা নিশ্চিন্তে থাকেন- আমার মেয়েতো বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের হাতে যে সব অস্ত্র রয়েছে সেলফোন হল তার ভাণ্ডারে নতুন সংযোজন। এর দ্বারা পাপাচার দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ছে। অসংখ্য জীবন ধ্বংস হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা পড়া-লেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতি আজ তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই।

মেয়েরা ফোনে কথা বলবে কীভাবে?

কোনো সময় যদি পরপুরুষের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেই হয়, তাহলে অসন্তুষ্টির ভঙ্গিতে কথা বলবে। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে কথা বলবে যে, অপর প্রান্তের পুরুষের যদি তিনটি কথা বলার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সে যেন তার ভাব-গতি দেখে দু'একটি কথা বলেই রেখে দেয়। এমন ভঙ্গিতে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বললে মহিলারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে

https://t.me/islaMic_fdf

প্রতিদান লাভ করবে। বিপদ তো এখানেই। মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যের সব তিক্ততা মিশিয়ে কথা বলে, আর পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের কণ্ঠে থাকে মধু আর মধু। সংসার নষ্ট হওয়ার এটি অন্যতম একটি কারণ। শরিয়তের নির্দেশ হল যখন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে তখন কণ্ঠে নম্রতাও থাকবে, উষ্ণতাও থাকবে। শব্দও হবে বাছাইকৃত। বাচনভঙ্গি হবে মনকাড়া, যেন স্বামী খুশি হয়ে যায় এবং তার মস্তিষ্কে স্ত্রীর শব্দগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

নারী কণ্ঠ সতর

মাহান আল্লাহ্ নারীদেরকে পুরুষদের চোখে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষগণ নারীদের রূপ-লাবণ্য দেখে যেমন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠও তাদেরকে আকর্ষিত করে। মুঠোফোনের যুগে বিষয়টি কারো অজানা নয়। অনেক যুবক অপর যুবতীর সঙ্গে শুধু ফোনে কথা বলেই তার জন্য পাগল হয়ে যায়।

অতএব নারীরা নিজেদের কণ্ঠকে সংযত রাখবে। উঁচু স্বরে কথা বলবে না। যাতে পাশের বাড়ির লোকজন তার কণ্ঠ শুনতে না পায়।

গায়রে মাহ্রামদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা হাসি-রসিকতা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তাদের কণ্ঠও সতর। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে তাদের কণ্ঠকেও সতর বলেছেন।

হাদিস শরিফে নামাজে যদি ইমাম সাহেব ভুল করেন তবে পুরুষদেরকে তাসবিহ্ পড়ে ইমামকে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। অথচ মহিলাদেরকে মুখে আওয়াজ না করে শুধু হাতে হাত মেরে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। (উল্লেখ থাকে যে, রাসুলে-কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগে মহিলাগণও মসজিদে গমন করতেন। পরবর্তীকালে ফেতনার কারণে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।)

عن ابي هريرة رضى الله تالى عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাসবিহ হলো পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য হলো হাতে হাত মেরে আওয়াজ করা। (মুসলিম-১/১৮০, মিশকাত-১/৯১)

https://t.me/islaMic_fdf

তবে অন্য এক হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণ প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে গায়রে মাহ্‌রামদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাই মুফতি শফি রহ. লিখেছেন, যেখানে তাদের কথার কারণে ফেতনার আশংকা রয়েছে সেখানে নিষিদ্ধ। আর যেখানে এ ধরনের আশংকা নেই সেখানে জায়িয। তবে সতর্কতার দাবী হলো, প্রয়োজন ছাড়া পর্দার আড়াল থেকেও পরপুরুষদের সঙ্গে কথা না বলা। (মাআরিফুল কুরআন-৬/৪০৬)

গায়রে মাহ্‌রাম মহিলার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলা

প্রশ্নঃ অনেক সময় প্রয়োজনে গায়রে মাহ্‌রাম মহিলাদের (যাদের সঙ্গে দেখা করা জায়িয নেই) সঙ্গে কথা বলতে হয়। যেমন কারো নিকট কল করার পর দেখা গেলো সে বাসায় নেই, তাই মহিলা রিসিভ করেছে। এ ক্ষেত্রে গায়রে মাহ্‌রাম মহিলার জন্য রিসিভ করা জায়িয হবে কিনা? এবং পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলা জায়িয আছে কিনা?

উত্তরঃ কোনো প্রয়োজন ব্যতীত গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষ (যাদের সঙ্গে দেখা করা হারাম) গায়রে মাহ্‌রাম মহিলার সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে হ্যাঁ, ঘরে কোনো পুরুষ লোক না থাকলে বা কোনো প্রয়োজনে মোবাইল ফোন রিসিভ করতে পারবে (যদি ফিতনার আশংকা না থাকে)। যে আগে কথা বলবে সে আগে সালাম দেবে এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সংক্ষেপে বলবে। অবশ্য নরম ভাষায় সুরেলা কণ্ঠে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ কথা বলা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়। বরং ইচ্ছা করে কঠিন ও কর্কশ ভাষায় কথা বলবে। যাতে কোনো রুগ্নদিল মানুষের মনে খারাপ চিন্তা না আসে। কারণ, কুরআন কারিমে নরম স্বরে ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে নারীদেরকে পরিস্কার নিষেধ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا

'তোমরা পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি লালায়িত হয়ে কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি আছে। আর তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (সুরা আহযাব-৩২)

https://t.me/islaMic_fdf

আর কোনো পুরুষের পক্ষেও নারীকণ্ঠের স্বাদ অনুভব করার জন্য তার সঙ্গে কথাবলা নাজায়িয। মহিলাদের জন্য বিনা প্রয়োজনে যে কারো ফোন রিসিভ করা বা কারো সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং এটাই একজন সৎ ও নেক নারীর সততা রক্ষায় বেশি সহায়ক। সুতরাং একান্ত প্রয়োজনে যদি কোনো নারীর পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাহলে তাকে কোমল কণ্ঠ ও আকর্ষণীয় ভাব-ভঙ্গি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কেননা, প্রয়োজনীয় কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোমলতা পরিহার না করাও পর্দার খেলাফ। (তাফসিরে মাযহারি, আদ্দুররুল মুখতার-১/৪০৬)

ويجوز الكلام المباح مع امرأة اجنبية— (فتاوى شامى–۹/ ۵۳۰، برمذى–۲/ ۹۹)

কাস্টমার কেয়ারে অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোন অফিসে (Costomer Care) ফোন করলে স্বাধারণত সেখানে কর্মরত মহিলা ফোন রিসিভ করে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে। তার সঙ্গে কথা বলতে কোনো দোষ আছে কি? বিশেষতঃ যদি কথা তেমন গুরুত্ববহ না হয়, বরং অন্যভাবেও বিষয়টির সমাধান সম্ভব হয়।

উত্তরঃ প্রয়োজন ব্যতীত কোনো অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নেই। তবে প্রয়োজন হলে প্রয়োজন পরিমাণ বলা যেতে পারে।

وصوتها على الراجح عبارة البحر عن الحليلة انه الاشبه وفى النهر وهو الذى ينبغى اعتماده (در مع الشامى–۲/ ۷۷)

মানুষের সামনে স্ত্রীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলা

প্রশ্নঃ মানুষের সামনে বসে স্ত্রীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলা কেমন?

উত্তরঃ সাংসারিক প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত আলাপ করা দোষণীয় নয়। তবে লোক সম্মুখে প্রেমালাপ করা নেহায়েত অপছন্দনীয় কাজ। লম্বা কথা বলতে হলে একটু নিরিবিলি বলাই উচিত। কারণ, এতে অনেক সময় এমন কথাও এসে যায় যা শুধু স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কথা। তৃতীয় ব্যক্তির শোনার মতো নয়। এ বিষয়ে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে– রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট গমন করে, অতপর সে স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করে।

https://t.me/islaMic_fdf

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى امرأته و تفضى اليه ينشر سرها-· (مسلم، مشكوة-٢٧٦)

পাঠদানকালে মোবাইল ফোনে কথা বলা

প্রশ্নঃ আরিফ এক মাদরাসার উস্তাদ। পাঠদানের মাঝে তার মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। এমতাবস্থায় পাঠদান বন্ধ করে মোবাইল ফোন রিসিভ করতে পারবে কিনা?

অনুরূপভাবে শরিফ এক হেফজখানার শিক্ষক। ছাত্র কুরআন শোনাচ্ছে। এমতাবস্থায় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। ছাত্রের কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে মোবাইল ফোনে কথা বলবে? না তিলাওয়াত চলা অবস্থায়ই মোবাইল ফোনে কথা বলতে থাকবে? এতে আল্লাহর যিকির থেকে বাধা দানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে কথা বলা সরাসরি মুখোমুখী কথা বলার মতোই। মাদরাসার নির্ধারিত ঘণ্টার সময়, বিশেষকরে পাঠদান কালে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা উত্তম। যাতে ক্লাসের কোনো ক্ষতি না হয় এবং ছাত্রদের হক নষ্ট না হয়। তবে বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে সংক্ষিপ্তাকারে কথা বলা যেতে পারে। হেফজখানার শিক্ষকদের এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা ও গুরুত্ব দেয়া উচিত। আর যখন ছাত্ররা কুরআন তিলাওয়াত শোনাতে থাকবে, তখন মোবাইল ফোনে বা অন্য কারো সঙ্গে কথায় লিপ্ত হওয়া অনুচিত। কারণ, কুরআন পাক তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকার নির্দেশ রয়েছে। (সূরা আ'রাফ-২০৪)

قال الله تعالى: واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون- (الاعراف-٢٠٤، معارف القران-٤/١٦١)

আল্লাহ মাফ করুন, এমন অনেক শিক্ষক দেখা যায়, যারা ক্লাস চলা কালে রিং এলে মোবাইল ফোন রিসিভ করে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে থাকেন। তারা একটু চিন্তাও করেন না যে, এর দ্বারা ছাত্রদের হক নষ্ট হচ্ছে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হচ্ছে। অথচ আমাদের আকাবিরদের জীবনী তালাশ করলে দেখা যায়, ক্লাস চলা কালে তাদের কোনো মেহমান এলে খুব প্রয়োজন হলে অল্প সময়ে কথা সেরে নিতেন এবং এভাবে গোটা মাসে

https://t.me/islaMic_fdf

মেহমানদের সঙ্গে কতটুকু সময় কথা বলতেন তা কাগজে লিখে রাখতেন। হিসেব করে যদি দেখা যেতো সব মিলিয়ে অর্ধ দিনের কম হয়েছে, তাহলে অর্ধদিনের আর যদি অর্ধ দিন বা তার চেয়ে বেশি হতো, তাহলে পূর্ণ একদিনের বেতন নিতেন না। সুবহানাল্লাহ! তাঁরা কত উঁচু পর্যায়ের পরহেযগার ছিলেন!! আল্লাহ পাক আমাদেরও তাঁদের মতো তাকওয়া-পরহেযগারি নসিব করুন। আমিন।

মোবাইল ফোনে কল ওয়েটিং সিষ্টেম চালু করা

প্রশ্নঃ কল ওয়েটিং অর্থাৎ মোবাইল ফোনে এমন সিষ্টেম চালু করা যে, কথা বলার সময় যদি অন্য কেউ কল করে তাহলে তার রিংটোন শোনা যাবে। তবে এমতাবস্থায় তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা কি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তরঃ কল ওয়েটিং সিষ্টেম চালু করে রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই। এতে ইচ্ছা করে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে না। কারণ, এটি হলো এমন, যেমন কেউ তার ঘরের কাজে ব্যস্ত আর বাইরে থেকে কেউ এসে ঘরের জরজায় নক করে চলে গেল।

وان اتى دار غيره يستاذن للدخول ثلاثا فاذا اذن له دخل والا رجع سالما عن الحقد والعداوة (شامی–٩/٥٩٢)

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কাউকে বিরক্ত করা

প্রশ্নঃ আরিফ শরিফের মোবাইল ফোনে সংযোগ দেয়ার জন্য কল করে। একটি বা দু'টি রিং বাজার পর বন্ধ করে দেয়, যাতে করে সে পেরেশান হয়। শরিয়তে এর হুকুম কী?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনে রিং দিয়ে কাউকে পেরেশান করা নাজায়িয এবং গোনাহর কাজ।

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (بخاری–١/٦، معارف القران–٦/٣٨٦)

মোবাইল ফোনে দ্বীনি বয়ান ইত্যাদি শোনা

প্রশ্নঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছবিযুক্ত বা ছবিবিহীন দ্বীনি বয়ান অথবা হামদ, না'ত ইত্যাদি শ্রবণ করার হুকুম কী?

https://t.me/islaMic_fdf

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্বীনি বয়ান বা হামদ, না'ত ইত্যাদি শ্রবণ করা জায়িয। তবে শর্ত হলো ছবিমুক্ত হতে হবে। (কেফায়াতুল মুফতি-৯/২০৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯)

তাওয়াফ বা সায়ি করা অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা

প্রশ্নঃ তাওয়াফ বা সায়ি করা অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা বা কল রিসিভ করার হুকুম কী?

উত্তরঃ তাওয়াফ বা সায়ি করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হলো তাওয়াফ বা সায়ি করার সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা এবং যিকির-আযকারে লিপ্ত থাকা।

واما كراهة الكلام فالمراد منه فضوله الا مايحتاج اليه بقدر الحاجة (فتح القدير-
٢٩٥/٢، مستفاد از انوار مناسك-٤٤١ و٥٧٢)

অপরিচিত বালক বালিকার ম্যাসেজের মাধ্যমে মনের ভাব বিনিময়

প্রশ্নঃ কোনো বালক অপরিচিতা কোনো বালিকার সঙ্গে ম্যাসেজের মাধ্যমে কথা বলার বিধান কী?

উত্তরঃ অপরিচিত বালক-বালিকা মুখোমুখি কথা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি ম্যাসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করাও নিষিদ্ধ।

ولا يكلم الاجنبية الا عجوزا او سلمت (شامى-٥٠٣/٩)

ঋণদাতার তাগাদা থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা

প্রশ্নঃ যদি কোনো ঋণী ব্যক্তি ঋণদাতার তাগাদা থেকে বাঁচার জন্যে এভাবে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখে যে, ঋণদাতা সংযোগ পেতে চাইলে তার মোবাইল ফোন বন্ধ অথবা নেটওয়ার্ক ব্যস্ত অথবা নম্বর ব্যস্ত বা সংযোগ দেয়া সম্ভব নয় শোনাবে। অথচ তার মোবাইল ফোন বন্ধ, ব্যস্ত বা নেটওয়ার্কের বাইরে নয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে এমনটি করা জায়িয হবে কি?

উত্তরঃ ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে টালবাহানা করা শরিয়তের দৃষ্টিতে

https://t.me/islaMic_fdf

জুলুম ও মারাত্মক অন্যায়, যে কোনো উপায়েই করা হোক না কেনো সবই নাজায়িয়। যেমন- দেই-দিচ্ছি বলে অনর্থক পাওনাদারকে ঘুরানো, তারিখ দিয়ে ঐ তারিখে টাকা দিতে না পারলে আগেই তাকে না জানানো অথবা সে যেন যোগাযোগ করতে না পারে সে জন্য মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখা, কিংবা বিশেষ পদ্ধতিতে শুধু পাওনাদারের সংযোগ বন্ধ রাখা বা সিম পরিবর্তন করে ফেলা ইত্যাদি।

সুতরাং ঋণদাতাকে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোনে এমন প্রোগ্রাম সেট করা, যার কারণে ঋণদাতা সংযোগ পেতে না পারে, তা শরিয়তসম্মত নয়। যদি ঋণ আদায়ের জন্য সময় বাড়াতে হয়, তাহলে নিজেই পাওনাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজের অসুবিধার কথা বলে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে নেয়া। যাতে পাওনাদার বিন্দুমাত্র পেরেশান না হয় এবং সে যেন ঋণের টাকা প্রাপ্তির ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত থাকে।

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مطل الغنى ظلم (مسلم-٢/١٨، مسند احمد-٢/٧١، عون المعبود-٩/١٣٩، تكملة فتح الملهم-١/٥٠٨)

(মুসলিম শরিফ-২/১৮, মুসনাদে আহমদ-২/৭১, আওনুল মা'বুদ-৯/১৩৯, তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম-১/৫০৮)

মোবাইল ফোনে অনর্থক কথা বলা

প্রশ্নঃ যদি একই কোম্পানির দুই মোবাইল ফোন দুই ব্যক্তির কাছে থাকে এবং এই দু'জন ঐ মোবাইল ফোনদু'টির মাধ্যমে যতক্ষণ ইচ্ছা ফ্রি কথা বলতে পারে। এমতবস্থায় তারা কতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারবে? শুধু প্রয়োজনীয় কথাই বলতে পারবে, না বিনা প্রয়োজনে অনর্থক বাক্যালাপ করতে পারবে?

উত্তরঃ যেহেতু কোম্পানি ফ্রি কথা বলার সুযোগ দিয়ে রেখেছে, তার মোবাইল ফোনে যতক্ষণ ইচ্ছা কথা বলতে পারবে। সুতরাং শরয়ি দৃষ্টিতে কথা বলার জন্য কোনো সীমা বেঁধে দেয়া সঙ্গত হবে না। তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, একেবারে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক অনর্থক কথা বলা, গল্প-গুজব করা ইত্যাদি তো কোনো অবস্থাতেই জায়িয হবে না।

https://t.me/islaMic_fdf

চাই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে হোক।

عن المغيرة بن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل و قال وكثرة السوال واضاعة المال (বুখারি শরিফ, হাদিস নং-৬৪৭৩)

অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা

মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময় কথা বলার বিভিন্ন অফার দিয়ে থাকে। সে সুযোগে অনেকের মাঝে কথা বলার প্রবণতা বেড়ে যায়। নিস্প্রয়োজনীয় অনেক কথা বলে। অথচ এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের কথারও হিসাব হবে। কাঁধের দু'পাশে সম্মানিত দু'জন ফেরেশতা আমলনামায় সবই লিপিবদ্ধ করছেন।

শামায়েলে তিরমিযিতে বর্ণিত আছে- রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তাই কথা মেপে বলা উচিত। বুখারি শরিফের এক হাদিসে বর্ণিত আছে- রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়েতের ওপর কেউ যদি আমল করে যে, ভালো কথা থাকলে বলবে, আর ভালো কথা না থাকলে চুপ থাকবে, বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না, তাহলে সে নিজে নিজেই অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

সব কাজ মোবাইল ফোনে হয় না

মোবাইল ফোন অনেক কঠিন কাজকে সহজ করেছে বটে, তবে সব কাজ শুধু মোবাইল ফোনে হয় না। এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো সরাসরি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে সম্পাদন করার আলাদা সাওয়াব আছে। যেমন সশরীরে উপস্থিত হয়ে রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া এবং মাহফিল ও মজলিসের ওয়াজ-নসিহত শোনার যে সাওয়াব তা মোবাইল ফোনে পাওয়া যাবে না। আমরা এখন মোবাইল ফোনের সুযোগকে প্রয়োগ করতে চাই। এমন কী বুযুর্গদের থেকে দোয়া নেয়ার ক্ষেত্রেও এ সুযোগটি গ্রহণ করতে থাকি। যা কখনো সাক্ষাতের সমান হতে পারে না। এজন্য আমাদের খেয়াল

https://t.me/islaMic_fdf

রাখতে হবে যে, ফোনের সুবিধা যেন আমাদেরকে এ সব সওয়াব থেকে বঞ্চিত না করে।

সুতরাং যেসব কাজ সরাসরি সাক্ষাতে করা নিয়ম বা সাক্ষাতে বিভিন্ন ফযিলত রয়েছে, সেগুলো সেভাবেই করা। তবে একান্তই সশরীরে যাওয়া. সম্ভব না হলে, মোবাইল ফোনে হলেও তা করে নেয়া উচিত।

এখন আর চিঠি লেখা হয় না

যদি কারো কাজ অন্য লোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে টেলিফোনে কাজ সারা গেলে সাক্ষাতের চিন্তা না করা উচিত। তেমনি চিঠিতে সমাধা করা সম্ভব হলে ফোনের চিন্তা করা ঠিক নয়। চিঠির মাধ্যমেই তা সমাধা করা উচিত। যে কাজ তাৎক্ষণিক নয় তা চিঠির মাধ্যমেই সারা উচিত। কিন্তু আজকাল এ নসিহতের ওপর আমল করার লোক হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, মোবাইল ফোন মানুষের ধৈর্য ও চিন্তা-ভাবনার মানসিকতা বিদায় করে দিয়েছে। নিজের ও অন্যের সময়ের মূল্য সম্পর্কেও অনুভূতিহীন করে দিয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভি রহ. একটি খুবই শিক্ষনীয় ঘটনা লিখেছেন, যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তিনি লিখেছেন, হযরত মাওলানা শাব্বির আলি রহ. নাজেমাবাদ-৪-এ বসবাস করতেন এবং তাঁর বাসায় ফোনও ছিল। কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রয়োজন হলে তিনি ফোন না করে চিঠি লিখতেন। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর চিঠির মাধ্যমেই দিতাম। অথচ দুজনের ঠিকানা কত কাছাকাছি! আমার বাসাও নাজেমাবাদ-৪-এ, তাঁরও নাজেমাবাদ-৪। মাওলানা শাব্বির আলি রহ. বলতেন, আমি ফোন করলাম, আপনি তখন কোনো কাজে ব্যস্ত, আপনাকে তাহলে কাজ ছেড়ে ফোন ধরতে হবে। অথবা আমি ফোনে বাসায় সংবাদ দিয়ে রাখলাম। পরে সংবাদ পেয়ে আপনি ফোন করবেন, কিন্তু তখন আমি বাসায় নেই বা কোনো কাজে ব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ যখন চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছেন তো সুবিধামতো এটাই অবলম্বন করা ভালো। অবসর সময়ে ধীরস্থিরভাবে চিঠি লিখবো এবং আপনিও সুবিধামতো এর জবাব দিবেন। কাজ একটু দেরিতে হলেও ধীরস্থির এবং শান্তভাবে হবে। তাই চিঠির গুরুত্ব বিবেচনা করে চিঠি লেখার ঐতিহ্যকে আমাদের ধরে রাখা উচিত।

https://t.me/islaMic_fdf

চিঠি লেখা যায় যে কাউকে। মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই লিখতে পারেন চিঠি। এমনকি একই ফ্ল্যাটে থাকলেও একজন আরেকজনকে চিঠি লেখা যায়। বিভিন্ন-উৎসব-পার্বণকে কেন্দ্র করে চিঠি লিখতে পারেন পরিচিতজনদের। কাছের মানুষের কোনো ভাল অর্জনে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখতে পারেন। আপনার দেয়া একটি চিঠি কিংবা শুভেচ্ছা সংবলিত পোষ্টকার্ড তিনি হয়ত সংরক্ষণ করে রাখবেন অনেক দিন। সেই সঙ্গে বাড়বে সম্পর্কের অন্তরঙ্গতাও। তাই শুধু মোবাইল ফোন নির্ভর না হয়ে চিঠি লিখার ঐতিহ্যকে ধরে রাখাও আমাদের উচিত।

মুঠোফোনে যৌনবার্তা আদান-প্রদান

মোঠোফোনে যৌন উদ্দীপক বার্তা আদান-প্রদান এক বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষকরে তরুণ-যুবা থেকে শুরু করে শিশু কিশোররাও আগ্রহী হচ্ছে এ ধরনের উদ্দীপক বার্তা আদান-প্রদানে। এ সমস্যা কমবেশি পৃথিবীর সবপ্রান্তে।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নোংরা ভাষায় ম্যাসেজ পাঠানো হয়। মেয়েদের নগ্নছবি ও পর্ণোছবি প্রেরণ করা হয়। এর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজ সংস্কৃতির ওপর। এসব অপসংস্কৃতি বন্ধ করা না গেলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ হয়ত চিরতরে অন্ধকারো ডুবে যাবে। জাতির কাছ থেকে আর ভালো কিছু হয়ত আশা করা যাবে না। আমরা এমনটি কখনোই প্রত্যাশা করি না।

মোবাইল ফোনে প্রেম, অতঃপর মৃত্যু

মোবাইল ফোনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে মোবাইল ফোনে-প্রেম। নাম, ঠিকানা, ধর্ম, বয়স গোপন করে চলছে এই উড়ো প্রেম। 'প্রথম দর্শনে প্রেম' আজ উড়ো প্রেমে পরিণত হয়েছে। মোবাইল ফোনের এই প্রেমে সবচেয়ে ঝুকিতে আছে আমাদের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা। অভিভাবকরা প্রয়োজন কিংবা সন্তানের আবদার রক্ষার্থে মোবাইল ফোন কিনে দিয়ে তাদের প্রেমের খরচ যোগাচ্ছে। সন্তান মোবাইল ফোনের সঠিক ব্যবহার করছে কিনা তা খোঁজ রাখার সময় তাদের নেই। ফলে সন্তান সারারাত মোবাইল ফোনে বন্ধুদের সঙ্গে বা প্রেমিকার সঙ্গে আলাপ করে তার লেখাপড়া শিকেয় তুলছে।

https://t.me/islaMic_fdf

মোবাইল ফোন ফোনে হিন্দু পরিচয় গোপন রেখে মুসলিম পরিবারের অনার্স পড়ুয়া মেয়ে হাজেরার সঙ্গে শ্রীরাম প্রথমে নিজেকে সুমন নামে পরিচয় দেয়। মোবাইল ফোনে দু'জনের আলাপ চলতে থাকে অনেক দিন। এক সময় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেখাও হয় দু'জনের। প্রেমের এক বছর পার হয়ে গেলে শ্রীরাম হাজেরাকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি করে দৈহিক মেলামেশা করতে থাকে। কয়েক মাস পর হাজেরা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে বিষয়টি শ্রীরামকে জানিয়ে বিয়ে করতে চাপ দিলে বেরিয়ে আসে তার আসল পরিচয়। তখন শ্রীরাম নিজেকে একজন হিন্দু ছেলে বলে বিয়ে করতে অপারগতা প্রকাশ করে। হাজেরা চেয়ারম্যানের নিকট বিচারপ্রার্থী হলে, শ্রীরাম তার সহযোগীদেরকে নিয়ে হাজেরা কলেজে যাওয়ার সময় জোরপূর্বক মোটরসাইকেলে তুলে একটি আবাসিক ছাত্রাবাসে নিয়ে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে নানারকম ওষুধ সেবন করায়। এতে হাজেরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। প্রেমিকার নিকট দাবীকৃত মোটা অংকের টাকা দিতে অস্বীকার করায় বা প্রেমিকা কর্তৃক প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় প্রেমে ব্যর্থ হওয়ায় অহরহ খুনের ঘটনা ঘটছে।

মোবাইল ফোন ফোনে ইভটিজিং

ইভটিজিং এখন একটি জাতীয় সমস্যা আকারে দেখা দিয়েছে। সারাদেশ যেন আজ ইভটিজিংয়ের বন্যায় ভাসছে। বাংলাদেশে তো এমন পরিবেশ কখনও দেখা যায়নি। ইভটিজিং খুব সুন্দর শব্দ। নারীর যৌন নির্যাতনকে সুন্দর ইংরেজিতে ইভটিজিং বলে আমরা ব্যবহার করছি। আজ সারাদেশের স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার ছাত্রীদের ইভটিজিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষকরে স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রীরা ইভটিজিংয়ের শিকার বেশি। ইভটিজিংকারী বখাটে ছাত্ররা স্কুল-কলেজের আংগিনায়, গেটে বা গেটের পাশের রাস্তায় দাড়িয়ে থেকে ছাত্রীদের নানাভাবে কুরুচিময় ভাষায় দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। যে মেয়েকে পছন্দ করবে সেই মেয়ের বাড়ী পর্যন্ত সেই বখাটে অনুসরণ করবে। তার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কলার চেষ্টা করবে। কখনও জোরপূর্বক কথা বলে সম্পর্ক করার চেষ্টা চালায়। নানাভাবে নানাভাষায় চিঠিপত্র লিখে ছাত্রীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বর্তমানে নতুন পদ্ধতিতে ইভটিজিং বা যৌন হয়রানির মাধ্যম হিসেবে তরুণ

https://t.me/islaMic_fdf

বখাটে ছাত্ররা গ্রহণ করেছে মোবাইল ফোনকে। কোনো বখাটে ছাত্র কোনো ছাত্রীকে পছন্দ করলে বা হয়রানির উদ্দেশ্যে কোনোক্রমে মোবাইল ফোন নাম্বার পেলে তা দিয়ে নিয়মিত ওই ছাত্রীকে বিরক্ত করতে থাকে। নানা ভাষায় ছাত্রীদের বিরক্ত করার মাধ্যমে সম্পর্ক করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও কোনো দুর্বল মুহূর্তে ছাত্রীরা এসব বখাটের শিকারে পরিণত হয়। তাতে তাদের জীবন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার জীবনে উভয়কে চলে যেতে হয়। তাই মোবাইল ফোন আজ বড় ধরনের একটি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

মোবাইল ফোন ফোনে অপরাধ

দেশব্যাপী মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নানা ধরনের অপরাধ চলছে। এ সব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইন আছে। তবে সঠিকভাবে তা না মানায় অপরাধ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মোবাইল ফোন ফোনে চাঁদাবাজি, হুমকি, অশ্লীল বার্তা প্রেরণ, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন স্তর ও পেশার লোক জনের কাছে রেজিস্ট্রেশন বিহীন সিম ব্যবহার করে বিরাট অংকের টাকা দাবী করে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রসীরা। টাকা না দিলে ছেলে-মেয়েদেরকে হত্যার হুমকি দেয়। এভাবে দিনের পর দিন একের পর এক অপরাধ সংঘটিত করে চলেছে তারা। ফলে জনজীবন আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

ভুয়া মোবাইল ফোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ফোনের মাধ্যমে ঘটে এমন অপরাধ বহুলাংশে কমে যাবে। সরকার ও মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো আন্তরিক হলে ভুয়া সিম রোধ করা সম্ভব। ভুয়া সিম বিক্রির দায়ে মোবাইল ফোন কোম্পানির কাছ থেকে মোটা অংকের জরিমানা আদায় করলে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর টনক নড়বে।

পর্নোগ্রাফি আগ্রাসন

আজকের যুগ প্রযুক্তির যুগ। চলমান সময়কে তথ্য প্রযুক্তির যুগও বলা হয়। সন্দেহ নেই এ প্রযুক্তি মানব সমাজকে অনেকদুর এগিয়ে নিয়েছে। পামাপাশি এ প্রযুক্তির অপব্যবহার অভিশাপ বয়ে আনছে সমাজ জীবনে। বিশেষকরে তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফির যে

https://t.me/islaMic_fdf

আগ্রাসন শুরু হয়েছে তা উদ্বেগজনক। এ আগ্রাসন সমাজ জীবনে মূল্যবোধের ভয়ংকর সংকট সৃষ্টি করেছে। তা পরিণত হয়েছে ব্লাকমেইলিংয়ের উপকরণেও। অপরাধী চক্রের কাছে হার মেনে অনেকে জীবন বিসর্জন দিতেও বাধ্য হচ্ছে। মর্মান্তিক হলেও সত্য, প্রায় সিংহভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা হচ্ছেন এর শিকার। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী থেকে শুরু করে গৃহবধুরাও পর্নোগ্রাফির ভয়াবহ ফাঁদে পড়ে ব্লাকমেইলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। ভিডিও মোবাইল ফোনের গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করে ধারণ করা হচ্ছে নারীর দুর্বল মুহূর্তের বিভিন্ন চিত্র। পরবর্তীকালে তা দিয়ে ব্লাকমেইলিং কারা হচ্ছে। দাবিকৃত অর্থ না দিলে তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেটে। তথ্য প্রযুক্তিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফির যে বিস্তার ঘটেছে তা সামাজ জীবনে অপরাধ বাড়িয়ে চেলেছে। বিশেষকরে নারী ঘটিত অপরাধ বৃদ্ধির জন্যে প্রর্নোগ্রাফির অশুভ প্রভাব অনেকাংশে দায়ী। এটি আজ জাতীয় জীবনের জন্যেও অভিশাপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। প্রর্নোগ্রাফির যে সর্বনাশা আগ্রাসন চলছে তা থেকে দেশের যুব সমাজকে রক্ষায় এখনই তৎপর হতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দায়িত্বশীল হওয়াও জরুরি হয়ে উঠেছে। সাইবার ক্যাফেগুলোর ওপর সরকারের নজরদারিও বাড়ানো দরকার। এসব অপরাধ রোধে অনতিবিলম্বে আইন পাশের কথাও ভাবতে হবে। (বাংলাদেশ প্রতিদিন-২নভেম্বর ২০১০)

মোবাইল ফোন ফোনেও ছড়িয়ে পড়ছে পর্নো ছবি

মোবাইল ফোন ফোনের মাধ্যমে একন হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে পর্নোছবি। অসাধু চক্র বিদেশি পর্নো ছবি থেকে ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ তৈরী করে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে বাজারে। এ ছাড়া দেশীয় মুখ নিয়ে খোদ রাজধানীতেও পর্নোছবি তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা ঘনিষ্ঠতার ছবিও মিলছে সহজেই।

রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটের নির্দিষ্ট কিছু দোকানে রিংটোন ও গান ডাউনলোডের নামে চলে পর্নো ভিডিও ক্লিপের ব্যবসা। মোবাইল ফোন সার্ভিসিংয়ের অধিকাংশ দোকানেই চলে এ কারবার। তবে তারা মূলত খুচরা বিক্রেতা। তাদের পেছনে রায়েছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। ওই সিন্ডিকেটের সদস্যরা ইন্টারনেট থেকে পর্নো সিনেমা ডাউনলোড করে সিডি হিসেবে বাজারজাত করে। পাশাপাশি তারা সিনেমার চুম্বুক অংশ নিয়ে তিন

https://t.me/islaMic_fdf

বা পাঁচ মিনিটের ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে। ওইসব ভিডিও ক্লিপ সহজেই মোবাইল ফোন ফোনে রাখা যায়। তারা এসব বিভিন্ন মার্কেটের খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করে। বাজারে দেশীয় মুখের পর্নোছবির চাহিদা বেশি। এ কারণে কয়েকটি চক্র ঢাকাতেই তৈরী করছে পর্নোছবি। তারা গোপন মেলামেশার দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করে ভিডিও ক্লিপ ও সিডি বানিয়ে বিক্রি করে।

মোবাইল ফোন প্রজনন ক্ষমতা কমায়

সম্প্রতি মার্কিন গবেষকরা জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। মোবাইল ফোন চালু করে প্যান্টের পকেটে রাখলে পুরুষের শুক্রানুতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে এবং শুক্রানু তৈরীর পরিমাণ কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করে দেয়। নোবেল জয়ী মার্কিন গবেষক ডেভরা ডেভিস জানিয়েছেন, বাবা হতে চাচ্ছেন এমন যুবকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চার ঘন্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে তার শুক্রাণু অর্ধেক হয়ে যায়। তিনি আরো জানিয়েছেন, শুক্রাণুর ওপর মোবাইল ফোন ফোনের বিকিরণ প্রয়োগ করলে শুক্রানু দুর্বল, চিকন এবং সাঁতারে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর মোবাইল ফোন হলো এক ধরনের স্বল্প কম্পাঙ্কের তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র। এ তরঙ্গের অন্য নাম মাইক্রোওয়েভ। ডেভিস মোবাইল ফোন ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক করে জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন ফোনের এই বিকিরণ অনেক দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সৃষ্টি করবে। একটানা মোবাইল ফোন ব্যবহার স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদিকে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন ফোনের ব্যবহার মারাত্মক টিউমারের সৃষ্টি করে।.(বাংলাদেশ প্রতিদিন- ১১ অক্টোবর ২০১০)

শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিরাপদ নয়

সম্প্রতি স্যার স্টুয়ার্ট নামে এক গবেষক ঘোষণা করেছেন, কোনো অবস্থায়ই শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। বিশেষকরে ১ থেকে ৮ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য মোবাইল ফোন বেশি ঝুকিপূর্ণ। এ খবর শোনার পর যুক্তরাজ্যের ৮ বছরের নীচে শিশুদের কাছে মোবাইল ফোন বিক্রি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্যার উইলিয়াম ৫ বছর আগেই শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তবে জরুরি কোনো কাজে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে। মোবাইল

https://t.me/islaMic_fdf

ফোন প্রতিষ্ঠানগুলো তার পরামর্শকে প্রথম দিকে স্বাগত জানালেও পরবর্তী সময়ে তেমন কোন জোরালো পদক্ষেপ নেয়নি। ৭ থেকে ১০ বছরের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী শিশুর সংখ্যা ২০০১ সালে যা ছিল, বর্তমানে তার সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানিসহ বড় ধরনের কোনো রোগ হতে পারে। শিশুদের মোবাইল ফোন থেকে বিরত রাখতে বাবা-মা'রাই বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। মোবাইল ফোন টেলিকমিউনিকেশন্স অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান প্রফেসর লাউরি বেলিস জানান, মোবাইল ফোন শিশুদের জন্য সর্বদাই ক্ষতিকর। আমি আমার আদরের নাতিদের স্বেচ্ছায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দিতে পারি না। (আমার দেশ-২৮ জুলাই ২০০৯)

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট ব্যবহারের হুকুম কী?

আধুনিক প্রযুক্তির একটি অনুষঙ্গ 'ইন্টারনেট'। এটি বিশ্বব্যপী পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনসহ তথ্য আদান-প্রদানের এক বিশাল জগত। এর বদৌলতে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেট কী করছে? এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ হলেও ইন্টারনেট কী করছে না এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ নয়। কারণ, এমন কোনো বিষয় নেই, যা ইন্টারনেট করছে না। ভালো কাজ যেমন করছে, মন্দ কাজও তেমন করছে। এটি দুনিয়ার সর্বস্তরের মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো, আল্লাহ তা'আলার কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, তাওহিদ, রিসালত এবং পরকালের দাওয়াতের কাজে যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনিভাবে ঝগড়া-বিবাদ, অনৈক্য, খুন, ব্লাকমেইল, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ইত্যাদি অনৈতিক মাধ্যমে সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে চরম অরাজকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। এতে মানুষের জায়িয ও প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন আছে, তেমনি না জায়িয ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও আছে। জায়িয তথ্যাবলী, কথাবার্তা, পড়াশোনা, দিনি বিষয়ে জানার যেমন অনেক বিষয় আছে, তেমনি না জায়িয তথ্যাবলী, পর্ণছবি ও অশ্লীল অনেক বিষয়ও আছে। তাই ইন্টারনেটের ওপর গণহারে জায়িযের হুকুম যেমন আরোপ করা যাচ্ছে না, তেমনি না জায়িযের হুকুমও আরোপ করা যাচ্ছে না। এর ওপর ব্যাপক ও সার্বিকভাবে কোনো হুকুম আরোপ করা

https://t.me/islaMic_fdf

যাচ্ছে না। এর ওপর ব্যাপক ও সার্বিকভাবে কোনো হুকুম আরোপ করা দুষ্কর। তাই এর ব্যবহারের ওপরই হুকুম আরোপ হবে। এটিকে যদি পর্ণছবি, অশ্লীল ও অবৈধ কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা না জায়িয ও গুনাহ হবে। আর যদি বৈধ ও জায়িয কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা জায়িয হবে। কারণ, ইসলামি আইনের একটি মূলনীতি হলো, সকল কাজকর্ম বিচার হবে তার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

الامور بمقاصدها (الاشباه والنظائر–١/١١٣)

ان الوسيلة او الذريعة تكون محرمة اذا كان المقصد محرما– وتكون واجبة اذا كان المقصد واجبا (المقاصد الشرعية–٤٦)

وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود (اعلام المؤقعين–٣/١٥٧)

ইন্টারনেট প্রোগ্রামের শরয়ি হুকুম

'ইন্টারনেটের কিছু প্রোগ্রাম আছে। যেমন-ইয়াহো ম্যাসেঞ্জার (Yahoo Massenger) এম.এস.এন ম্যাসেঞ্জার (Msn Massenger) রিডিফবল (Redifbol) ইত্যাদি। এসব প্রোগ্রামে ই-মেইল (E-mail) এবং চ্যাটিং (chating) এর জন্য রেজিস্টার্ড হতে হয়। যার মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ইন্টারনেট চ্যাটিং (Internet chating) এর মাধ্যমে অনেক যুবক-যুবতী ফ্রেন্ডশিপ (Friendship) ও প্রেমালাপ করে এবং পরস্পর একে অপরের কাছে অশ্লীল ও পর্ণছবি ই-মেইল (E-mail) করে। যা শরিয়তে না জায়িয ও হারাম।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور اليه (مشكوة المصابيح–٢٧٠)

ولا يكلمَ الاجنبية الا العجوز (رد المحتار–٩/٥٣٠) ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون (الصحيح البخارى–٢/٨٨٠) لا تمثال انسان او طير (الدر المختار) قوله او طير لحرمة تصوير ذى الروح (رد المحتار–٩/٥١٩)

ইন্টারনেটে গেমস খেলার শরয়ি হুকুম

ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটারে গেমস খেলতে গিয়ে যদি ফরয তরক হয়, তাহলে তা হারম। ওয়াজিব তরক হলে মাকরুহ

https://t.me/islaMic_fdf

তাহরিমি। সুন্নত ও মুস্তহাব তরক হলে মাকরূহে তানযিহি হবে। কারণ, ইসলামি মূলনীতি হলো যে কাজ ফরয তরকের কারণ হবে তা হবে হারাম। ওয়াজিব তরকের কারণ হলে, তা হবে মাকরুহ্ তাহরিমি। সুন্নত ও মুস্তাহাব তরকের কারণ হলে মাকরুহ তানযিহি হবে।

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (سورة الانعام–١٠٩)

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت (سورة البقرة–٦٥)

لقوله عليه السلام– قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها (الصحيح البخارى–٣٨٤)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোপন তথ্য অনুসন্ধান

কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি বা রাষ্ট্র তাদের গোপন তথ্য কোডওয়ার্ড (codeword/password)-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট বা কম্পিউটার ফাইলে সংরক্ষণ রাখলো। এখন যদি কেউ গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে কোডওয়ার্ড সংগ্রহ করে গোপন তথ্য চুরি করে তাহলে তা জায়িয হবে না। এথেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। (সূরা হুজরাত-১২)

ولا تجسسوا (سورة الحجرات١٢٠) ، ولا تحسسوا ولا تجسسوا (مسلم–٢/٣١٦)

ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (فقه النوازل –٣/٢٢٥)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলিগ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআন, হাদিস, ইসলামি আকিদা, ইসলামি বিধিবিধান এবং শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অমুসলিমদের পক্ষ থেকে যে সব হামলা চালানো হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যে সব ভ্রান্ত-বিকৃত প্রচারণা চালানো হচ্ছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সে সবের দাতভাঙ্গা জবাব দেয়া সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা শুধু জায়িযই নয় বরং সময়ের চাহিদা মুতাবিক আবশ্যকও বটে।

اعدوا لهم ما استطعتم من قوة (سورة الانفال–٦٠)

جاهدوا المشركين بأموابكم وأنفسكم وألسنتكم (السنن لابى داود٣٣٩)

https://t.me/islaMic_fdf

হযরত আবু বকর রা. হযরত খালেদ বিন ওলিদ রা.কে বলেছিলেন,

حاربهم بمثل ما يحاربونك السيف بالسيف والرمح بالرمح–

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেচাকেনা

যদি ইন্টারনেটের উভয় প্রান্তে ক্রেতা ও বিক্রেতা উপস্থিত থেকে বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা সম্মতি জানায়, তাহলে বেচাকেনা সম্পণ্য হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় একই মজলিসে উভয়ের উপস্থিতি গণ্য করা হবে। কেননা, একই মজলিসে উপস্থিতির উদ্দেশ্য হলো একের প্রস্তাব অপরের গ্রহণ একই সময়ে সম্পৃক্ত হওয়া।

احل الله البيع وحرم الربوا (سورة البقرة–٢٧٥)

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (ابو داود ٢/٤٨٩)

الامور بمقاصدها (الاشباه والنظائر–١/١١٣)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে কারো ক্রেডিট কার্ড নম্বর ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে গোপনে বেচাকেনা করা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে কারো ক্রেডিট কার্ড (credit card) নম্বর এবং পাসওয়ার্ড (Password) সংগ্রহ করে তার একাউন্ট নম্বর ব্যবহার করে গোপনে বেচাকেনা করা। যার বিল ক্রেডিটকার্ড ধারীর ওপর বর্তায়। শরয়ি দৃষ্টিতে তা হারাম ও নাজায়িয। এভাবে কারো মাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর ধমকি প্রদান করা হয়েছে। (সূরা নিসা-২৯, মুসলিম-২/৩১৭, তিরমিযি-১/১৪)

لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم (سورة النساء–٢٩)

كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه (مسلم–٢/٣١٧، ترمذى–٢/١٤)

https://t.me/islaMic_fdf

ইন্টারনেট ক্যাফের বিধান

প্রশ্নঃ ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে যে আয় হয়, তা হালাল কিনা? এ সম্পর্কে আমি বিশদ উত্তর জানতে চাই।

উত্তরঃ الجواب باسم ملهم الصواب.

ইন্টারনেট হলো বর্তমানের আধুনিক যুগের এমন একটি টেকনোলজি, যার মাধ্যমে ভালো ও মন্দ, জায়েজ ও নাজায়েজ উভয় ধরনের কাজ নেয়া যায়। ইন্টারনেট মৌলিকভাবে অবৈধ খেল-তামাশা ও চিত্ত বিনোদনের যন্ত্র নয়। বরং এটি দিয়ে যেভাবে খারাপ করা যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন সংবাদ এবং অন্যান্য উপকারী ও জায়েজ তথ্যও সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু যেহেতু ক্যাফেতে প্রায় সময়, বলতে গেলে অধিকাংশ সময় খারাপ ও নাজায়েজ কাজের জন্যেই ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্টারনেট ক্যাফের ব্যবসা ও তার মাধ্যমে আয় করা জায়েজ নয়।

قال فى التنوير وشرحه: لا يصح الاجارة لأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاحى.

وقال ايضا: وقدمنا ثمه معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها-(رد المحتار مع الدر المختار-٦/٥٥، ٣٩١)

অবশ্য যদি কোনো ক্যাফেতে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় যে, সেখানে কোনো নাজায়েজ কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ নেই যেমন,

১। অশ্লীল, নোংরা, অপসংস্কৃতি ইত্যকার নাজায়েজ জিনিসগুলো ধারণকারী সাইটগুলোকে বিশেষভাবে তৈরি কোনো সফটওয়ারের মাধ্যমে ব্লক করে দেয়া হয়েছে এবং এই কাজ নিয়মিত আপডেট করা হয় যার ফলে নতুন প্রকাশিত কোনো অনৈতিক সাইটগুলোও ব্লক হয়ে যায়।

২। সঙ্গে সঙ্গে কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কম্পিউটারের মাধ্যমে সবসময় তাদের ওপর এমনভাবে দৃষ্টি রাখেন যে, যদি কেউ কোনো খারাপ কাজে ব্যবহার করতে চায়, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকে সতর্ক করে দেন।

৩। ওপরন্তু সেখানে নারী-পুরুষের বসার ব্যবস্থা পৃথক হয়। তাদের পরস্পরে মিলিত হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে।

https://t.me/islaMic_fdf

তাহলে এই শর্তসমূহ পূরণকারী ইন্টারনেট ক্যাফের ব্যবসা জায়েজ হবে এবং সেখান থেকে যেই উপার্জন হবে, তা হালাল হবে। والله سبحانه تعالى اعلم। [মহান ও পবিত্র আল্লাহই ভালো জানেন।]

ই-মেইলের (E-mail) মাধ্যমে বেচাকেনা

কেউ কাউকে ই-মেইলের (E-mail) মাধ্যমে কোনো বস্তু বিক্রির প্রস্তাব পেশ করার পর যখন ঐ ব্যক্তি ই-মেইল পড়বে, তখনই ক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করলে বেচাকেনা শুদ্ধ হবে। নতুবা নয়। কেননা, ই-মেইলের মাধ্যমে বেচাকেনা চিঠিপত্রের মাধ্যমে বেচাকেনার মতোই। আর চিঠিপত্রের মাধ্যমে বেচাকেনা করা জায়িয ও দুরস্ত আছে।

الكتاب كالخطاب– درر الحكام شرح مجلة الاحكام (قواعد الفقه–٩٩)

فلما بلغه الكتاب وفهم مافيه قال قيلت فى المجلس انعقد (فتح القدير–٢٣٦/٦، الفتاوى الهندية–٩/٣)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিয়ের শরয়ি হুকুম

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেচাকেনা অপেক্ষা বিয়ে সম্পাদন করা অধিক নাজুক বিষয়। এতে ইবাদতের বিষয়টি যেমন রয়েছে, তেমনি দু'জন সাক্ষী উপস্থিত থাকারও শর্ত রয়েছে। এ জন্য সরাসরি ইন্টারনেট, ভিডিও কনফারেনসিং এবং টেলিফোনে বিয়ের ইজাব-কবুল শরিয়ত মতে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এসব মাধ্যমে যদি কাউকে উকিল বানানো হয়, আর সে দু'জন সাক্ষীর সামনে তার মক্কেলের পক্ষ থেকে ইজাব-কবুল করে নেয় তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে, এ শর্তে যে, সাক্ষী অনুপস্থিত মক্কেল সম্পর্কে জ্ঞাত। অথবা ইজাব-কবুলের সময় সকলের নামসহ পিতা-মাতার নাম ও পরিচিতি তুলে ধরতে হবে।

إمرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال الوكيل اشهدوا انى قد تزوجت فلانة من نفسى إن لم يعرف الشهود فلانة لايجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها و جدها (خلاصة الفتاوى–١٥/٢)

https://t.me/islaMic_fdf

روى انه عليه السلام وكل بالتزوج عمر بن أبي سلمة (نصب الراية تخريج احاديث الهداية–٤/١٩٢ كتاب الوكالة)

দিনের তাবলিগের উদ্দেশ্যে টেপরেকর্ডার, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি ব্যবহার করা

বর্তমান সময়ে টেপরেকর্ডার, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি এবং সফটওয়ার ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপক হয়ে গেছে। এজন্য দিনের তাবলিগ, সত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে নৈতিক আচার-আচরণ ও দিনি শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ক ক্যাসেট, সিডি এবং সফটওয়ার তৈরি করা (যা শুধু অডিও এবং অডিও এর সঙ্গে লেখাও থাকবে) জায়িয আছে। তবে শর্ত হলো প্রাণীর ভিডিও হতে পারবে না।

خلق لكم ما فى الارض جميعا (سورة القرة–٢٩)

بقاعدة فقهية– ان الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على عدم اباحته (الاشباه والنظائر–١/٢٥٢)

لا تمثال انسان او طير(الدر المختار) قوله (او طير) لحرمة تصوير ذى الروح (شامى–٩/٥١٩)

সিডির ধারণকৃত কোনো আলেমের বক্তৃতা শোনা

প্রশ্ন : যদি সিডি অথবা ভিডিওর মাঝে কোনো আলেমের বক্তৃতা ধারণ করে কম্পিউটার অথবা টিভির মাধ্যমে শোনা হয় আর স্ক্রিনে সেই আলেমের ছবিও ফুটে উঠে, তাহলে ইসলামি শরিয়তমতে এর অনুমতি রয়েছে কি?

উত্তর : এই ব্যাপারে আমাদের নিবেদন হলো, ইসলামি শরিয়তে প্রাণীর ছবি হারাম। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। এখন যদি বক্তৃতা শোনার সময় স্ক্রিনের ওপর ছবি ফুটে উঠে তাহলে যেই জিনিসকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন, তা জায়েজ হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

অনেক লোকের ধারণা হলো, এই প্রযুক্তিগুলোকে ভালো উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এগুলোর

https://t.me/islaMic_fdf

মাধ্যমে অকল্যাণই ছড়াবে, কল্যাণ ছড়াবে না। কেননা শুধু দিনি তথ্য সরবরাহ করা ইসলামি শরিয়তের উদ্দেশ্য নয়। বরং ইসলাম প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহোভিমুখী হওয়া। আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা। নিজের মানসিকতা পবিত্র করা। চেতনা পরিশুদ্ধ করা। পরকালের চিন্তা উদ্বেলিত করা। এই উদ্দেশ্যগুলো টিভি অথবা গুনাহের অন্যসব যন্ত্র দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

এ কারণে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো, ইসলাম প্রচারের জন্যে তারা শুধু জায়েজ পদ্ধতিই গ্রহণ করবেন। একমাত্র এটিই আল্লাহর কাছে কবুল হবে। শুধু এর মাধ্যমেই তার কাছে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এগুলো ছেড়ে অন্য কোনো অবৈধ পদ্ধতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের পরিচয় না। অন্যের জন্যে নিজের আখেরাত নষ্ট করা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

এভাবে সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্যের পরিবর্তে পবিত্র শরিয়তের অনুসরণ করুন। দিন শিখুন শরিয়তের সীমার ভেতরে থেকে। আর এর ওপরই আমল করুন। শয়তানি ও রহমানি উভয় নৌকায় পা দেয়া থেকে বিরত থাকুন। এমন নয় যে, হাতের কাছে যখন যেটি পাবেন, সেটিতেই উঠে বসবেন।

یا مسلمان اللہ اللہ

یا برهمن رام رام

حج بھی کعبہ کا کیا گنگا کا اشنان بھی

خوش رہی رحمن بھی راضی رہی شیطان بھی

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুধু এক আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই দায়িত্ব।

এ যুগের তরুণ ও যুবকেরা

আজকের পৃথিবী নিত্য নতুন আবিস্কারের প্রতিযোগিতায় একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যেতে তৎপর। এই ময়দানে যে জাতি যতো এগিয়ে যেতে পারে, তাকে তত বেশি উন্নত মনে করা হয়। আর যেই জাতি এই ময়দানে সবেমাত্র পা ফেলেছে এবং উন্নত জাতিগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণের

https://t.me/islaMic_fdf

চেষ্টা করছে তাদেরকে উন্নয়নশীল জাতি বা দেশ বলা হয়। তাদের এই দৌড়ঝাপ আর প্রতিযোগিতা দুনিয়ার দু'দিনের ভোগ-বিলাসের জন্যে। তাদের সমস্ত উন্নতির সারাংশ এই দুনিয়া। ওপারের জীবনে শূন্য। এখন যদি কেউ তাদের সামনে কুরআন-হাদিস, ইসলামি শিক্ষা, কবরের জীবন, আখেরাত আর জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করে যে, এদিকে মনোযোগ দিন, আখেরাতের কথা স্বরণ করুন, তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ উন্নতির এই সমস্ত দাবি ধুলিস্মাত করে দিতে পারেন। আকাশচুম্বি ভবনগুলোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। তিনিই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি।

এই পৃথিবী কোনো একক ব্যক্তির অনুগত হয়ে বেশি দিন থাকেনি। নিজের পিতা-দাদাদের কথা স্মরণ করুন। তাদের শান-শওকতের কথা ভাবুন। সিকান্দার-দারার রাজত্ব, কায়সার-কিসরার রাজত্বের কথা স্মরণ করুন। মৃত্যুর ফেরেশতার সামনে কারো কোনো বাহাদুরি চলবে না। সবাইকে মাটির পেটে যেতে হবে। কবরের জীবনের পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। এজন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আজকের যুবক সম্প্রদায়ের সামনে যখন এই কথাগুলো বলা হয়, তখন তারা ভাবে যে, লোকটি নির্ঘাত পাগল। সে সম্ভবত তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

আসলে এর কারণ কী? দুনিয়ার কাজকর্ম আর উন্নতি ছেড়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে মসজিদে এসে ঘুরে যায়, তখন প্যান্ট টাখনুর ওপর তুলে নেয়। মুখের ওপর খোচা খোচা দাঁড়ি নিয়ে হালাল-হারামের কথা বলে, সূদ, জুয়া, লাটারির পুরষ্কার নিয়ে হা-পিত্যেশ করে।

অথচ তাদের চিত্র যদি এমন হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। কোটি টাকার লাভকে কেবলমাত্র হারাম হওয়ার কারণে জুতোর মাথা দিয়ে ঠুকরে দিতো। স্ত্রী-সন্তানদেরকে কলেজ, পার্ক আর বাজার থেকে দূরে রাখতো। টিভি, ভিসিআর থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকতো। কোনো ছবির ওপর অথবা টিভি, ভিসিআর কিংবা নগ্ন নারীর ওপর দৃষ্টি পড়লে সরিয়ে নিতো। ছুটির

https://t.me/islaMic_fdf

দিনগুলোতে পার্কে পার্কে ঘোরাগুরি না করে বুযুর্গদের ওয়ায-নসিহতের মাহফিলে চলে যেতো। বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানগুলো থেকে শুধু এ কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিতো যে, সেখানে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ রয়েছে। সেখানে গিয়ে দৃষ্টি সংযত রাখা মুশকিল। আজকের যুবকেরা যদি আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য ও পরকালের চিন্তাকেই সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিত।

কিন্তু এমন কি হয়? তাদের কাছে এই আশা করা বাতুলতা। তাদের কাছে এসব কথা তুললে তারা মনে মনে বলে, আরে! এরা তো মোল্লা। পুরোনো ধ্যান-ধারণার মানুষ। তাদের কথা ছাড়ো। আমাদেরকে তো উন্নতি করতে হবে।

আচ্ছা ইসলাম কি উন্নয়ন-উন্নতির অন্তরায়? ইসলাম কি আধুনিক প্রযুক্তগুলোকে কাজে লাগাতে নিষেধ করে? প্লেনে চড়া, আণবিক ও পারমাণবিক বিজ্ঞানের ময়দানে উন্নতি করে আধুনিক আবিস্কারগুলো কাজে লাগানো, ইসলামি সীমারেখার ভেতরে থেকে সেই কাফেরদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, দেশ ও জাতির সেবা করা এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে এগিয়ে আসা; ইসলাম কি এগুলো নিষেধ করে?

এর উত্তর একটাই, না, ইসলাম কখনো নিষেধ করে না। ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরযগুলো গুরুত্বের সঙ্গে পালন করো। ইসলামের সীমারেখার ভেতরে থেকে নিজের মুসলামন ভাইদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখো। হালাল পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য পেশা গ্রহণ করো। উন্নতি করে যাও।

শুধু এক্ষেত্রে সূদ, ঘুষ, জুয়া, মিথ্যা, ধোকা, অবিশ্বস্ততা, ভেজাল এ জাতীয় অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। কাজেফাকি দেয়া, অলসতা করা ইসলামি চেতনার পরিপন্থী। এভাবে ইসলামের প্রচারে সর্বপ্রাকার সহায়ক ও উদ্যোগী হয়ে যাও। প্রাণের প্রয়োজন পড়লে প্রাণ দাও। সম্পদের প্রয়োজন পড়লে সম্পদ দাও। নিজেকে বিলিয়ে দাও। জাতির সামনে আদর্শ হয়ে যাও।

মোটকথা, আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। তবে সেখানে শরিয়তপরিপন্থী যেই বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো থেকে

https://t.me/islaMic_fdf

নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। যেমন, এ যুগের অন্যতম আবিষ্কার হলো, কম্পিউটার। এটি অনেক কাজের জিনিস। দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অনেক বড় অবদান রাখতে পারে।

ইন্টারনেটের প্রয়োজন ও উপকারও ব্যাপক। এর মাধ্যমেও দ্বীনের খেদমত করা যায়। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষতিও রয়েছে। অনেকে ইন্টারনেট খুলে বসে যায়। এরপর তার আর নামাজের কোনো খবর থাকেনা। খাওয়া-দাওয়া, রোযা-তেলাওয়াত, পিতা-মাতার সেবা, পড়াশোনারও কোনো খোঁজ-খবর থাকে না। বাহাদুর সেজে ইন্টারনেটের সামনে হাটু গেড়ে বসে গেছে। দুনিয়ার অশ্লীল ও নোংরা সব ওয়েবসাইটে ডুবে আছে। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের লোকের জন্য কম্পিউটার শেখা দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্ষতিকর। দুনিয়ার বিচারেও ক্ষতিকারক।

মোটকথা, ইসলাম কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে ছবি দেখা, গান শোনা, নীল ছবি দেখা আর অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। কেননা ছবি, গান ইত্যকার অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে কঠোর সতর্কবানী এসেছে। এজন্যে সকল মুসলমানকে ভারসাম্যের ভেতরে থেকে জীবন কাটাতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে দুনিয়াও প্রয়োজন মাফিক উপার্জন করতে হবে, আবার আখেরাতের পাথেয়ও সংগ্রহ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মোবাইল ফোন ফোনের যত্ন-আত্তি ও ব্যবহারকারীদের জন্য জরুরি পরামর্শ

আধুনিক কালের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মাঝে মোবাইল ফোন বিজ্ঞানের এক অভিনব যুগান্তকারী আবিস্কার। এ নব প্রযুক্তি আবিস্কারের ফলে পৃথিবী আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যে খবর পৌছাতে সময় লাগতো ছয় মাস, তা আজ ছয় মিনিটের ব্যাপরো নয়, মুহূর্তেই পৌছে যাচ্ছে সে খবর। এ ছাড়াও এ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি আরো অনেক কাজে আসে। যে ফোনটি এত কাজে আসে, তা আমরা ব্যবহার করি

https://t.me/islaMic_fdf

অনেকেই, তবে এর সঠিক যত্নের কথা আমরা ক'জনই বা জানি? হয়ত অনেকেই না। এ জন্যই দেখা যায় মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেন্টার গুলোতে প্রচন্ড ভিড়। আর আকাশছোঁয়া বিল পরিশোধের কথা তো বলাই বাহুল্য। অথচ আমরা যদি মোবাইল ফোন সেটটির সঠিক যত্ন নেই এবং সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করি, তাহলে হয়ত এটি নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে না। পাশাপাশি দেখা যাবে, বছরের পর বছর ব্যবহার করার পরও মোবাইল ফোন নিয়ে ছুটতে হবে না সার্ভিসিং সেন্টারে। বিশেষকরে নতুন ব্যবহারকারীরা জানেন না কীভাবেই বা তাদের সেটটির যত্ন নিতে হবে। আর কীইবা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মোবাইল ফোন ব্যবহারে যত্ন ও কিছু সতর্কতার কথা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মোবাইল ফোন সেট ব্যবহার করার নিয়মাবলী ও সতর্কতা

- আপনার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন সেটটি সব সময় ধূলোবালি মুক্ত রাখুন। কেননা, যে কোনো ইলেক্ট্রিক ডিভাইসের জন্যই ধুলোবালি অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- মোবাইল ফোন পরিস্কারের ক্ষেত্রে কখনোই কোনো ক্লিনিং লিকুইড বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করবেন না। তাতে মোবাইল ফোনের কেসিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- কখনো পরিস্কারের দরকার হলে সামান্য ভেজা অ্যান্টি স্যাপটিক কাপড় ব্যবহার করুন। অত্যধিক শুকনো কাপড় মোবাইল ফোন ফোনে স্থির তড়িৎ চার্জ সৃষ্টি করে অনেক সময়।
- মোবাইল ফোনটি সব সময় অধিক তাপ কিংবা আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন। ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় মোবাইল ফোন সেট রাখবেন না।
- আগুন ও পানি থেকে মোবাইল ফোন দূরে রাখুন। কারণ, আগুন ও পানি মোবাইল ফোনের মৃত্যু ঘটায়।
- আপনার মোবাইল ফোনটি পানিতে পড়ে গেলে সিমটি খুলে; হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলুন পুরো সেটটি।

https://t.me/islaMic_fdf

- অনেকে কয়েক দিন পরপর মোছামুছি করেন। এটার দরকার নেই। বরং পার্টস খুলে মোছামুছিতে অন্য পার্টসের ক্ষতি হতে পারে।
- ফোনের ডাইরেক্টরি দেখে সঠিক নম্বরে ডায়াল করবে। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হবে না। পাশাপাশি ভুল সংযোগের জন্য লজ্জাও পেতে হবে না।
- যদি সাবধান থাকা সত্ত্বেও কোনো ভুল নম্বরে সংযোগ হয়েই যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।
- দশ বছরের নিচে শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেয়া উচিত নয়। কারণ, এতে মস্তিষ্কে চাপ পড়ে।
- মোবাইল ফোন ফোনে ছবি তোলার সুযোগ আছে বলেই যেখানে সেখানে তা ব্যবহার করবেন না।
- মোবাইল ফোনে রিংটোন বুঝে শুনে ব্যবহার করবেন। মসজিদ, মিটিং, ডাক্তারের সামনে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে রাখবেন।
- ফোনে কথা বলার সময় আন্তরিক ও উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম বহুলাংশে বাড়ে। তাই অফিসে টেলিফোন রিসিপশনিস্ট যাকে নিয়োগ দেয়া হবে সে যেন অবশ্যই শিক্ষিত, মার্জিত এবং উপস্থিত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।
- মোবাইল ফোন সংরক্ষণের জন্য মোবাইল ফোন কভার ব্যবহার করুন।
- মোবাইল ফোনে গেমস খেলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, গেমস খেললে মোবাইল ফোনের ক্ষতি হয়।
- গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন কিংবা হ্যান্ডস ফ্রি এয়ার ফোন ব্যবহার করুন।
- সি.এন.জি ষ্টেশন, তেলের ডিপো বা যে কোনো রাসায়নিক কারখানার খুব আশপাশে মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- প্লেনে বরাবরই মোবাইল ফোন অফ রাখুন।

https://t.me/islaMic_fdf

- ভ্রমন কালে দামি সেট ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- পথে-ঘাটে সতর্কতার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলুন। নতুবা আপনার প্রিয় সেটটি ছিনতাই হয়ে যেতে পারে।
- দূর পথের ভ্রমনে চার্জার নিতে ভুল করবেন না।
- আপনার মোবাইল ফোনের পাক নম্বর ও পিন নম্বর যত্নসহকারে লিখে রাখুন। না হয় সিম ব্লক হলে বিপদে পড়তে পারেন।
- আপনার মোবাইল ফোন সেটটিতে কোনো লক কোড ব্যবহার করলে তা অন্য স্থানে টুকে রাখুন।
- মোবাইল ফোন লক করে রাখুন। নতুবা নিজের অজান্তে কোনো বাটনে চাপ লেগে আপনার মোবাইল ফোন ব্যালেন্স শূন্য হয়ে যেতে পারে।
- আপনার মোবাইল ফোনে সেভ করা নম্বরগুলো জরুরি ভিত্তিতে কোনো ইন্ডেক্সে বা ডায়রিতে টুকে রাখুন। যে কোনো সময় মোবাইল ফোন হাত ছাড়া বা সিম নষ্ট হয়ে আপানার সকল জরুরি কাজ স্থগিত হয়ে যেতে পারে।
- মোবাইল ফোন ব্যবহারের পূর্বে মোবাইল ফোনের জরুরি অপশন ভালোভাবে জেনে নিন। অন্যথায় এলোমেলো চাপে জটিল সমস্যায় ভুগতে পারেন।
- কোথাও কল বা ফ্লেক্সিলোড করার সময় সতর্কতার সঙ্গে মোবাইল ফোন বাটন চাপুন। অন্যথায় লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে।
- কার্ড রিচার্জের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। কারণ, তিনের অধিক চেষ্টা করলে লাইন রিচার্জ স্থগিত বা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- মোবাইল ফোনে কোনো সমস্যা হলে পরিচিত সার্ভিসিং বা মেকারের নিকট নিয়ে যান। নতুবা আপনার দামী পার্টস চুরি হতে পারে।
- রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।
- বৃষ্টির মৌসুমে ঘর হতে বের হওয়ার সময় সঙ্গে ছোট পলিথিন প্যাক রাখুন। বৃষ্টির পানি হতে মোবাইল ফোনটি রক্ষা পাবে।

https://t.me/islaMic_fdf

- বিনা প্রয়োজনে বারবার মোবাইল ফোনের সিম পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন। বারবার পরিবর্তনের ফলে সিম নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- একাধিক সিম ব্যবহার না করে অন্যকে ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষা করুন।
- কোম্পানির অফারগুলো জেনে যথা সময়ে উপকৃত হোন।
- মোবাইল ফোন বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন।
- খেলনার জন্য বাচ্চাদের হাতে মোবাইল ফোন দেয়া থেকে বিরত থাকুন। নতুবা তাদের এলোমেলো চাপে মোবাইল ফোন লক হয়ে আপনি ভোগান্তির শিকার হতে পারেন।
- মাটিতে বা শক্ত কোনো স্থানে যেন জোরে আঘাত না লাগে বা পড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- কোনো কারণে মোবাইল ফোন সেট হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সার্ভিস অপারেটরকে জানিয়ে সিম বন্ধ করে দিন। আজকাল ছিনতাই হওয়া নম্বর দিয়ে অনেকেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায় কিংবা হুমকী দেয়। সুতরাং এতসব ব্যবস্থা নিলে আপনার সেটটি যেমন ভালো থাকবে, তেমনি আপনিও থাকবেন নিরাপদ।
- স্পর্শনির্ভর (টাচস্ক্রিন) সেলফোন একটুখানি আলতো স্পর্শেই জেগে ওঠে। স্পর্শকাতর পর্দা (টাচস্ক্রিন) সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। টাচ পর্দায় ধুলা-ময়লা, তেল বা পানি পড়লে স্পর্শকতরতা নষ্ট হয়ে যায়। আর হ্যান্ডসেট ব্যবহারের সময় পরিস্কার টাচপেন ব্যবহার করা উচিত। স্পর্শকাতর সেলফোনে জোরে চাপ দিয়ে কোনো কাজ করা একেবারেই ঠিক নয়। এতে হ্যান্ডসেটটি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- স্পর্শকাতর পর্দা খুব বেশি তাপ সহ্য করতে পারে না। ফলে অতিরিক্ত রোদের তাপে টাচস্ক্রিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সরাসরি সূর্যের আলোয় এটি ব্যবহার না করাই ভালো।

https://t.me/islaMic_fdf

- সাধারণত ধুলা-ময়লা পরিস্কারের জন্য সাবান বা বিশেষ দ্রবণ ব্যবহার করলে এর স্ক্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য কোনো ধরনের দ্রবণও স্ক্রিনে স্প্রে করা ঠিক নয়। এর জন্য সব সময় নরম কাপড় ব্যবহার করা ভালো। পরিস্কারের সময় সেট অবশ্যই বন্ধ করে নিতে হবে। অধিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ মোড়ক ব্যবহার করা যেতে পারে।

মোবাইল ফোন রাখুন ভাইরাসমুক্ত

তথ্যপ্রযুক্তির ভাষায় ভাইরাস হলো এক ধরনের প্রোগ্রাম, যা ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়াই নিজে নিজে কপি হতে পারে। কম্পিউটারের ভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হলেও মোবাইল ফোন ফোনের ভাইরাসের সঙ্গে এখনো তেমন একটা পরিচয় হয়নি আমাদের। মোবাইল ফোন ফোনের ভাইরাস এখনো ততটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন, আগামী দু'এক বছরের মধ্যে কম্পিউটারের ভাইরাসের মতো মোবাইল ফোন ফোনের ভাইরাসও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণত যাদের ফোনের কনফিগারেশন একটু হাই, তাদের ক্ষেত্রে ভয়টা একটু বেশি। কারণ, মোবাইল ফোন ভাইরাস সাধারণত ব্লু-টুথ, এমএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়। তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের উচিত এ ব্যাপারে আগেভাগেই সতর্ক থাকা। আসুন এক নজরে দেখে নেয়া যাক, আপনার মুঠোফোনকে ভাইরাসের হাত থেকে মুক্ত করার কৌশল–

- মোবাইল ফোন ফোনের ভাইরাস বেশি ছড়ায় ব্লু-টুথের মাধ্যমে। তাই মোবাইল ফোনকে ভাইরাসমুক্ত রাখতে ফোনের ব্লু-টুথ আপশনটি বন্ধ করে বা লুকানো অবস্থায় (Hidden Mode) রাখুন। শুধু প্রয়োজনের সময় ব্লু-টুথ অপশন চালু করুন। এতে ব্লু-টুথের মাধ্যমে যেসব ভাইরাস ছড়ায় সেসব ভাইরাসের হাত থেকে আপনার মুঠোফোন রক্ষা পাবে।লব্লু-টুথ বা এমএমএস-এর·মাধ্যমে আসা কোনো ফাইল ওপেন করার আগে একটু সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেমনটা আপনি কোনো ই-মেইলের সঙ্গে সংযুক্ত ফাইলের ক্ষেত্রে করে থাকেন। দেখে নিন যে উৎস থেকে সংযুক্ত ফাইলটি আপনাকে পাঠানো হয়েছে তা আপনার

https://t.me/islaMic_fdf

পরিচিত কিনা। অজানা কোনো উৎস থেকে যে কোনো ধরনের ফাইল কপি বা ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকুন।

- কম্পিউটার ভাইরাস ঠেকাতে যেরকম এন্টি-ভাইরাস পাওয়া যায় তেমনি এখন মোবাইল ফোন ফোনেরও এন্টি-ভাইরাস পাওয়া যায়। তাই কম্পিউটারের মতো মোবাইল ফোন ফোনেও এন্টি-ভাইরাস ব্যবহার করতে পারেন। ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করলে মোবাইল ফোন ফোনের জন্য বেশ কিছু এন্টি-ভাইরাস পাবেন। (যেমন- F-secure, Kaspersky)।
- ভাইরাসের আক্রমনে আপনার মোবাইল ফোন অনাকাঙ্খিত আচরণ শুরু করলে কাষ্টমার কেয়ার বা সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন। সেসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় মোবাইল ফোন ফোনের অপারেটিং সিষ্টেম নতুন করে ইনষ্টল করার প্রয়োজন হতে পারে। তাই আপনার মোবাইল ফোন ফোনের জরুরি কোনো তথ্য যেন নষ্ট না হয় সেজন্য জরুরি ফাইল, অ্যাড্রেস বুক ইত্যাদির একটি ব্যাক-আপ রাখুন।

ব্যাটারি চার্জ করার নিয়মাবলী

- নতুন ব্যাটারি ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই ৮-১০ ঘন্টা চার্জ দিতে হবে। সম্পূর্ণ চার্জ না দিয়ে ব্যাটারি ব্যবহার করা উচিত হবে না।
- Ni-Mh ব্যাটারির ক্ষেত্রে ব্যাটারি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত (ডিসচার্জ) করাই উত্তম।
- সপ্তাহে অন্তত পক্ষে এক থেকে দুইবার চার্জের পূর্বে ব্যাটারিকে অবশ্যই সম্পূর্ণ ডিসচার্জ করতে হবে।
- প্রতিবার চার্জ করার পূর্বে ব্যাটারিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করাই (ডিসচার্জ) উত্তম। এতে ব্যাটারির স্থায়িত্ব এবং সর্বোত্তম সেবা লাভ করা সম্ভব। তবে প্রয়োজনে ২৫% চার্জ থাকা অবস্থাতেও চার্জ করা যেতে পারে।
- যখন তখন ব্যাটারি একটু একটু করে চার্জ অথবা অতিরিক্ত সময় চার্জ করা উচিত নয়। এতে ব্যাটারির Stand by Time এবং Talk

https://t.me/islaMic_fdf

Time কমে যাবে। এমন কি এতে আপনার ব্যাটারি খারাপ (Damage) হয়ে যেতে পারে।

- ব্যাটারি বা সিম খোলার পূর্বে অবশ্যই ফোন সেটের (Power) সুইচ অফ করে নিতে হবে। নতুবা আপনার মোবাইল ফোন সেটের ক্ষতি হতে পারে।
- সঠিক মানের চার্জার দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করুন। আর সব সময় ভালো কোম্পানির ব্যাটারি ব্যবহার করুন। এতে সেটটিও ভাল থাকবে।
- মোবাইল ফোন চার্জ দেয়ার পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করে নিন। এতে অল্প সময়ে বেশি চার্জ হবে। তবে একবারে দু'তিন ঘন্টার বেশি চার্জ দিবেন না। এতে ব্যাটারি ভালো সার্ভিস দিবে।
- নতুন যে কোনো সেট কেনার পর প্রথম কয়েক দিন একটু বেশি পরিমাণে চার্জ দিন। এতে ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব বাড়ে।

https://t.me/islaMic_fdf

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

১. ইসলাম ব্যতীত পৃথিবী কাঙ্গাল
মাওলানা কালিম সিদ্দিকী

২. সুদবিহীন ব্যাংকিং
বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

৩. কবরের অবস্থা
মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবি রহ.

৪. ইউরোপের তিন অর্থব্যবস্থা
মুফতি মুহাম্মদ রফি উসামনি

৫. বিশ্ব শান্তি : পথ ও পন্থা
মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.

৬. নারী সাহাবিগণ রা. : ঈমানদীপ্ত জীবনকথা
ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

৭. নারীর আখলাক ও শিষ্টাচার-১
মাওলানা তারিক জামিল

৮. নারীর আখলাক ও শিষ্টাচার-২
মাওলানা তারিক জামিল

৯. স্বপ্নের সংসার
মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি

১০. নারীর আত্মশুদ্ধি
মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.

১১. নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
মাওলানা তারিক জামিল

১২. রাসূলপ্রেমের একগুচ্ছ গল্প
মাওলানা হাবীবুর রহমান খায়রাবাদী

https://t.me/islaMic_fdf

১৩. ইসলামি ইতিহাসের গল্প : বিচূর্ণ সিংহাসন

নাজিব কিলানি

১৪. নির্বাচিত গল্প

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

১৫. ইসলাহি গল্প

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

১৬. আমার পছন্দনীয় গল্প

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

১৭. ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গল্প

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি

১৮. জীবন গড়ার গল্প

মাওলানা নাসের দরবেশ

১৯. সহজে নেকি অর্জন

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

২০. স্মরণশক্তি কেনো বাড়ে কেনো কমে

মুফতি মুহাম্মাদ মুজিবুল হক

২১. দেশ-দেশান্তর-১, দেশ-দেশান্তর-২, দেশ-দেশান্তর-৩

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

২২. প্রমিত উচ্চারণ আবৃত্তি উপস্থাপনা ও বক্তৃতার আধুনিক কলা কৌশল

জামিল আহমাদ ও রাশেদ বিন মুঈন

২৩. কিতাবুত্তাজভীদ

হাফেজ মীর মুহাম্মাদ মুহসিন হুসাইন

২৪. ফিলিস্তিনের স্মৃতি

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

২৫. সিরাত থেকে শিক্ষা

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম

২৬. ইসলামে বিয়ে তালাক ও যৌনবিধান

মাওলানা যফিরুদ্দিন

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf